بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ	১০ম সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ	১৪৩৯ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪২৫ বাং
জুলাই	২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল *(৫ম কিস্তি)* ০৪
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাউত্বের সমালোচনার জবাব *(শেষ কিস্তি)* *-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ* ০৭

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৫ম কিস্তি)* ১২
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায় ১৬
-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম

◈ **মনীষী চরিত :** ২১

♦ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) *(২য় কিস্তি)*
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ **ইতিহাসের পাতা থেকে :** ২৫

♦ তাতারদের আদ্যোপান্ত *(শেষ কিস্তি)*
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ **হকের পথে যত বাঁধা :** ৩৩

♦ ভ্রান্ত আক্বীদার বেড়াজাল ছিন্ন হ'ল যেভাবে
♦ মাযহাবীদের চাপে নিজের মসজিদ ছাড়তে হ'ল

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৫

♦ লি'আনের বিধান প্রবর্তনের ঘটনা

◈ **ক্ষেত-খামার :** ৩৬

♦ আল-কুরআনের আলোকে ধান চাষ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

◈ **কবিতা :** ৩৭

♦ রামাযানের শিক্ষা ♦ দুর্ভোগ
♦ সৃষ্টির বাহাদুরি

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৮

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৯

◈ **মুসলিম জাহান** ৪০

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪২

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

আহলেহাদীছের বৈশিষ্ট্য সমূহ

গত কয়েক বছর থেকে আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বিষোদ্গার ও সহিংসতা চলছে। সম্প্রতি সেটা বেড়ে গেছে। তাতে যোগ দিয়েছেন সরকারী ও বিরোধী দলের কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি। কোন কোন অঞ্চলে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। এমতাবস্থায় মযলূম আহলেহাদীছদের পথ খোলা আছে দু'টি। ১- যেকোন মূল্যে নিজেদের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের উপর দৃঢ় থাকা এবং ২- এজন্য ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্যা কামনা করা *(বাক্বারাহ ২/৪৫)*।

ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদাই হ'ল আহলেহাদীছের আক্বীদা। আর ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সেটাই, যা নবী যুগে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল। পরবর্তীতে যেসব শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা ও রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে, আহলেহাদীছগণ সেসব থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ সংস্কারে রত থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রেওয়াজপন্থী লোকেরা কোনরূপ সংস্কার পসন্দ করে না। বরং তারা উপদেশ দাতাদের শত্রু মনে করেন। বস্ততঃ আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় হয়। আহলেহাদীছের তেমনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যার মাধ্যমে অন্যদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে ওঠে। নিম্নে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হ'ল।-

(১) আহলেহাদীছগণ আদমের সন্তান হিসাবে সকল মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ মানবিক আচরণ প্রদর্শন করে থাকেন। অতঃপর একই ক্বিবলার অনুসারী সকল মুসলিমকে তারা 'ভাই' মনে করেন। আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের অনুসরণ করেন। **(২)** তারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে আল্লাহ্র সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন ও সনাতন বলে বিশ্বাস করেন। যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তারা সরাসরি আল্লাহকে ডাকেন এবং তাঁকে ডাকার জন্য জীবিত বা মৃত কাউকে অসীলা বা শরীক সাব্যস্ত করেন না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তারা সেভাবেই তা প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করেন। কোন রূপক কিংবা দূরতম ব্যাখ্যা করেন না বা অন্যের সদৃশ কল্পনা করেন না। তাদের নিকট আল্লাহ নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। বরং তাঁর নিজস্ব আকার আছে, যা তাঁর উপযোগী। যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন *(শূরা ৪২/১১)*। যেমন ভিডিও-ক্যামেরা সবকিছু শোনে ও দেখে। তার আকার তার মত। যা অন্যের সাথে তুলনীয় নয়। আল্লাহ সাত আসমানের উপর আরশে সমুন্নীত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজিত। জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহকে মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় স্পষ্ট দেখবে' *(বুঃ মুঃ প্রভৃতি)*। আর সেটাই হবে তাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত *(মুসলিম)*। কিন্তু কাফির-মুনাফিকরা তাদের অবিশ্বাস ও কপট বিশ্বাসের কারণে তাঁকে দেখতে পাবে না *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/১৫)*। আহলেহাদীছগণ সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার অংশ মনে করে 'যত কল্লা তত আল্লাহ' বলেন না। তারা বান্দার ক্বলবে আল্লাহ্র আরশ থাকে বা পীরের আত্মা ও মুরীদের আত্মা মিলিত হয়ে আল্লাহ্র পরমাত্মায় লীন হয়ে ফানা ফিল্লাহ ও বাক্বা বিল্লাহ্র প্রচলিত মা'রেফতী ধারণাকে স্রেফ শয়তানী প্রতারণা মনে করেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র নূর ধারণা করে তারা তাঁকে 'নূরের নবী' বলেন না। বরং তাঁকে 'মানুষ নবী' হিসাবে *(কাহফ ১৮/১১০)* বিশ্বাস করেন। তারা অতি যুক্তিবাদী ভ্রান্ত ফির্কা মু'তাযিলাদের ন্যায় কুরআনকে মাখলূক্ব বা সৃষ্টবস্তু বলেন না। বরং তাকে সরাসরি আল্লাহ্র কালাম হিসাবে বিশ্বাস করেন। যার প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণ সবই আল্লাহ্র। যা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। যাকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। যাতে কোনভাবেই কোন মিথ্যা প্রবেশের সুযোগ নেই *(হামীম সাজদাহ ৪১/৪২)*। তারা ছহীহ হাদীছকে অহিয়ে গায়ের মাতলু মনে করেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র অহি ব্যতীত শারঈ বিষয়ে কোন কথা বলতেন না *(নাজম ৫৩/৩-৪)* এবং তাঁর যবান থেকে হক ব্যতীত কোন কথা বের হতো না *(আহমাদ হা/৬৫১০)*। আহলেহাদীছদের নিকট বান্দা 'ইচ্ছা ও কর্মশক্তিহীন বাধ্যগত জীব' নয়। বরং সে তার কর্মশক্তি প্রয়োগে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী *(দাহর ৭৬/৩)*। তাদের নিকটে আল্লাহ হ'লেন ভাল-মন্দ সকল কর্মের স্রষ্টা *(ছাফফাত ৩৭/৯৬)* এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী *(জাছিয়াহ ৪৫/১৫)*। আর সেকারণেই সে তার কর্মফল পাবে।

(৩) আহলেহাদীছের নিকটে 'ঈমান' হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যেটা না থাকলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। খারেজীগণ তিনটি বিষয়কেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। সেকারণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের মতে কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। এদের বিপরীতে জাহমিয়াগণ কেবল বিশ্বাসকে এবং মুরজিয়াগণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকেই 'ঈমান' বলেন। 'কর্ম' ঈমানের অংশ নয় এবং ঈমানের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। ফলে তাদের মতে ছালাত-ছিয়ামে ঈমান বৃদ্ধি পায় না বা যেনা ও মদ্যপানে ঈমান হ্রাস পায় না। সেকারণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট পূর্ণ ঈমানদার। আমলহীন শৈথিল্যবাদী মুসলমানদের অধিকাংশ নামে-বেনামে এই দলভুক্ত। পক্ষান্তরে খারেজী আক্বীদার অনুসারীরা চরমপন্থী হয়ে থাকে। উক্ত দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী আক্বীদার মধ্যবর্তী হ'ল আহলেহাদীছের আক্বীদা। এই আক্বীদার অনুসারীগণ কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে কাফের বলেন না। বরং ফাসেক বা ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার বলেন। আর এটাই হ'ল আহলে সুন্নাতের বিশুদ্ধ আক্বীদা।

(৪) আহলেহাদীছের আক্বীদা মতে ইবাদতের জন্য যেমন আল্লাহ্কে একক গণ্য করতে হবে, অনুসরণের জন্য তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একক গণ্য করতে হবে। ইবাদাত ও মু'আমালাত সকল ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য। এক্ষণে যারা মানুষের জীবনকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন এবং বৈষয়িক ব্যাপারসমূহ পরিচালনার জন্য ইসলামী শরী'আত যথেষ্ট নয় বরং নিজেদের মনগড়া আইনকে আল্লাহ্র আইনের চাইতে উত্তম বলে মনে করেন, তারা প্রকারান্তরে মানবজাতির বৈষয়িক বিষয় সমূহের জন্য আরেকজন রাসূল কামনা করেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। এভাবে একদল লোক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের 'রব'-এর আসন দখল করে আছে। অথচ সকল ক্ষেত্রেই কেবল আল্লাহ্র দাসত্ব কাম্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। **(৫)** আহলেহাদীছগণ শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ইসলামী শরী'আতের যথাযথ ও সার্বিক অনুসরণকে *(বাক্বারাহ ২/২০৮)* মানবজাতির ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির আবশ্যিক পূর্বশর্ত বলে বিশ্বাস করেন। **(৬)** আহলেহাদীছগণ আক্বীদা ও আহকাম বিষয়ে 'যঈফ' হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেন না এবং 'মুতাওয়াতির' ও 'আহা-দ' পর্যায়ের ছহীহ হাদীছকে ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করেন।

(৭) আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন কবীরা গোনাহগারদের জন্য আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ) শাফা'আত করবেন। সেকারণ দুনিয়ায় থাকতে আগেভাগে কাউকে আল্লাহ্র নিকট সুফারিশকারী বা অসীলা সাব্যস্ত করার কোন উপায় নেই। এই অসীলা বেছে নেওয়ার ফলেই ইহূদী-নাছারা ও মুশরিকগণ দুনিয়াতে একদল লোককে রব-এর আসনে বসিয়েছে। ভ্রান্ত মুসলমানরাও সেটা করে থাকে। **(৮)** আহলেহাদীছগণ খতমে নবুঅতে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসকে মুমিন হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত বলে মনে করেন। যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী হিসাবে মানতে অস্বীকার করে বা তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তারা নিঃসন্দেহে 'কাফির'। **(৯)** আহলেহাদীছগণ কারামাতে আউলিয়ায় বিশ্বাস করেন। এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন বৈ কিছু নয়। এতে বান্দার কোন এখতিয়ার নেই। বিগত যুগে মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর মাকে এবং ইসলামী যুগে অনেক ছাহাবী-তাবেঈকে আল্লাহ এই কারামত প্রদান করেছেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। এটি শরী'আতের কোন দলীল নয় বা এজন্য কেউ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে 'বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত' ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন না। **(১০)** আহলেহাদীছগণ ভাল-মন্দ সকল ইমামের পিছনে ছালাত জায়েয বলেন এবং ভাল-মন্দ সকল মুসলিম শাসকের আনুগত্য করেন। যদিও শরী'আত বিরোধী কোন হুকুম মানতে মুসলিম প্রজাসাধারণ বাধ্য নন। শাসক অপসন্দনীয় হ'লে তারা ছবর করেন ও তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। কিন্তু কোন অবস্থায় বিদ্রোহ ও বিপর্যয় সৃষ্টি জায়েয মনে করেন না।

(১১) আহলেহাদীছগণ বিশ্বাস করেন যে, ছালাত-ছিয়াম, যাকাত-হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতের বিষয়গুলি তাওক্বীফী। যাতে কোনরূপ কমবেশী করার অধিকার কারু নেই। এসব বিষয়ে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলিই মাত্র গ্রহণীয়। বাকী সবই পরিত্যাজ্য। বিশেষ করে ছালাত হ'ল সবার উপরে। যে বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন করা হবে। এটি সঠিক হ'লে বাকী সব আমল সঠিক বলে গণ্য হবে। আর এটি বেঠিক হ'লে বাকী সব আমল ব্যর্থ হবে *(ছহীহাহ হা/১৩৫৮; মিশকাত হা/১৩৩০)*। সেকারণ স্বয়ং জিব্রীল এসে রাসূল (ছাঃ)-কে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে বলেছেন, তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ *(বুখারী হা/৬৩১)*। উক্ত ছালাত অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অথচ উপমহাদেশে এই ছালাতই সবচেয়ে বেশী মাযহাবী হামলার শিকার হয়েছে। যেমন **(ক)** ওযূ-ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ সহ প্রত্যেক ইবাদতের শুরুতে নিয়ত পাঠ করা। অথচ নিয়ত অর্থ হৃদয়ে সংকল্প করা। মুখে নিয়ত পাঠ করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। **(খ)** ওযূতে গর্দান মাসাহ করা। অতঃপর ছালাত শুরুর আগে জায়নামাযের দো'আ পাঠ করা ও পরে নাওয়ায়তু আন পড়া। **(গ)** কাতারে দুই মুছল্লীর মাঝে ফাঁক রাখা। ঐ ফাঁকা স্থানে হাদীছের ভাষায় 'শয়তান ছোট কালো বকরীর ন্যায় ঢুকে পড়ে' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৬-৬৭)*। অথচ আমরা সেটাই করছি। **(ঘ)** পুরুষের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধা ও মহিলাদের জন্য বুকে হাত বাঁধা। অথচ নারী-পুরুষ সকলের জন্য বুকে হাত বাঁধা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছুই বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(নায়লুল আওত্বার প্রভৃতি)*। **(ঙ)** জেহরী ছালাতে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ না করা। অথচ এটি পাঠ না করলে ছালাতই হয় না *(বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি)*। অসংখ্য ছহীহ হাদীছ ছাড়াও অধিকাংশ ছাহাবী-তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের তিন ইমাম উক্ত আমল করতেন। মুখে চার মাযহাব ফরয বললেও তাক্বলীদের কারণে তারা কেবল নিজেদেরটাই মানেন, অন্যদেরটা মানতে নিষেধ করেন। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ নিরপেক্ষভাবে চার মাযহাবের ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক মাসআলাগুলি মেনে চলেন। **(চ)** জেহরী ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলের জন্য সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে আমীন বলা সুন্নাত। যা বুখারী-মুসলিম সহ অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং ছাহাবা, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ দ্বারা পালিত। অথচ মাযহাবী তাক্বলীদের কারণে এদেশে এ সুন্নাতটি পরিত্যক্ত। **(ছ)** ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যার পক্ষে ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন চারশত। যা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ভুক্ত। অথচ এই সুন্নাতটিও পরিত্যক্ত হয়েছে কেবল মাযহাবী কারণে। **(জ)** একই কারণে দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ দো'আটিও পরিত্যক্ত হয়েছে *(মিশকাত হা/৯০০ প্রভৃতি)*। যার ফলে ছালাত হয়ে পড়েছে দ্রুত ও কাকের ঠোকরের মত। এরপর রয়েছে সালাম ফিরানোর পর দলবদ্ধ মুনাজাত এবং রয়েছে আখেরী মুনাজাত। যার কোন ভিত্তি নেই। **(ঝ)** তারাবীহ্র ছালাতে বিতর সহ ১১ রাক'আতের সুন্নাত বাতিল হয়ে গেছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) রামাযান ও তার বাইরে কখনো ১১ বা ১৩ রাক'আতের ঊর্ধ্বে রাত্রির নফল ছালাত আদায় করেননি *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)*। এছাড়া ১ রাক'আত বিতরের সুন্নাত পরিত্যক্ত হয়েছে। **(ঞ)** ঈদায়নের ছালাতে প্রচলিত নিয়মে ৬ তাকবীর পাঠের পক্ষে ছহীহ-যঈফ কোন হাদীছ নেই। অথচ মাযহাবের দোহাই দিয়ে সেটাই চলছে এবং ১২ তাকবীরের বিশুদ্ধ সুন্নাত থেকে মানুষকে বিরত রাখা হয়েছে। **(ট)** মাতৃভাষায় জুম'আর খুৎবা দান করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) নিজ মাতৃভাষা আরবীতে খুৎবা দিতেন। অথচ দু'টি খুৎবার সুন্নাত পরিত্যাগ করে মূল খুৎবার পূর্বে 'বয়ানের' নামে আরেকটি খুৎবা চালু করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। **(ঠ)** জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নাত *(বুখারী হা/১৩৩৫; নাসাঈ হা/১৯৮৭;, ৮৯)*। অথচ সেই সুন্নাত পরিত্যক্ত হয়েছে এবং মুক্তাদীদের জোরে জোরে নিয়ত পাঠ করানো হচ্ছে। **(ড)** সফরে জমা ও ক্বছরের সহজ নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে। এমনকি হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানেও এটি করা হয় না। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এটি করেছেন *(বুখারী হা/১৬৬২)*। এছাড়া মক্কা থেকে তানঈম বারবার ওমরাহ করা হয়। যার কোন ভিত্তি নেই **(ঢ)** এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করা কুরআনী আইনের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তা চলছে কেবল মাযহাবের দোহাই দিয়ে। যার কুফল হিসাবে হিল্লার মত এক নোংরা জাহেলী প্রথাকে জায়েয করা হয়েছে। এভাবে অসংখ্য মুসলিম নারী-পুরুষ হর-হামেশা ধর্মের নামে এই নিকৃষ্ট প্রথার অসহায় শিকার হচ্ছে।

এছাড়া **(১২)** ধর্মের নামে মীলাদ-ক্বিয়াম, শবেবরাত, শবে মে'রাজ, কুলখানী-চেহলাম প্রভৃতি বিদ'আতী প্রথা সমূহ চালু করা হয়েছে। যেসবের কোন ভিত্তি নবী ও ছাহাবীগণের যামানায় ছিল না। **(১৩)** মৃত ব্যক্তি কখনো শুনতে পায় না এবং কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। কারণ দুনিয়াবী জীবন থেকে তাদের উপর পর্দা পড়ে যায় ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। অথচ কথিত পীর-আউলিয়াগণ কবরে থেকে ভক্তদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, এরূপ ভিত্তিহীন ধারণা ছড়িয়ে দিয়ে যত্রতত্র চালু করা হয়েছে কবরপূজার জঘন্যতম শিরক। লাখো মুসলমান সেখানে নযর-নেয়ায নিয়ে হাযির হচ্ছে ও মৃত পীরবাবার আশীর্বাদ কামনা করছে।

[বাকী অংশ ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল

মূল : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৫ম কিস্তি)

নিজের ছেলের দাসী কিংবা ছেলের উম্মুল ওয়ালাদ[১]-এর সংগে ব্যভিচারী পিতার দণ্ড বাতিলে তারা প্রমাণ দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)-এর এই বাণী দিয়ে যে, أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ 'তুমি ও তোমার ধস-সম্পদ তোমার পিতার'।[২] কিন্তু তারা এই হাদীছের মর্মের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'স্বীয় পুত্রের সম্পদে পিতার কোন অধিকার নেই বরং পুত্রের সম্পদ থেকে আরাক গাছের ডাল (যা দিয়ে মেসওয়াক করা হয়) কিংবা তার থেকেও ক্ষুদ্র কিছু পর্যন্ত নেওয়া তার জন্য জায়েয হবে না'। এছাড়াও তারা পুত্রের ঋণের জন্য পিতাকে আটক করা এবং তার কোন সম্পদ নষ্ট করলে এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া পিতার উপর আবশ্যক বলেছেন।

ইকামতদাতা যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ 'ক্বাদ ক্বামাতিছ ছালাহ' বলবে ইমাম তখন তাকবীরে তাহরীমা বলবে-এ কথার পক্ষে তারা বিলাল (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা দলীল দেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেছিলেন, لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ 'আপনি আমার আগে আমীন বলবেন না'।[৩] অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা (রাঃ) মারওয়ানকে বলেছিলেন, لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ 'আপনি আমার আগে আমীন বলবেন না'।[৪] তারপর তারা উচ্চৈঃস্বরে পঠিত ক্বিরাআতের ছালাতে এই হাদীছের বিরোধিতা করে বলেছেন, لَا يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ 'তাতে না ইমাম আমীন বলবে, না মুক্তাদী'।

তারা মুগীরা ইবনু শু'বাহ্‌র হাদীছ দ্বারা মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা ফরয হওয়ার দলীল দেন। তিনি বলেন যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মাথার সামনের অংশ ও পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন'।[৫] তারপর তারা হাদীছটির নির্দেশিত বিষয় উপেক্ষা করে বলেন, لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَلَا أَثَرَ لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا أَلْبَتَّةَ 'পাগড়ির উপর মাসাহ করা জায়েয হবে না। পাগড়ির উপর মাসেহ্‌র নিশ্চিতই কোনো কার্যকারিতা নেই'।[৬] কারণ মাথার সম্মুখভাগ মাসাহ করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। তাদের মতে পাগড়ির উপর মাসাহ না ফরয, না মুস্তাহাব।

তারা ইমামের অনুগমন মুস্তাহাবের পেছনে দলীল দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ 'ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্য'।[৭] তারা বলেন, 'ইমামের অনুসরণ' কথাটি দাবী করে যে, তার প্রতিটি কাজ মুক্তাদী সমান তালে করবে। তারপর তারা হাদীছটির নির্দেশনা উপেক্ষা করে যান। কেননা ঐ হাদীছেই আছে, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ 'সুতরাং যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে; যখন সে রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে; যখন সে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন তোমরা বলবে 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'; আর যখন সে বসে ছালাত আদায় করবে তখন তোমরাও সবাই বসে ছালাত আদায় করবে'।[৮]

তারা ছালাতে ভুলকারীর হাদীছ দ্বারা ছালাতে সূরা ফাতেহা পাঠ অবধারিত না হওয়ার দলীল দেন- যাতে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ 'কুরআন থেকে যতটুকু তোমার জোটে বা সহজ হয়, তুমি ততটুক পড়বে'।[৯]

কিন্তু তারাই আবার হাদীছের সরাসরি ও সুস্পষ্ট বক্তব্য লংঘন করছেন। ঐ হাদীছে এসেছে, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا 'তারপর তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত রুকূ'তে থাকবে যতক্ষণ না তুমি স্থিরতার সাথে রুকূ' করবে; তারপর তুমি ততক্ষণ মাথা তুলে থাকবে যতক্ষণ না স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে; তারপর তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদারত থাকবে যতক্ষণ না তুমি স্থিরতার সাথে সিজদা সম্পন্ন করবে'।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ভুলকারীকে বলেছিলেন, ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ 'তুমি পুনরায় ছলাত আদায় কর। কেননা তোমার ছালাত আদায় হয়নি'।[১১]

** ঝিনাইদহ।*

১. যে দাসী তার মনিবের ঔরসে সন্তান জন্ম দেয় তাকে উম্মুল ওয়ালাদ বলে।-অনুবাদক।

২. আবূদাঊদ হা/৩৫৩০।

৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৬৩৬; আবূদাঊদ হা/৯৩৭। এ সকল বর্ণনায় কথক বিলাল(রাঃ); কিন্তু আহমাদ ও বায়হাক্বীর বর্ণনায় কথক হ'লেন নবী (ছাঃ)। দেখুন: আহমাদ হা/২৩৮৮৩ ও বায়হাক্বী হা/২২৮৯। বায়হাক্বী বলেছেন, বিলাল যেন নবী (ছাঃ)-এর আগে আমীন বলে উঠতেন; তাই নবী (ছাঃ) তাকে বলেন, তুমি আমার আগে আমীন বল না। বিস্তারিত দেখুন : টীকা নং ২, পৃ. ৫০২।

৪. বায়হাক্বী হা/২২৯৮, সনদ ছহীহ। বুখারী তার 'ছহীহ'তে 'তা'লীক' আকারে উল্লেখ করেছেন হা/৭৮০-এর পূর্বে; আবূ হুরায়রা উচ্চৈঃস্বরে ইমামকে বলতেন, আমাকে আমীন বলায় বিপদে ফেলবে না। দেখুন : মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/৯৬।

৫. মুসলিম হা/২৭৪।

৬. অর্থাৎ পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ্‌র ফরয আদায় হবে না, বিধায় ওযূ হবে না। -অনুবাদক।

৭. বুখারী হা/৭৩৪; মুসলিম হা/৪১৪, ৪১৫, ৪১৭।

৮. ঐ।

৯. বুখারী হা/৭৫৭, ৭৯৩; মুসলিম হা/৩৯৭।

১০. ঐ।

১১. ঐ।

কিন্তু তারা বলছেন, 'যে ব্যক্তি স্থিরতা পরিহার করে দ্রুত ছালাত আদায় করবে তার ছালাত হয়ে যাবে। স্থিরতার উক্ত আদেশ ফরয ও আবশ্যিক নয়'। অথচ হাদীছটিতে একই সাথে স্থিরতা অবলম্বন ও ক্বিরাআত পাঠের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

তারা আবু হুমায়েদ (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা 'জালসায়ে ইস্তে রাহাত' 'আরামের বৈঠক'-কে বাতিল করে দিয়েছে।[12] কেননা আবু হুমায়েদ (রাঃ)-এর হাদীছে 'আরামের বৈঠক'-এর উল্লেখ নেই।[13] অথচ ঐ একই হাদীছে রুকূ'তে যাওয়ার ও রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময় হাত তোলার উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেননি।

ছালাতে নবী (ছাঃ)-এর উপর ছালাত ও সালাম পাঠ ফরয হওয়াকে তারা ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছের বরাতে বাতিল করে দিয়েছেন। ইবনু মাসঊদের হাদীছে আছে, فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ 'যখন তুমি উহা (তাশাহহুদ) বলবে তখনই তোমার ছালাত পূর্ণ হয়ে যাবে'।[14]

তারপর তারা খোদ হাদীছের কথাই উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'সে তাশাহহুদ না বললেও তার ছালাত পূর্ণ হয়ে যাবে'।

জুম'আর দিনে ইমামের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দান কালে কথা বলার বৈধতার উপর তারা দলীল দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দান কালে জনৈক প্রবেশকারীকে বলেন, أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ 'হে অমুক! তুমি কি বসার আগে ছালাত আদায় করেছ? সে বলে, 'না'। তিনি বলেন, 'ওঠো এবং দু' রাক'আত আদায় কর'।[15] কিন্তু তারা হাদীছটির মূল নির্দেশেরই বিপরীতে গিয়ে বলেন, 'ইমামের খুৎবা দান কালে যে মসজিদে ঢুকবে সে ছালাত না পড়ে বসে পড়বে'।

ছালাতে দু'হাত তোলাকে তারা মাকরূহ বা অপসন্দনীয় ভাবেন। তারা দলীলে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا بَالُهُمْ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ 'তাদের হ'ল কি? তারা খালিই তাদের হাত তুলছে, যেন অবাধ্য ঘোড়া লেজ ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে?'[16]

তারপর তারা হাদীছটির মূল নির্দেশেরই বিরোধিতা করেন। কেননা ঐ হাদীছে আছে, إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ 'তোমাদের কারও জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে ডানে-বাঁয়ে তার ভাইকে সালাম জানাবে- 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।[17]

তারা বলেন, 'ছালাত শেষ করার জন্য সালাম বলার দরকার নেই; বরং ছালাত ভঙ্গ হয় এমন যে কোন কাজ করলেই মুছল্লীর জন্য যথেষ্ট হবে'।

ইমামের ওযূ ছুটে গেলে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করার বৈধতা সম্পর্কে তারা একটি ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতি দেন যে, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ 'আবূবকর (রাঃ) লোকদের ইমামতি করছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাযির হন। তখন আবূবকর (রাঃ) পিছিয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়ে গিয়ে লোকেদের ইমামতি করেন'।[18]

তারপর তারাই আবার হাদীছের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'যে এমন কাজ করবে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে'। দেখুন! তারা নবী (ছাঃ), আবূবকর (রাঃ) ও ছাহাবীদের কাজের ন্যায় যে কাজ করবে তার ছালাত বাতিল করে দিচ্ছেন; আর হাদীছ যা বুঝায় না তাকে দিয়ে তার প্রমাণ দিচ্ছেন, অথচ হাদীছ যা বুঝায় তার উপর আমল বাতিল করে দিচ্ছেন।

তারা বলেন, 'অসুস্থতার জন্য ইমাম ছালাতে বসে ইমামতী করলেও মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে'। কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে, أَنَّهُ خَرَجَ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَائِمًا، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ؛ وَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ- 'নবী (ছাঃ) মসজিদে এসে আবূবকর (রাঃ)-কে লোকদের ছালাতে দাঁড়িয়ে ইমামতী করা অবস্থায় পেলেন। তিনি তখন সামনে গিয়ে বসলেন এবং লোকদের ইমামতী করলেন, আর আবূবকর (রাঃ) পিছিয়ে এলেন'।[19]

তারপর তারা হাদীছের মূলভাষ্যেরই বিরোধিতা করে বলেন, 'পবিত্রতা ভঙ্গের কারণ ব্যতীত ইমাম পিছিয়ে এলে এবং অন্য কেউ এগিয়ে এলে উভয় ইমামের এবং সকল মুক্তাদীর ছালাত বাতিল হয়ে যাবে'।[20]

যে ছায়েম রাত আছে মনে করে খেয়ে নিল এবং পরে প্রকাশ পেল যে, দিন হয়ে গেছে তার ছিয়াম বাতিল হওয়ার প্রমাণ দিতে গিয়ে তারা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ بِلَالًا

---

১২. দুই সিজদার পর সোজা উঠে না দাঁড়িয়ে একটু বসে তারপর ওঠাকে 'আরামের বৈঠক' বলে।-অনুবাদক।

১৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতি বর্ণনায় আবু হুমায়েদ (রাঃ)-এর হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আবূদাঊদ হা/৭৩০, ৭৩৩, ৭৩৪; তিরমিযী হা/৩০৪; ইবনু মাজাহ হা/১০৬১ প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে।

১৪. উক্তিটি কি নবী (ছাঃ)-এর নাকি ইবনু মাসঊদের তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। বিস্তারিত দেখুন : টীকা নং ২, পৃ. ৫০৪।

১৫. বুখারী হা/৯৩০, ৯৩১; মুসলিম হা/৮৭৫।

১৬. মুসলিম হা/৪৩১।

১৭. ঐ।

১৮. বুখারী হা/৬৮৪, ১২০১, ১২১৮, ২৬৯০, ৭১৯০; মুসলিম হা/৪২১।

১৯. বুখারী হা/৬৬৪; মুসলিম হা/৪১৮।

২০. পবিত্রতা ভঙ্গের দরুণ আবূবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসেননি, বরং নবী (ছাঃ)-এর জন্য তিনি পিছিয়ে এসেছিলেন।-অনুবাদক।

يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ 'নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেন, সুতরাং তোমরা খানাপিনা চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ইবনু উম্মে মাকতূম আযান দেন'।[২১]

তারপর তারা হাদীছের নির্দেশনার বিপরীতে গিয়ে বলছেন, 'ফজরের আযান রাতে দেওয়া জায়েয নেই-না রমযানে, না রমযানের বাইরে। তারা আরেক দিক দিয়েও হাদীছটির বিরোধিতা করেছেন। কেননা খোদ হাদীছে আছে, وَكَانَ ابْنُ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ- 'ইবনু উম্মে মাকতূম একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। তাকে 'ভোর হয়ে গেছে, ভোর হয়ে গেছে' না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না'।[২২] অথচ তাদের মতে এ সময়ে খানাপিনা করলে ছিয়াম বাতিল হয়ে যায়।

পায়খানাকালে ক্বিবলাকে সামনে রেখে কিংবা পশ্চাতে রেখে বসা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে তারা দলীল দেন যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا- 'তোমরা পায়খানা ও পেশাবকালে না ক্বিবলামুখী হয়ে বসবে, না কিবলা পশ্চাতে রেখে বসবে'।[২৩]

তারপর তারা হাদীছের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে পেশাব করা জায়েয বলেছেন।[২৪]

তারা 'ই'তিকাফকালে ছিয়াম রাখা শর্ত নয়'-বলে একটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা দলীল দেন। ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ- 'তিনি জাহেলী যামানায় মাসজিদুল হারামে এক রাত ই'তিকাফের মানত করেছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তার ঐ মানত পূরণের আদেশ দিয়েছিলেন'।[২৫]

অথচ ঐ হাদীছ তারা বলে না। কেননা তাদের মতে, কাফেরের মানত সিদ্ধ নয় এবং তার ইসলাম গ্রহণের পর তা পূরণ করাও যরূরী নয়।

তারা রদের[২৬] ক্ষেত্রে একটি হাদীছ দলীল হিসাবে বলেন যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ؛ عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ 'স্ত্রীলোক তিন শ্রেণীর লোকের (সরাসরি) ওয়ারিছ হ'তে পারবে। (১) তার আযাদকৃত দাস-দাসীর। (২) তার পথে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর (যাকে সে পেয়ে লালন-পালন করেছে) এবং (৩) তার গর্ভজাত সেই সন্তানের, যার জন্য সে স্বামীর সাথে লি'আনে[২৭] প্রবৃত্ত হয়েছিল।[২৮]

হাদীছে বর্ণিত কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর সম্পদের ওয়ারিছ প্রাপক স্ত্রীলোকের হওয়ার কথা তারা বলেন না। অথচ ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ও ইসহাক বিন রাহওয়াইহ তার ওয়ারিছ হওয়ার কথা বলেন। আর সেটাই সঠিক।

তারা আত্মীয়দের ওয়ারিছ গণ্য করতে সেই হাদীছকে দলীল গণ্য করেছেন, যাতে আছে, الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ : أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ- 'তোমরা তার জন্য একজন ওয়ারিছ অথবা আত্মীয় তালাশ কর। তারা কাউকে না পাওয়ায় তিনি বললেন, ঐ ওয়ারিছী স্বত্ব বনু খুযা'আর সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তিকে দাও'।[২৯]

কিন্তু তারা হাদীছ অনুযায়ী যে মৃতের কোন ওয়ারিছ নেই তার সম্পদ তার গোত্রের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষকে দেওয়ার পক্ষে মত দেন না।

তারা আমর বিন শু'আইব কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল দেন যে, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে না'। উক্ত হাদীছে আছে, لَا يَرِثُ قَاتِلٌ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ- 'হত্যাকারী ওয়ারিছ হবে না এবং কোন মুমিনকে কাফেরের হত্যার দরুন হত্যা করা যাবে না'।[৩০] তারা হাদীছের প্রথম অংশ মানেন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশ মানেন না।[৩১]

[চলবে]

---

২১. বুখারী হা/৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ১৯১৮; মুসলিম হা/১০৯২।

২২. ঐ।

২৩. বুখারী হা/১৪৪; মুসলিম হা/২৬৪।

২৪. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) পেশাব-পায়খানা কালে ক্বিবলাকে সামনে করে ও ক্বিবলাকে পিছনে রেখে উভয়ভাবে বসা অবৈধ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি খোলা স্থান কিংবা শৌচাগারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। যাদুল মা'আদ ১/৮, ২/৮; তাহযীবুস-সুনান ১/২২, ২৩; মাদারিজুস সালিকীন ২/৩৮৬। শায়খ আলবানী (রহঃ)ও এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ছহীহা হা/২২৩।

২৫. বুখারী হা/২০৩২, ২০৪২, ২০৪৩; মুসলিম হা/১৬৫৬।

২৬. রদ ফারায়েযের একটি বিধান। যাবিল ফুরূযদের অংশ প্রদানের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।-অনুবাদক।

২৭. কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে যেনায় লিপ্ত দেখে, যার প্রতক্ষ্যদর্শী সে নিজেই। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি সাব্যস্ত করার জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। সে কারণে নিজের সঙ্গে অতিরিক্ত তিনজন সাক্ষী সংগ্রহ না করতে পারলে স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু নিজের চোখে দেখার পর এ রকম অসতী স্ত্রী নিয়ে সংসার করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শরী'আতে এর সমাধান দিয়েছে যে, স্বামী আদালতে কাযীর সামনে চারবার আল্লাহর নামে কসম (শপথ) করে বলবে যে, সে তার স্ত্রী উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ায় সত্যবাদী। অথবা স্ত্রীর এই সন্তান বা গর্ভ তার নয়। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, আমি যদি এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হই, তাহ'লে আমার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ হোক। (অনুরূপ স্ত্রীও নিজের উপর লা'নত বা অভিশাপ দেবে। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের এই লা'নত করাকে লি'আন বলা হয় (বিস্তারিত দ্রঃ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩১৬)।-অনুবাদক।

২৮. আবূদাঊদ হা/২৯০৬; তিরমিযী হা/২১১৫; নাসাঈ হা/৬৩৬০, ৬৩৬১; ইবনু মাজাহ হা/২৭৪২; ত্বাহাবী, মুশকিলুল আছার হা/২৭৮০, ৫১৩৬, ৫১৩৭।

২৯. আবূদাঊদ তায়ালিসী হা/১৪৪৩; আবূদাঊদ হা/২৯০৩, ২৯০৪; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/৬৩৯৪, ৬৩৯৫, ৬৩৯৬।

৩০. আবূদাঊদ হা/৪৫৬৪; তাবারানী, আল-আওসাত হা/৮৮৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৭০; তিরমিযী হা/১৪১৩; ইবনু মাজাহ হা/২৬৫৯; ইবনু খুযায়মা হা/২২৮০।

৩১. ইগাছাতুল লাহফান ১/৩৭৩।

আল্লামা আলবানী সম্পর্কে শায়খ শু'আইব আরনাউত্বের সমালোচনার জবাব

মূল (উর্দূ) : শায়খ ইরশাদুল হক আছারী
*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ**

(শেষ কিস্তি)

[ফিক্বহে শায়খ আলবানীর স্থান] :

কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে মাসআলা উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের নাম হ'ল ফিক্বহ। কিতাব ও সুন্নাহ যার মূল বিষয়বস্তু নয়, তিনি ফিক্বহী মাসআলাসমূহ রায় ও ক্বিয়াস দ্বারাই উদ্ভাবন করবেন; হাদীছ থেকে নয়। যখন আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর ইলমে হাদীছে দক্ষতা এবং গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি স্বীকৃতি পেয়েছে, তখন এটা বলা হয় যে, ফিক্বহ তার বিষয় নয়। মূলতঃ এটি সেই কথারই প্রতিধ্বনি যে, মুহাদ্দিছগণ ফিক্বহী জ্ঞান রাখতেন না। ইমাম যাহাবী সেদিকে ইঙ্গিত করে তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে *(২/৬২৮)* বলেন যে, 'আহলে রায় এবং মু'তাযিলা প্রমুখগণ বলে থাকে যে, আহমাদ (বিন হাম্বল) কে? ইবনুল মাদীনী, আবূ যুর'আহ, আবূদাঊদ কে? তারা তো মুহাদ্দিছ। তাদের তো ফিক্বহের জ্ঞান নেই'।

ইমাম ওয়াকী' বিন জার্রাহ বলেছেন যে, একদা ইমাম আবূ হানীফার সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আমাকে বললেন, যদি আপনি হাদীছ লেখা ছেড়ে ফিক্বহের জ্ঞান হাছিল করেন তাহ'লে সেটিই কি উত্তম হবে না? ইমাম ওয়াকী' বললেন, কেন, হাদীছ কি পূর্ণাঙ্গ ফিক্বহ নয়? তখন তিনি বললেন, আচ্ছা বলুন তো একজন নারী গর্ভধারণের দাবী করছে, কিন্তু তার স্বামী তা অস্বীকার করছে; তাহ'লে এর কি সমাধান হবে? ইমাম ওয়াকী' এ ব্যাপারে স্বীয় সনদে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করলেন যে, এমতাবস্থায় রাসূল (ছাঃ) লি'আনের হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা প্রস্থান করলেন। এরপর হ'তে তিনি আমাকে যে রাস্তায় আসতে দেখতেন সে রাস্তা ত্যাগ করে অন্য রাস্তা ধরতেন।[১]

ইমাম ওয়াকী' বরং বলতেন, হে আছহাবুল হাদীছ! যদি তোমরা হাদীছের ফিক্বহ অর্জন কর, তাহ'লে আহলুর রায়গণ তোমাদের উপর বিজয়ী হ'তে পারবে না।[২]

নিঃসন্দেহে যেমনভাবে কেবল ফিক্বহের গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে ফিক্বহী দক্ষতা আসে না, তেমনি স্রেফ হাদীছসমূহ পড়ার মাধ্যমেও ফিক্বহুল হাদীছ তথা হাদীছ বোঝার দক্ষতা অর্জিত হয় না। এজন্যই তো ইমাম ওয়াকী' বলেছেন যে, হে হাদীছ অধ্যয়নকারীরা! গভীর চিন্তা-গবেষণার সাথে কাজ কর। আবূ হানীফা (রহঃ) যা বলেন সে ব্যাপারে তিনি হাদীছের মুখাপেক্ষী। অথচ আমরা তো সে ব্যাপারে হাদীছের একটি অনুচ্ছেদই বর্ণনা করি।[৩]

আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর ফৎওয়াসমগ্র প্রায় ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিতব্য। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি এর চেয়েও বেশী, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শায়খ শু'আইব আলবানী (রহঃ)-এর ফিক্বহী জ্ঞান অস্বীকার করলেও তার সমকালীন অসংখ্য আলেম রয়েছেন যারা তাঁর ফিক্বহী দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তাঁর জীবনীকারগণ তাদের সেসব মতামত উল্লেখ করেছেন।

শায়খ শু'আইব তার উপরোক্ত বক্তব্য আরও বর্ধিত করে বলেছেন যে, 'দেখ! আল্লামা আলবানী ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। আর ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে মাত্র চার প্রকার ফসলে ওশরের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি নারীদের জন্য স্বর্ণালংকার হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এতে তিনি আল্লামা ইবনে হাযম এবং আল্লামা শাওকানীর অনুসরণ করেছেন'।[৪]

উক্ত মাসআলাগুলিতে আলেমদের ইখতিলাফী অবস্থান সম্পর্কে আমরা অত্র নিবন্ধে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি না। আল্লামা আলবানী হৌন বা হাফেয ইবনে হাযম হৌন কিংবা আল্লামা শাওকানী (রহঃ), হাদীছ ও আছার সমূহের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে যদি তারা এই অবস্থান গ্রহণ করেন, তবে আপনি এই অবস্থানকে ইবনু হাযমের যাহেরী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন। এখন প্রশ্ন এই যে, যাহিরীগণ কি আহলে সুন্নাতের বাইরে এবং তাদের মতামত বর্জন করা কি আবশ্যক? মাসিক বাইয়েনাতের ঐ সংখ্যাতেই 'ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিক্বহ চর্চা' শিরোনামে মাওলানা ডক্টর মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম চিশতী ছাহেবের প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ- لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ 'তোমাদের প্রত্যেকেই বনী কুরায়যায় পৌঁছে আছরের ছালাত পড়বে'-এর ভিত্তিতে ছাহাবায়ে কেরাম কি আমল করেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে এভাবে যে, কতিপয় ছাহাবী (রাঃ) রাস্তায় ছালাতের সময়ে ছালাত পড়েছেন। আর কতিপয় বনী কুরায়যায় পৌঁছার পর ছালাত পড়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) উভয় দলের কোনটির ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি।

এই হাদীছটি সম্পর্কে ক্বাযী ইয়ায (রহঃ)-এর মন্তব্য এই যে, 'রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল বনী কুরায়যায় দ্রুত উপস্থিত হওয়া। ছালাতকে দেরী করে পড়া বা তাতে অলসতা বা ত্রুটি করা উদ্দেশ্য ছিল না'। যিনি তাঁর বক্তব্যের মর্ম বুঝেছিলেন তিনি ছালাতের সময় শেষ হওয়ার আশংকায় সময়ের মধ্যেই ছালাত আদায় করেছেন। আর যারা উদ্দেশ্য না বুঝে বাহ্যিক শব্দকে গ্রহণ করেছেন, তারা ছালাতকে দেরী করে পড়েছেন। সেজন্য এই হাদীছে উভয় মতের দলীল মওজূদ আছে। এতে যারা বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করার প্রবক্তা তাদেরও দলীল রয়েছে। আর যারা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও মর্ম মোতাবেক আমলের প্রবক্তা তাদেরও দলীল রয়েছে'।[৫]

** সৈয়দপুর, নীলফামারী।*
১. আল-ফাক্বীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ ২/১৬১।
২. ঐ, ২/১৬২।
৩. ঐ।
৪. মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৭, ৩৮।
৫. ইকমালুল মু'আল্লিম ৬/১১০।

আল্লামা নববী এবং আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) থেকেও হাদীছটির অনুরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সুতরাং হাদীছের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করা এবং অন্যান্য দলীলসমূহের আলোকে বাহ্যিক হুকুমটি বোঝার চেষ্টা করা এ দু'টি পদ্ধতিই ছাহাবীদের থেকে প্রমাণিত এবং এতে আপত্তির কিছু নেই। এতদসত্ত্বেও ইবনে হাযম (রহঃ)-এর অনুসরণে আল্লামা আলবানী (রহঃ) যদি বাহ্যিক দলীলের ভিত্তিতে উক্ত মাসআলাগুলির ভিত্তি স্থাপন করে থাকেন, তাহ'লে এ ব্যাপারে কলমবাজির কি উদ্দেশ্য?

এই কথাটি তো বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু হাফেয ইবনে হাযমকে জিজ্ঞেস করুন তিনি কি বলেন? তাঁর বক্তব্য এই যে, রাসূল (ছাঃ) আছরের ছালাতের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এমনকি সূর্যের আলোর হলুদ বর্ণ ধারণ করার সময় আছরের ছালাত আদায় করাকে মুনাফিকদের আমল বলে আখ্যা দিয়েছেন। এরপরও তিনি বনী কুরায়যার ঘটনাটিতে বলেছেন যে, আছরের ছালাত সেখানে গিয়ে পড়তে হবে। ফলে এমতাবস্থায় একটি জামা'আত প্রথম হুকুমের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; অপর জামা'আতটি পরবর্তী নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। যদি বনী কুরায়যার দিনে আমরা সেখানে থাকতাম, তাহ'লে বনী কুরায়যাতে গিয়েই ছালাত পড়তাম, যদিও অর্ধেক রাত অতিক্রান্ত হয়ে যেত। কেননা এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর পরবর্তী হুকুম ছিল'।[৬]

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এই হাদীছটি বোঝার পন্থা ক্বাযী ইয়ায, আল্লামা নববী এবং আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) থেকে ভিন্নতর। এই ভিন্নধর্মী চিন্তাই ইখতিলাফের কারণ। আর এই চিন্তাটি স্বতন্ত্র কিছু নয়। স্বয়ং ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকেই তা গৃহীত। সুতরাং এখানে আপত্তির কি আছে?

হাদীছ অনুধাবনে ফক্বীহদের মানহাজ :

এই শিরোনামের অধীনে শায়খ শু'আইবের বরাতে যা কিছু বলা হয়েছে এটাও অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ন্যায় যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) ছহীহ হাদীছকে দেখেন। অথচ এই অবকাশ বহু বিষয়ে ঝামেলা সৃষ্টি হওয়ার কারণ। যেমন তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার অনুমতি দেননি। কিন্তু মুজতাহিদ ইমামগণ মূল্য নির্ধারণের প্রবক্তা। আর এই হাদীছটি 'আম মাখছূছ মিনহুল বায' পর্যায়ের। পারস্পরিক লেনদেন পরিবর্তনের অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য। শায়খ মুহাম্মাদ বাখীত 'তাকমিলাতুল মাজমূ' বইয়ে এই মাসআলা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য একত্রিত করেছেন। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহঃ) এমন বিষয়ের দিকে দৃকপাত করেন না। তার নিকটে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা জায়েয নয়।[৭]

৬. আল-ইহকাম ৩/২৮।
৭. মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৩৮ (সংক্ষেপায়িত)।

হতবাক হ'তে হয় যে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই শায়খ শু'আইব কি বলে যাচ্ছেন। আর খামাখা আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর উপর অভিযোগ করছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, তখন মূল্য নির্ধারণ জায়েয না হওয়ার উক্তিও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্য হ'তে কারো মত, নাকি মুজতাহিদ ইমাম স্রেফ তারাই যারা বৈধতার প্রবক্তা?

শায়খ শু'আইবের কি জানা নেই যে, ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ (রহঃ) উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের বৈধতার বিপক্ষে ছিলেন। বরং জমহূরের এটাই মত। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (রহঃ) এর বৈধতার প্রবক্তা ছিলেন। আর হানাফীদের নিকটে তো এটা বাধ্যগত অবস্থায় জায়েয। এমনকি হেদায়ার লেখক লিখেছেন, وَعَجِزَ الْقَاضِيْ عَنْ صِيَانَةِ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنِ إِلَّا بِالتَّسْعِيْرِ، فَحِيْنَئِذٍ لَا بَأْسَ بِهِ بِمَشُوْرَةٍ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصِيْرَةِ، 'যদি বিক্রেতারা প্রকাশ্যে মূল্য বৃদ্ধি করে এবং বিচারক মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণে অপারগ হয়ে যান, মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত কোন উপায় না থাকে তাহ'লে জ্ঞানী-গুণী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণে কোন দোষ নেই'।[৮]

চিন্তা করুন! এমতাবস্থায় এ বৈধতা শুধু 'তাতে কোন অসুবিধা নেই' স্তরে থাকে। মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক ও যরূরী তারাও বলেননি। বরং মূল্য নির্ধারণ না করার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেমনটি আল্লামা শামী রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলেছেন। সেকারণ হানাফী ফিক্বহী গ্রন্থসমূহে সাধারণত وَلَا يُسَعِّرُ اَحَدُكُمْ -এ জাতীয় শব্দ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করা হ'লেও তিনি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করেননি। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চাইতে বড় দয়ালু এবং ক্ষতি ও লোকসান দূর করার চিন্তা কার বেশী হ'তে পারে। এজন্য ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান মূল্য নির্ধারণের প্রবক্তা নন। শায়খ শু'আইবের কাছে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ কি ফক্বীহ, নাকি ফক্বীহ নন?

শায়খ শু'আইবের আধুনিকতা :

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর এ কথাটিও শায়খ শু'আইবের পসন্দ হয়নি যে, 'তিনি (সহশিক্ষায় ছেলে-মেয়েদের) অবাধ মেলামেশা অবৈধ হওয়ার কারণে কোন ছাত্র বা ছাত্রীর পড়াশুনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াকে হারাম বলতেন এবং তিনি এমন কতিপয় জিনিসের দিকে আহ্বানকারী ছিলেন, যা বর্জনে বর্তমানে মানুষদের পসন্দসই কোন ফায়েদা হাছিল হয় না। যেমন দাড়ি ছেড়ে দেওয়া এবং প্যান্ট বর্জন করা ইত্যাদি'।

৮. হেদায়া ৪/৪৫৬. কিতাবুল কারাহিয়াত।

নিন! থলের বিড়াল বেরিয়ে গেল। শায়খ শু'আইবের এই চিন্তাধারা এবং নতুনত্বকে পসন্দ করার বিষয়ে অনুবাদকও চুপ থাকতে পারেননি। শায়খ শু'আইবের এই চিন্তাধারার ব্যাপারে আমরা আমাদের মন্তব্য পেশ করছি না। বরং অনুবাদক এর উপর টীকায় যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। যেমন অনুবাদক লিখেছেন, 'আলোচ্য মাসআলা সম্পর্কে এতটুকু স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া যরূরী যে, ইসলাম গায়ের মাহরাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে অপসন্দ করে। আর এ বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধানের দর্শন একেবারেই স্পষ্ট। এজন্য আধুনিক যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সহশিক্ষা ইসলামী মেযাজের সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই পদ্ধতি অসংখ্য শারঈ, নৈতিক ও সামাজিক অনাসৃষ্টির উদ্গাতা। নিত্যদিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে এর সত্যতা মিলেছে। এরই ভিত্তিতে অধিকাংশ আলেম সর্বদা এর বিরোধিতা করেছেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের উপায়সমূহও বিস্তারিত আকারে লিখিতভাবে এসেছে। যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শর্তযুক্ত বৈধতার সম্ভাবনা সৃষ্টি হ'তে পারে। অবশ্য এই পদ্ধতিকে উৎসাহিত না করা সত্ত্বেও একে অকাট্যভাবে হারামও বলা যায় না। উপরন্তু পোষাক সম্পর্কে ইসলাম যে মূলনীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে তার আমলগত সমন্বয় উম্মতের মধ্যে পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। যেখানে অন্যান্য জাতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন হ'তে বিরত থাকার একটি মৌলিক নীতিগত নির্দেশনা রয়েছে। রইল দাড়ি রাখার বিষয়টি। এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের সাথে আলেমদের দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আর জমহূর আলেম ওয়াজিবের প্রবক্তা। যা হোক, এই মাসআলায় শায়খ আরনাঊত্বের ব্যাখ্যার সাথে পুরোপুরি একমত হওয়া যায় না'।[৯]

শায়খ শু'আইব তার এই আধুনিকতাকে পসন্দ করার ফলে যদি আল্লামা আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে এটা বলেন যে, 'তিনি ইসলামের সামাজিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অনবগত ছিলেন'। তাহ'লে এটা তার মজবুরী। সত্য হ'ল তিনি ইসলামের সামাজিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সিলসিলা ছহীহায় এ সম্পর্কে তার পর্যালোচনা এর প্রকৃষ্ট দলীল।

এর আওতায় এটাও বলা হয়েছে যে, 'আল্লামা আলবানী (রহঃ)-এর প্রচেষ্টা হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীলের অক্ষরে অক্ষরে আনুগত্য করা, যার দ্বারা দাঊদ যাহিরী এবং ইবনে হাযমের স্মৃতি জাগরুক হয়ে গেছে'।[১০]

আমরা প্রথমে বাইয়েনাতের উদ্ধৃতিতেই নিবেদন করে এসেছি যে, দলীলের বাহ্যিক অর্থের ইত্তিবা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হ'তে চলে আসছে। যদি এটি ভর্ৎসনার যোগ্য হয় তাহ'লে সেই ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শায়খ শু'আইবের মতামত কি?

অতঃপর ইমাম দাঊদ যাহিরী হৌন বা আল্লামা ইবনে হাযম, তারা নিষিদ্ধ কোন বস্তু নন; ইসলামের ইমামদের মাঝে তাদেরকে গণনা করা হয়। তাদের কিছু বিচ্ছিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এই প্রকারের বিচ্ছিন্ন উক্তিসমূহ কার থেকে বর্ণিত নেই? ইমাম দাঊদ সম্পর্কে ইমাম ইবনে জারীর ত্ববারী ও ইবনে সুরায়জ বলেছেন, إِذَا أَرَدْتَ الْفِقْهَ، فَكُتُبُ أَصْحَابِ الْفِقْهِ، كَالشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدُ، وَنُظَرَائِهِمَا– 'যদি ফিক্বহের জ্ঞান অর্জন করতে চাও তাহ'লে ফক্বীহদের গ্রন্থ হ'তে তা অর্জন কর। যেমন শাফেঈ, ইমাম দাঊদ এবং এদের সমতুল্য যারা রয়েছেন'।[১১]

ইমামুল হারামাইন অথবা উস্তাদ আবূ ইসহাক্ব ইসফারাইনী যা কিছু বলেছেন, হাফেয যাহাবী (রহঃ) তার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। যা সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে *(১৩/১০৫-১০৬)* দেখা যেতে পারে। ইমাম দাঊদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা শুধু এটা নিবেদন করতে চাই যে, তিনি ইসলামের ইমামদের মধ্যে গণ্য। আর তাকে অনুসরণীয় মাযহাবের কর্ণধার গণ্য করা হয়েছে। হাফেয ইবনে হাযম তাঁরই অনুসরণ করেছেন।

আল্লামা ইয্যুদ্দীন আব্দুল আযীয বিন আব্দুস সালাম (মৃঃ ৬৬০ হিঃ) যিনি মুজতাহিদ ছিলেন-তিনি বলেছেন, 'আমি ইসলামী গ্রন্থসমূহে ইবনে হাযমের আল-মুহাল্লা এবং ইবনে কুদামার আল-মুগনীর অনুরূপ কোন গ্রন্থ দেখিনি'।[১২]

হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেছেন, 'আল্লামা ইয্যুদ্দীন সঠিক কথা বলেছেন। তৃতীয় গ্রন্থ বায়হাক্বীর আস-সুনানুল কুবরা এবং চতুর্থটি হ'ল ইবনে আব্দিল বার্র-এর আত-তামহীদ'। এই উক্তি থেকে আল্লামা ইবনে হাযমের 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

অতঃপর আল্লামা আলবানী (রহঃ) যখন হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী নন তখন যাহিরী মুক্বাল্লিদ কিভাবে হ'লেন? তাঁর দাওয়াত তাক্বলীদের দৃষ্টিকোণ হ'তে নয়, (বরং) কুরআন ও সুন্নাহ্র আনুগত্যের বিষয়ে। শায়খ শু'আইব কি জানেন না যে, আল্লামা আলবানী (রহঃ) গান-বাজনার ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাযমের মত খণ্ডন করেছেন? তাহ'লে যাহিরিয়াত কোথায় গেল? ইবনে হাযম উরু এবং লজ্জাস্থান স্পর্শ করার মাঝে পার্থক্য করতেন না। শায়খ আলবানী (রহঃ) তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।[১৩]

অনুরূপভাবে হাফেয ইবনে হাযম (রহঃ) যদি একটিই কাপড় হয় তবুও দু'কাঁধকে ঢেকে রাখাকে ফরয আখ্যা দিয়েছেন এবং কাঁধ খোলা রাখা অবস্থায় ছালাত আদায় করাকে বাতিল বলেছেন।[১৪] অথচ আল্লামা আলবানী একথা বলে তার প্রতিবাদ করেছেন- وَأَغْرَبَ ابْنُ حَزْمٍ كَعَادَتِهِ فِي التَّمَسُّكِ بِظَاهِرِيَّتِهِ 'ইবনে হাযম তার রীতি অনুযায়ী যাহিরিয়াতকে

---

৯. *মাসিক বাইয়েনাত, পৃঃ ৪০, টীকা দ্রঃ।*
১০. *ঐ।*

১১. *সিয়ার ১৩/১০২, ১০৬।*
১২. *ঐ, ১৮/১৯৩।*
১৩. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৬০।*
১৪. *আল-মুহাল্লা ৪/৭১।*

আঁকড়ে ধরতে গিয়ে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত কথা বলেছেন'।[১৫]

আল্লামা ইবনে হাযম ইমাম ও মুক্তাদী সবার জন্যই ছালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে ফরয বলেছেন।[১৬] পক্ষান্তরে আল্লামা আলবানী (রহঃ) জেহরী ছালাতে মুক্তাদীর জন্য ফাতেহা পাঠ করার অনুমতি দেননি। আল্লামা ইবনে হাযম রুকূ পাওয়া ব্যক্তির রাক'আত পাওয়ার প্রবক্তা নন।[১৭] কিন্তু আল্লামা আলবানী (রহঃ) এর প্রবক্তা ছিলেন।

বলুন! যাহিরিয়াত কোথায় গেল? এজন্য আমরা নিবেদন করছি যে, শায়খ শু'আইব বা তার সমমনাদের আল্লামা আলবানীর উপর 'যাহিরী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার' অপবাদ ভিত্তিহীন। যাহিরী মাযহাব ও দলীলের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল করা দু'টি ভিন্ন বিষয়। দলীলের প্রকাশ্য অর্থের প্রতি আমলের জন্য তিরস্কার করা ঐরূপ, যেভাবে 'বাতেনী' সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ও আহলেহাদীছের উপর আরোপ করে এবং বলে যে, এরা হাকীকত ও তরীকত সম্পর্কে অনবগত। অন্যদিকে হকপন্থীদের বক্তব্য হ'ল, তরীকত ও শরী'আতের মধ্যে পার্থক্য করা নাস্তিক্যবাদের নামান্তর। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন!

এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণাবলীর মাসআলা হোক বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে হোক, বাহ্যিক অর্থ হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বীয় মাযহাবের দৃষ্টিকোণে তাবীল করার পথ গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবে ছিরাতে মুস্তাক্বীম নয়। অবশ্য যদি গ্রহণযোগ্য কোন কারণ যাহিরী অর্থকে গ্রহণ করায় প্রতিবন্ধক হয় তাহ'লে তাবীল করা সঠিক। প্রত্যেক যুগে এই যুক্তিযুক্ত তাবীলকে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিরোধীদের প্রতি কঠোর মনোভাব প্রদর্শন :

আল্লামা আলবানী (রহঃ) সম্পর্কে শায়খ শু'আইবের শেষ অভিযোগ হল, 'বিরোধীদের ব্যাপারে তার অবস্থান সঠিক নয়। তিনি আলেমদের সম্পর্কে কঠিন শব্দ ব্যবহার করতেন এবং সালাফদের মধ্যকার বিতর্কিত মাসআলাতে মুজতাহিদের উপর নিন্দা করতেন। যা لا ينكر المختلف فيه 'মতভেদকৃত বিষয়কে নিন্দা করা যাবে না' মূলনীতি থেকে দূরে থাকার ফল।[১৮]

এই অপবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু বলা প্রয়োজন। বরং এ ব্যাপারে স্বয়ং আলবানী (রহঃ)-এর বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। তিনি যেভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন এবং বন্ধুদের দ্বারা কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, তার কাহিনী অনেক দীর্ঘ। আবার তার বিরোধীরা বরং কতিপয় সমকালীন ব্যক্তি তার ইলম ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর যে ছুরি চালিয়েছেন সে সম্পর্কে তিনি খোদ মাযলূম ছিলেন। তিনি লিখেছেন, فَإِنِّي مَظْلُوْمٌ مِنْ كَثِيْرٍ مِمَّنْ يَدَّعُوْنَ الْعِلْمَ 'যারা আলেম হওয়ার দাবী করেন তাদের অনেকের হাতে আমি অত্যাচারিত'।[১৯]

এজন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যদি তার কলম থেকে কঠিন বাক্য বের হয়ে থাকে তবে اَلْبَادِيْ أَظْلَمُ 'সূচনাকারী আসল অপরাধী' হিসাবে গণ্য হবে। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি যে, প্রত্যুত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে তা উচিৎ হয়নি। ক্ষমা, নম্র ব্যবহার এবং নম্র আচরণই প্রশংসাযোগ্য।

বাকী থাকল সালাফদের মধ্যকার মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে মুজতাহিদগণকে নিন্দা করার বিষয়টি। এটা স্রেফ অপবাদ বৈ কিছুই নয়। আমরা প্রথমে ছিফাতু ছালাতিন নবীর ভূমিকার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করে এসেছি যে, সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে যদি ভুলও হয়ে যায় তবুও তিনি একটি নেকীর হকদার। আফসোসের বিষয় এই যে, এ ধরনের নির্জলা (মিথ্যা) অপবাদের কারণে যদি অন্তর বিষাক্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যে কাঠিন্য এসে যায় তাহ'লে উল্টা অপবাদ লাগানো হয় যে, তিনি তার বিরোধীদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। কবিতা :

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں

'আপনি নিজেই নিজের আচরণের ব্যাপারে একটু চিন্তা করুন'।

শায়খ শু'আইব কি এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন যে, একজন সাক্ষী ও কসমের দ্বারা ফায়ছালা করার যে অবস্থান ইমাম শাফেঈ প্রমুখের রয়েছে, সে সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? যেমন উছূলে ফিক্বহে اَلْأَهْلِيَّةُ مَبْحَثُ-এর অধীনে উল্লেখ রয়েছে যে, অজ্ঞতার একটি প্রকার এই যে, ক্বিয়ামতের দিনও যার কোন ক্ষমা নেই। আর না তার ব্যাপারে এই ওযর শোনা হবে যে, 'আমি এটা জানতাম না'। যেমন নাফরমানদের কুফরী এবং মু'তাযিলাদের ন্যায় গোমরাহ ফিরক্বাসমূহের কবরের আযাব, আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ এবং শাফা'আতের বিষয়গুলিকে অস্বীকার করা। এই প্রকার অজ্ঞতার একটি উদাহরণ এটাও উল্লেখ করা হয়েছে-

كَجَهْلِ الشَّافِعِيِّ فِيْ جَوَازِ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ- فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيْثِ الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَي مَنْ أَنْكَرَ- وَأَوَّلُ مَنْ قَضَي بِهِ مُعَاوِيَةُ-

'যেমন শাফেঈর এই অজ্ঞতা যে, তিনি একজন সাক্ষী এবং একজন বাদীর কসমের উপর (ভিত্তি করে) ফায়ছালা দেওয়ার ফৎওয়া দিয়েছেন। কেননা এই ফৎওয়াটি প্রসিদ্ধ হাদীছের বিরোধী। আর সেটা এই যে, 'বাদীকে প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং অস্বীকারকারীকে ক্বসম করতে হবে। সর্বপ্রথম

১৫. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৬৩।
১৬. আল-মুহাল্লা ৩/২৩৬।
১৭. ঐ, ৩/২৪৩।
১৮. মাসিক বাইয়েনাত পৃঃ ৪০, ৪১।
১৯. যঈফা ১/২৯।

মু'আবিয়া এই ফায়ছালা প্রদান করেছিলেন'।[২০]

জী জনাব! এই ফিক্বহী মতভেদপূর্ণ মাসআলায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে এমন অজ্ঞতার দোষে অভিযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয়েছে যার ক্ষমা ক্বিয়ামত দিবসেও হবে না। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, নূরুল আনওয়ারের লেখক মোল্লাজিউন নামে পরিচিত শায়খ আহমাদ অজ্ঞতার এই উদাহরণটি উল্লেখ করে এটাও খোলাছা করেছেন যে, وقد نقل كل هذا علي نحو ما قال أسلافنا وان كنا لم نجتر عليه– 'আমরা ঐসবই বর্ণনা করেছি যা আমাদের পূর্বসূরীগণ বলেছেন। নতুবা আমরা এসব বলার সাহস করতাম না'।

আর এটা তিনি বাস্তবেই সঠিক বলেছেন। কেননা অজ্ঞতার এসব উদাহরণ উছূলে বাযদূবী সহ অন্যান্য উছূলে ফিক্বহের প্রায় সকল গ্রন্থেই রয়েছে। আত-তাওযীহ গ্রন্থের বাক্যগুলি নিম্নরূপ-

وذكر في المبسوط ان القضاء بشاهد ويمين بدعة واول من قضى به معاوية–

'আল-মাবসূত্ব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একজন সাক্ষী এবং বিবাদীর কসম দ্বারা ফায়ছালা করা বিদ'আত। আর সর্বপ্রথম মু'আবিয়া এই ফায়ছালা করেছিলেন'।[২১]

অথচ এই ফায়ছালা শুধু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) প্রদান করেছেন তা নয়। আল্লামা নববী (রহঃ) বলেছেন, 'ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং তাঁদের পরের অনেক শহরের জমহূর আলেমের ফায়ছালা এটাই'।[২২]

আর তাঁরা কারা? তারা হ'লেন হযরত আবূবকর ছিদ্দীক্ব, হযরত আলী, ওমর বিন আব্দুল আযীয, মালেক, শাফেঈ, মদীনার ফক্বীহগণ। এমনকি সমগ্র হিজাযের আলেমগণ *(ঐ)*।

এখানে এই মাসআলাটি বিশ্লেষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। স্রেফ এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, সালাফদের মধ্যকার এই ইখতিলাফী ফিক্বহী মাসআলায় মুজতাহিদগণের উপর 'জাহালাত' (অজ্ঞতা)-এর কৌতুক করার সাহস কারা করেছিল? আল্লামা আলবানী তো এই ধরনের 'দুঃসাহস' করার পাপ করেননি। কিন্তু তারপরও আল্লামা আলবানীর উপরই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে! *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন*।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছালাতে তাশাহহুদে আঙ্গুল নাড়ানো সম্পর্কে কি ফৎওয়া প্রদান করা হচ্ছিল? এটাও কি মতভেদপূর্ণ মাসআলা, নাকি তা নয়? আমাদের সামনে এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এখানে সবগুলো আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। শুধু নিজের চেহারা দেখা উদ্দেশ্য। কাঁচের মহল থেকে কারো উপর পাথর বর্ষণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে যথাযথভাবে হক প্রদর্শন করুন এবং তার অনুসরণের তাওফীক দিন। আর আমাদেরকে বাতিলকে বাতিলরূপে দেখান এবং তা থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ দিন।- আমীন!!

(সাপ্তাহিক ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩৯-৪৩, ২০১৪ইং)

---

২০. নূরুল আনওয়ার, ছাপা : ১৯৫৩ইং, পৃঃ ৩১০।
২১. আত-তাওযীহ মা'আত তাওশীহ, পৃঃ ৪৭৭।
২২. শরহে মুসলিম ২/৭৪।

আহলেহাদীছ মসজিদ দখলের নায়কদের প্রতিহত করুন!

-প্রশাসনের প্রতি আমীরে জামা'আত

গত ২২ শে মে, ৫ই রামাযান থেকে সিলেটের মসজিদে তাক্বওয়া ও কিউসেট আহলেহাদীছ জামে মসজিদ দখলের উদ্দেশ্যে ওলামা পরিষদের ব্যানারে যে আগ্রাসী অপতৎপরতা শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহাতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, যারা আহলেহাদীছের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চান, তারা সংবিধানের ৪১ ধারা লঙ্ঘন করছেন। তাদেরকে দ্রুত প্রতিহত করে সমাজে শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য তিনি প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

জামে মসজিদ নির্মাণের কাজে সাহায্যের আবেদন

সম্মানিত সুধী!

আসসালামু 'আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

লালমণিরহাট শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২০ শতক জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মূল্য ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা। এত টাকা যোগাড় করা মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য অতীব দুরূহ ব্যাপার। তাই দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি সাধ্যমত দান করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

সার্বিক যোগাযোগ

মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন, লালমণিরহাট
মোবাইল-০১৭৭৪-১৬২৬১০।

টাকা পাঠানোর হিসাব নং

লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ইসলামী ব্যাংক, লালমণিরহাট শাখা, সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০২৫৩০২০২০১৫৬১২।
বিকাশ-০১৮৫১-৮৩৯২২২, ডাচবাংলা ০১৮৫১-৮৩৯২২২২।

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৫ম কিস্তি)

আহাদ হাদীছ আক্বীদা ও আহকাম উভয় ক্ষেত্রেই হুজ্জত :

যারা বলে থাকে যে, আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না, তারাই আবার একই সময়ে বলে, শারঈ বিধানসমূহ আহাদ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। এমন দাবীর মাধ্যমে তারা আক্বীদা ও আহকামের মাঝে পার্থক্য করেছে। এই পার্থক্য কি কিতাব ও সুন্নাতের উপরোক্ত দলীল সমূহে আপনি পেয়েছেন? কখনো না; হাযার বার নয়। বরং সুন্নাহ সাধারণভাবে আক্বীদাকেও শামিল করে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ইত্তেবাকেও ওয়াজিব করে। কেননা নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখিত বা নির্দেশের আওতাভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন, তাঁর অবাধ্য হ'তে নিষেধ করেছেন, তাঁর বিরোধিতা করা হ'তে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি ঐ সকল মুমিনের প্রশংসা করেছেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ফায়ছালার জন্য আহ্বান করা হ'লে তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মানলাম'। এগুলি সবই আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও ইত্তেবা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ 'রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

এখানে ما 'আম' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যাপকতা বুঝায়। আপনি যদি তাদেরকে দলীল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যারা বলে যে, আহাদ হাদীছ দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করা ওয়াজিব, তাহ'লে তারাও পূর্বোল্লেখিত আয়াত ও অন্যান্য কিছু আয়াত দিয়েই দলীল পেশ করবে, সংক্ষিপ্ততার প্রতি খেয়াল রেখে যেগুলি আমরা উল্লেখ করিনি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তার 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে সেগুলিকে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী ব্যক্তিরা তা অধ্যয়ন করতে পারে। কিসে তাদেরকে আক্বীদার ক্ষেত্রে খবরে আহাদ গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে পার্থক্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল? অথচ আক্বীদাও আয়াতসমূহের 'আম' হুকুমের আওতাভুক্ত। নিশ্চয়ই সেগুলিকে আক্বীদা ব্যতীত কেবল আহকামের সাথে 'খাছ' করা মুখাছছিছ (খাছকারী) বিহীন খাছ করার নামান্তর, যা নিঃসন্দেহে বাতিল। আর যার কারণে কোন কিছু বাতিল হয় সেটিও বাতিল।

একটি সংশয় ও তার জবাব :

প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের মাঝে একটি সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে তা তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়। তা হ'ল আহাদ হাদীছ কেবল ধারণার ফায়েদা দেয়। এটা দ্বারা অবশ্য তারা প্রবল ধারণা বুঝিয়ে থাকেন। আর প্রবল ধারণা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। কিন্তু তাদের নিকট গায়েবী বিষয়, আমলগত বিষয় সমূহে তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর আক্বীদা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আমরা যদি তর্কের খাতিরে তাদের দাবী 'আহাদ হাদীছ কেবল ধারণার ফায়েদা দেয়' মেনেও নেই তবে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই; তোমরা এই পার্থক্য কোথায় পেলে? আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা জায়েয নেই মর্মে তোমাদের দলীল কোথায়?

সমসাময়িক কিছু লোককে আমরা দেখি, এ ব্যাপারে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণীগুলিকে তাদের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ 'তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং যা তাদের মনে আসে তাই করে' *(নাজম ৫৩/২৩)*। তিনি আরোও বলেন, إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 'আর সত্যের মুকাবিলায় ধারণার কোন মূল্য নেই' *(নাজম ৫৩/২৮)*। ইত্যাদি বিভিন্ন আয়াত যেখানে ধারণার অনুসরণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে তিরস্কার করেছেন।

ঐ সকল দলীল গ্রহণকারীরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এই আয়াতগুলিতে ধারণা বলতে প্রবল ধারণা উদ্দেশ্য নয়, যা খবরে ওয়াহেদ দিয়ে থাকে এবং তা গ্রহণ করা সকলের মতে ওয়াজিব। বরং এখানে ধারণা বলতে সন্দেহ ও সংশয় উদ্দেশ্য। 'আন-নিহায়া' ও 'লিসানুল আরব' সহ অন্যান্য অভিধানগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلظَّنُّ اَلشَّكُّ يَعْرِضُ لَكَ فِي الشَّيْءِ فَتُحَقِّقُهُ وَتَحْكُمُ بِهِ- 'ধারণা হ'ল সন্দেহ, যা কোন বিষয়ে তোমার মাঝে উদিত হয় অতঃপর তুমি তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাক'। এটি সেই ধারণা যার কারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে তিরস্কার করেছেন। এর স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ 'তারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা কেবল কল্পনাপ্রসূত কথা বলে' *(ইউনুস ১০/৬৬)*। তিনি এখানে কল্পনাকে কেবল আন্দায ও অনুমান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এই আয়াতগুলিতে ধারণা দ্বারা যদি প্রবল ও প্রাধান্যযোগ্য ধারণা বুঝানো হ'ত যেমন দাবী করেছে ঐ সমস্ত দলীল গ্রহণকারীরা, তাহ'লে তা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রেও দলীল

* *লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

গ্রহণ করা জায়েয হ'ত না দু'টি কারণে। ১. আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন কল্পনাকে চরমভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি আহকাম ব্যতীত কেবল আক্বীদার ক্ষেত্রেও তা 'খাছ' করেননি। ২. আল্লাহ তা'আলা কিছু আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি মুশরিকদের যে কল্পনাকে তিরস্কার করেছেন তা দ্বারা আহকামও উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট বাণী শুনুন, سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا 'সত্বর মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহ'লে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা করত' (আন'আম ৬/১৪৮)। এটি হ'ল আক্বীদা-বিশ্বাস।

وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ 'এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম' (আন'আম ৬/১৪৮)। এটি হুকুম। মহান আল্লাহ আরো বলেন, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوْا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُوْنَ-

'এভাবেই তাদের পূর্বসুরীরা মিথ্যারোপ করত। অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি আস্বাদন করেছে। বল, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদের দেখাতে পার? বস্তুতঃ তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ কর এবং তোমরা কেবল অনুমানভিত্তিক কথা বল' *(আন'আম ৬/১৪৮)*। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী এটাকে ব্যাখ্যা করে।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ-

'তুমি বল! নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

পূর্বের আয়াতগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ধারণা গ্রহণ করা জায়েয নয় সেটি হ'ল শাব্দিক অর্থে ধারণা যা আন্দায, অনুমান ও না জেনে কথা বলার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমন ধারণা দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে হুকুম গ্রহণ করা যেমন নাজায়েয, তেমনি আক্বীদার ক্ষেত্রেও হারাম। এতদুভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহ'লে আমরা আগের মতই বলতে পারি যে, পূর্বোল্লেখিত যে সকল আয়াত ও আহাদ হাদীছ আহকামের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা ওয়াজিব অনুরূপভাবে তা 'আম' ও ব্যাপক অর্থে আক্বীদার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাও ওয়াজিব। সত্য কথা হ'ল আহাদ হাদীছ দ্বারা হুকুম গ্রহণের ক্ষেত্রে আক্বীদা ও আহকামের মাঝে পার্থক্য করা ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট একটি দর্শন সালাফে ছালেহীন ও চার ইমাম বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলিম যাদের তাক্বলীদ করেন তারাও জানতেন না।

'আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না' শীর্ষক আক্বীদার ভিত্তি হ'ল তাদের অনুমান ও কল্পনা :

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল আজকাল অনেক বিবেকবান মুসলিম এই বাক্যগুলি শুনে থাকেন যা অনেক আলোচক ও লেখক বার বার পুনরাবৃত্তি করেন। এমন কথা তখনি বলা সম্ভব যখন হাদীছকে সত্যায়ন করার ব্যাপারে তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। হাদীছ যদি মুহাদ্দিছগণের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রেও প্রমাণিত হয়, তবুও তারা এসব কথা বলেন। যেমন শেষ যামানায় ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ বিষয়ক হাদীছ। তখন ওরা একটি কথা বলেই এই বিষয়টিকে আড়াল করার চেষ্টা করে তা হ'ল حَدِيْثُ الْآحَادِ لَا تَثْبُتُ بِهِ عَقِيْدَةٌ- 'আহাদ হাদীছ দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না'! আশ্চর্যের বিষয় হ'ল তাদের এমন কথা স্বয়ং আক্বীদা। এই কথা আমি যাদের সাথে এই মাসআলাটি নিয়ে বিতর্ক করেছিলাম তাদেরকেও বলেছিলাম। সে কারণে এমন কথার বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে অকাট্য দলীল উপস্থিত করা তাদের ওপর আবশ্যক। তা যদি না করতে পারে তাহ'লে তারাই স্ববিরোধী কথা বলে থাকে বলে প্রমাণিত হবে। আফসোস! শুধু দাবী ব্যতীত তাদের কোন দলীল নেই। আর এমন দলীল আহকামের ক্ষেত্রেও প্রত্যাখ্যাত। তাহ'লে আক্বীদার ক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণীয় হ'তে পারে? অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ প্রবল ধারণার ফায়েদা দেয় একথা বলা থেকে পলায়ন করে এর চেয়ে নিকৃষ্ট কিছুর মাঝে পতিত হয়েছে, তা হ'ল আহাদ হাদীছ দুর্বল ধারণার ফায়েদা দেয় দাবী করা! فَاعْتَبِرُوْا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ 'হে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ হাছিল কর' (হাশর ৫৯/২)।

এমন কাজ তারা করেছে কিতাব ও সুন্নাহ্র জ্ঞান হ'তে দূরে থাকা, সরাসরি এ দু'টির আলোয় সুপথ না পাওয়া এবং এ দু'টিকে বাদ দিয়ে মানুষের রায় ও ক্বিয়াস নিয়ে মশগূল থাকার কারণে।

আক্বীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছগ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণসমূহ :

পূর্বোল্লেখিত প্রমাণগুলি ছাড়াও আরোও অনেক 'খাছ' দলীল রয়েছে যা আক্বীদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ হাদীছকে গ্রহণ করা ওয়াজিব প্রমাণ করে। তন্মধ্যে কিছুটা এখানে উল্লেখ করা ও দলীল গ্রহণ পদ্ধতি বর্ণনা করা আমরা যরূরী মনে করছি।

প্রথম দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِيْ الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ-

'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন

করে যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনেদরকে উৎসাহিত করেছেন এ মর্মে যে, তাদের মধ্যে একদল লোক যেন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে দ্বীন শিখে ও জ্ঞানার্জন করে। নিঃসন্দেহে এটা দ্বারা কেবল আহকাম ও শাখা-প্রশাখার জ্ঞান উদ্দেশ্য নয়। বরং এর চেয়েও ব্যাপক। এমনকি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যক হ'ল শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে শুরু করা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আক্বীদা আহকামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই এক শ্রেণীর দাবীদার বলে থাকে 'আহাদ হাদীছ' দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত হয় না। ফলে এই আয়াতটি তাদের দাবীকে বাতিল প্রমাণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে যেমন আক্বীদা ও আহকামের জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তেমনি তারা যে আক্বীদা ও আহকামের জ্ঞান অর্জন করবে তা দ্বারা স্বজাতির নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করতেও উৎসাহিত করেছেন।

'ত্বায়েফা' (الطائفة) বলতে আরবী ভাষায় এক ও এর অধিক সংখ্যাকে বুঝায়। সুতরাং 'আহাদ হাদীছ' দ্বারা যদি আক্বীদা ও আহকাম সাব্যস্ত না হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা একদল মুমিনকে আমভাবে দ্বীনের প্রচার করার প্রতিও উৎসাহিত করতেন না। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেন, لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ 'যাতে তারা সাবধান হয়'। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইলম অর্জিত হয় অন্য দলকে সতর্ক করার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শারঈ ও সৃষ্টিগত সম্পর্কিত আয়াত সমূহে বলেন, {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ} {لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُوْنَ} {لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ} 'যাতে তারা চিন্তা ও গবেষণা করে' 'যাতে তারা উপলব্ধি করে' 'যাতে তারা সুপথ পায়'। সুতরাং আয়াতটির স্পষ্ট বক্তব্য হ'ল দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ আক্বীদা ও আহকাম উভয় বিষয়েই হুজ্জত বা দলীল।

দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'অর্থাৎ তার অনুসরণ কর না, সে অনুযায়ী আমল কর না। জ্ঞাতব্য যে, ছাহাবীগণের যুগ হ'তে মুসলমানগণ আহাদ হাদীছ অনুসরণ করে আসছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করে আসছেন, তা দ্বারা গায়েবী ও আক্বীদাগত বিষয়সমূহ যেমন সৃষ্টির সূচনা, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ ও আল্লাহ্র ছিফাতসমূহ সাব্যস্ত করেন। যদি তা ইলমের উপকার নাই দিত এবং আক্বীদা সাব্যস্ত নাই করত তাহ'লে ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ, তাবে তাবেঈগণ ও ইসলামের সকল ইমামগণ যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই তারা কি তার অনুসরণ করেছেন?[১] আর এমন কথা কোন মুসলিম বলতে পারে না।

তৃতীয় দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا 'হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

অন্য ক্বিরাআতে فَتَثَبَّتُوْا এসেছে। এটা দ্বারা বুঝা যায় যদি ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহ'লে তা দ্বারা হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে তা যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক নয়। বরং তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করা হবে। এজন্য ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'এটা দ্বারা খবরে ওয়াহেদকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা বুঝায়। তা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি তার দেওয়া খবর ইলমের ফায়েদা নাই দিত তাহ'লে তিনি অবশ্যই তা নিশ্চিত হ'তে নির্দেশ দিতেন, যাতে ইল্‌মের ফায়েদা দেয়। তাছাড়া সালাফে ছালেহীন ও ইসলামের ইমামগণ আজও বলে আসছেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরূপ বলেছেন, তিনি এরূপ করেছেন, এরূপ আদেশ করেছেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করেছেন...। এটা তাদের কথার মাধ্যমেই আবশ্যিকভাবে জানা যায়। ছহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) কয়েক জায়গায় বলেছেন, ছাহাবীগণের হাদীছে তাদের কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন'। অথচ তিনি এটা অন্য কোন ছাহাবীর নিকট হ'তে শুনেছেন। এটা দ্বারা যিনি বলেছেন তার স্বপক্ষে সাক্ষী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্বোধনকৃত কথা বা কর্মের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। যদি একজন ব্যক্তির হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়েদা হাছিল না হ'ত, তাহ'লে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদানকারী রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে ইল্‌মবিহীন সাক্ষ্যদাতা হিসাবে গণ্য হ'ত!'[২]

চতুর্থ দলীল : নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের সুন্নাত খবরে আহাদ দ্বারা দলীল গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে :

আমলগত সুন্নাত যার ওপর নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশাতে এবং ছাহাবীগণ তাঁর জীবদ্দশাতে এবং তাঁর মৃত্যুর পরও আমল করেছেন তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত দলীল। এ বিষয়ে আমরা যে সকল ছহীহ হাদীছ অবগত হয়েছি তার কিছু এখানে উল্লেখ করছি :

ইমাম বুখারী (৮/১৩২) তাঁর ছহীহ গ্রন্থে বলেছেন,

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} فلو

১. মুখতাছারুত ছাওয়াঈক্ব ২/৩৯৬

২. ই'লাম ২/৩৯৪।

اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة-

'অনুচ্ছেদ : আযান, ছালাত, ছওম, ফারায়েয ও আহকাম বিষয়ে একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণ জায়েয হওয়া সম্পর্কে যা এসেছে'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। একজনকেও ত্বায়েফা বলে নামকরণ করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়' *(হুজুরাত ৪৯/৯)*। সুতরাং যদি দু'জন লোক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহ'লে তারাও নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থের আওতায় পড়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি কোন ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা সেটা যাচাই কর' *(হুজুরাত ৪৯/৬)*। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর আমীর-ওমারাকে বিভিন্ন এলাকায় এক এক করে কিভাবে পাঠাতেন? তাদের কারো যদি ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত তাহ'লে তিনি সুন্নাতের দিকে ফিরে যেতেন'।[৩]

অতঃপর ইমাম বুখারী অনুচ্ছেদ রচনার পর এমন কিছু হাদীছ উল্লেখ করেছেন যেগুলি খবরে ওয়াহেদ জায়েয হওয়ার দলীল সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য হ'ল তা দ্বারা আমল করা ও বলা জায়েয তা প্রমাণ করা। তন্মধ্যে আমি কিছু হাদীছ এখানে উল্লেখ করছি,

এক : মালিক বিন হুওয়ায়রেছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন আমরা সমবয়সী যুবক ছিলাম। তাঁর নিকট আমরা বিশ রাত থাকলাম। আর রাসূল (ছাঃ) ছিলেন দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা পরিবারের প্রতি আসক্ত ও ব্যাকুল, তখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছি? আমরা সে বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও, তাদের মাঝেই থাক, তাদেরকে শিক্ষা দাও, তাদেরকে নির্দেশ কর এবং আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর'।[৪]

রাসূল (ছাঃ) ঐ যুবকদের প্রত্যেককেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা প্রত্যেকেই যেন তাদের পরিবারের লোকজনকে শিক্ষা দেয়। আর শিক্ষা আক্বীদাকেও শামিল করে। বরং আক্বীদায় শিক্ষা সর্বপ্রথম উমূমের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি একজন নবীর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল সাব্যস্ত না হ'ত, তাহ'লে উক্ত নির্দেশের কোন অর্থই থাকত না।

দুই : আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمْنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ : هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ 'ইয়েমেনবাসী আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাদের নিকট একজন লোক প্রেরণ করুন, যিনি আমাদেরকে সুন্নাত ও ইসলাম শিক্ষা দিবেন। তিনি বলেন, 'তিনি আবূ ওবায়দার হাত ধরে বললেন, 'সে এই উম্মতের আমীন'।[৫]

আমি (আলবানী) বলছি, 'খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যদি হুজ্জত কায়েম না হ'ত, তাহ'লে তিনি তাদের নিকট আবু ওবায়দাকে একাই পাঠাতেন না। অনুরূপ তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ইয়েমেনবাসীদের নিকট অনেক ছাহাবী প্রেরণ করেছেন এবং বিভিন্ন নগরীতে অন্যান্য ছাহাবীগণকেও পাঠাতেন। যেমন আলী বিন আবু তালিব, মু'আয বিন জাবাল, আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ), যাদের হাদীছগুলি ছহীহায়েন তথা বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে যাদের নিকট প্রেরণ করা হ'ত তারা তাদেরকে যেসব বিষয় শিক্ষা দিতেন তার মধ্যে আক্বীদাও ছিল। তাদেরকে প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের ওপর যদি হুজ্জত কায়েম না হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে এককভাবে পাঠাতেন না। কেননা তা হ'ত অহেতুক কাজ, যা থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সম্পূর্ণ মুক্ত। এটাই ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর 'আর-রিসালা'য় *(পৃঃ ৪১২)* উল্লেখিত কথার অর্থ। তিনি বলেন, 'তিনি কাউকে কোন নির্দেশ দিয়ে পাঠালে যাকে পাঠাচ্ছেন তার জন্য এবং যাদের নিকট পাঠাচ্ছেন তাদের ওপর আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে তার দেয়া খবর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা হুজ্জত হিসাবে ক্বায়েম হ'ত। তিনি পারতেন তাদের নিকট এমন কাউকে পাঠাতে যে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারত অথবা কিছুসংখ্যক লোককে পাঠাতে পারতেন। অথচ তিনি এমন একজনকেই পাঠাতেন যাকে তারা সত্যবাদী হিসাবে চিনত'।

[চলবে]

৩. হাদীছ নং ১৩২।

৪. বুখারী হা/৭২৪৬।

৫. মুসলিম হা/২৪১৯; ইমাম বুখারী হাদীছটিক সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায়

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষের ভিতরে-বাইরে, শয়নে-স্বপনে, দিবা-নিশি সর্বাবস্থায় পথভ্রষ্ট করার সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে সফলতা অর্জন করে। আদম (আঃ)-কে সিজদা না করায় মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইবলীসের প্রতি ছিল চরম অভিশাপ। যার ফলশ্রুতিতে ইবলীস বা শয়তানের মানব জাতির সাথে চির শত্রুতা।

জাত বা বংশ : শয়তান মানুষ ও জিন উভয় শ্রেণীভুক্ত। তবে নেতা বা মূল সরদার হ'ল ইবলীস।[১] মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ 'এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়' *(আন'আম ৬/১১২)*। ইবলীস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। আদম (আঃ)-কে সিজদার আদেশ এই ইবলীসই অমান্য করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ 'তোমরা সিজদা কর আদমকে। তখন তারা সবাই সিজদা করেছিল, ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে সে তার প্রভুর আদেশ অমান্য করল' *(কাহফ ১৮/৫০)*। এতে বুঝা যায় শয়তান জিন জাতের অন্তর্ভুক্ত।

আকার-আকৃতি : এদের নির্দিষ্ট কোন আকার-আকৃতি নেই। প্রয়োজন মোতাবেক স্বেচ্ছায় নিজেদের আকার পরিবর্তন করতে পারে। শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর আকার ধারণ করতে পারে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِيْ صُورَتِيْ- 'যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না'।[২]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেকে মনে করে শয়তান লম্বা শিং, বিশাল দেহ, উজ্জ্বল অগ্নিঝরা দু'টি চোখ, লম্বা লেজ বিশিষ্ট এক প্রাণী। কিন্তু এর কোন দলীল প্রমাণ নেই'।[৩] তবে বিভিন্নভাবে শয়তানের আকার-আকৃতি বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

শয়তানের শিং :

উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামনের দিকে লক্ষ্য করে বলেন, ... 'বেদুঈনদের মধ্যে যারা উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় না, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি বের হয় তা হ'ল রাবী'আহ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের মাঝে'।[৪]

আমর ইবনু আনবাসা আস-সুলামী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং ঐ সময় কাফেররা শয়তানের পুঁজা করে'।[৫]

বকরীর আকৃতি :

আনাস বিন মালেক হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ 'তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়াও। এক কাতার অপর কাতারের নিকটে কর এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে ছালাতের কাতারের মধ্যে বকরীর ন্যায় প্রবেশ করতে দেখেছি'।[৬]

কাল কুকুরের আকৃতি :

আবূ যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ 'কাল কুকুর হ'ল শয়তান'।[৭]

শয়তানের মাথা :

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (যে কূপে রাসূলের জন্য যাদু করা হয়) সে কূপের পানি মেহেদীর পানির মত (লাল) এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত'।[৮]

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ 'এটি এমন বৃক্ষ, যা উদ্গত হয়েছে জাহান্নামের তলদেশ থেকে। এর কলিগুলো যেন শয়তানের মাথা' *(ছাফ্ফাত ৩৭/৬৪-৬৫)*। মূলতঃ এটা জাহান্নামী ব্যক্তিদের খাবার হিসাবে প্রস্তুত রাখা যাক্কুম গাছ। যার মাথা শয়তানের মাথার মত।

শয়তান সৃষ্টির উপাদান :

শয়তান তথা ইবলীস সৃষ্টির উপাদান হিসাবে আল্লাহ তা'আলা আগুনের কথা উল্লেখ করে বলেন, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

** সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. ইগাছাতুল লাহফান ফী মাছায়িদিশ শাইত্বান ১/৮।
২. বুখারী হা/১১০; মুসলিম হা/২২৬৬।
৩. ইগাছাতুল লাহফান ফী মাছায়িদিশ শাইত্বান ১/৮।
৪. বুখারী হা/৩৩০২।
৫. মুসলিম, আবু দাউদ হা/১২৭৭।
৬. আবূদাউদ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১০৯৩, সনদ ছহীহ।
৭. মুসলিম হা/৫১০; আবূদাউদ হা/৭০২; তিরমিযী হা/৩৩৮; নাসাঈ হা/৭৫০।
৮. বুখারী হা/৫৭৬৩; মুসলিম হা/২১৮৯।

أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ– ‘আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোমাকে নির্দেশ দিলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে বাধা দিল যে তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে’ *(আ'রাফ ৭/১২)*। তিনি আরো বলেন, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ‘এর পূর্বে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি অগ্নিশিখা হ'তে’ *(হিজর ১৫/২৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارٍ ‘এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হ'তে’ *(আর-রহমান ৫৫/১৫)*।

বাসস্থান :

জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছি তিনি বলেন, নিশ্চয়ই ইবলীসের আসন সমুদ্রের উপরে স্থাপিত, সে লোকদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করার জন্য তার বাহিনী প্রেরণ করে। শয়তানের নিকট সর্বাধিক বড় সেই, যে সর্বাধিক ফিৎনা সৃষ্টিকারী’।[৯]

শয়তানের মূল আবাসস্থল সমুদ্রে। এছাড়াও তার কিছু থাকার জায়গা রয়েছে। যেমন মানুষের নাকের ছিদ্রে থাকে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِه، ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুম হ'তে উঠে এবং অযূ করে তখন তার উচিৎ নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে’।[১০]

শয়তানের আড্ডাখানা :

বারা বিন আযেব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلُّوْا فِيْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল উটের আস্তাবলে ছালাত আদায় করা সম্পর্কে। তিনি সেখানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেন। কেননা তা শয়তানের আড্ডাখানা’।[১১]

সালমান ফারসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ، أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَه– ‘তোমার যদি সম্ভব হয় তবে প্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কারণ বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল। সেখানে সে স্বীয় ঝাণ্ডা গাড়ে’।[১২]

সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ আল-মাকবুরী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে ছালাত রত অবস্থায় মাথার উপরাংশে চুল বাধার খোঁপা দেখে তার খোঁপা খুলে দেন। এতে তিনি রাগান্বিত হ'লে আবু রাফে‘ বলেন,

لَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِيْ مَغْرَزَ ضَفْرِه–

‘রাগান্বিত হবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি এটা শয়তানের আসন। অর্থাৎ পুরুষের মাথার উপরিভাগে চুলের খোঁপা বাধলে তা শয়তানের আড্ডাখানায় পরিণত হয়।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বিছানা প্রসঙ্গে বলেন, একটি বিছানা নিজের জন্য, অপরটি স্ত্রীর জন্য, আরো একটি মেহমানদের জন্য হওয়া দরকার। আর চতুর্থ বিছানাটি শয়তানের জন্য’।[১৪] অতএব বুঝা যায়, অতিরিক্ত বিছানায় শয়তানের থাকার সুযোগ হয়।

শয়তানের ক্ষমতা :

যখন ইবলীস আদম (আঃ)-কে সিজদা না করার কারণে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়ে গেল তখন সে বলল,

أَنْظِرْنِيْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ–

‘আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হ'ল। সে বলল, যে আদমের প্রতি অহংকারের কারণে আপনি আমার মধ্যে পথভ্রষ্টতার সঞ্চার করেছেন, সেই আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্য আমি অবশ্যই আপনার সরল পথের উপর বসে থাকব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে সবদিক থেকে। আর তখন আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’ *(আ'রাফ ৭/১৪-১৭)*।

অবশেষে শয়তানকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, সে বনী আদমের শিরায় প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ،

৯. *মুসলিম হা/২৮১৩।*
১০. *বুখারী হা/৩২৯৫; মুসলিম হা/২৩৮।*
১১. *আবু দাঊদ হা/১৮৪; ইরওয়া হা/১৭৬।*
১২. *মুসলিম হা/২৪৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৫১।*
১৩. *আবুদাঊদ হা/৬৪৬; ছহীহাহ হা/২৩৮৬।*
১৪. *আবু দাঊদ হা/৪১৪২, সনদ ছহীহ।*

'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন স্ত্রীর নিকট তোমরা প্রবেশ কর না। কেননা শয়তান তোমাদের রক্তনালীতে চলমান রয়েছে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও? তিনি বললেন, আমার মাঝেও। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে আমি নিরাপত্তা লাভ করেছি'।[১৫]

শয়তানের দলের লোক :

যারা অসৎ পথে থেকেও মনে করে সৎ পথে আছি তারা মূলত মিথ্যাবাদী। আর এমন মিথ্যাবাদীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ-

'শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯)*।

১. কবুতর দিয়ে খেলাধুলাকারী : কবুতর দিয়ে খেলাধুলাকারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তান বলেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের অনুসরণ করতে দেখে বললেন, شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً 'এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে'।[১৬]

২. মন্ত্র পাঠ করা :

মন্ত্র পাঠ করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মন্ত্র পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 'এটি শয়তানের কাজ'।[১৭]

কেউ যদি কাউকে অভিশাপ দেয় অথবা লাঞ্ছিত করার বদদো'আ করে সে শয়তানের সাহায্যকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।[১৮]

৩. শয়তানের মত বসা : আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাশাহহুদের বৈঠকে বসতেন তখন বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখতেন। وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ 'তিনি শয়তানের মত বসতে নিষেধ করেছেন'। (তাহ'ল দুই পায়ের গোড়ালী খাড়া রেখে তার উপরে পাছা রেখে বসা)।[১৯]

৪. বিছিন্ন হওয়া শয়তানের কাজ :

আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) বলেন, লোকেরা যখন কোনস্থানে অবতরণ করতেন, তখন তারা উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ। এরপর তাঁরা কখনো কোন মনযিলে অবতরণ করলে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন।[২০]

৫. বাম হাতে পান করা :

ইবনে ওমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِه، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِه، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِه، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه، 'তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে খায় এবং যখন পান করে তখন যেন ডান হাত দিয়ে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে খায় ও পান করে'।[২১]

৬. ছালাতে পাথর নাড়াচাড়া করা :

ছালাতের মধ্যে পাথর নাড়াচাড়া করাকে শয়তানের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে ছালাতে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নাড়াচাড়া করতে দেখে বললেন, لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، 'তুমি ছালাতে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নেড়ো না। কারণ তা শয়তানের কাজ'।[২২]

উল্লেখিত বিষয়গুলো মানবরূপী শয়তানের কাজ। ফলে যে ব্যক্তি এরূপ কাজে রত থাকবে তারাই শয়তান বা ইবলীসের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। এছাড়াও ছালাতে কোমরে হাত রাখা ব্যক্তি[২৩], গুপ্ত হত্যাকারী[২৪], অস্ত্র দ্বারা (কোন মুসলিমকে) ইশারাকারী[২৫] ও শয়তানের দলভুক্ত।

শয়তান মহান প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর মুমিনকে পথভ্রষ্ট করার জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে থাকে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللهِ مُسْتَقِيمًا. وَخَطَّ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ السُّبُلُ لَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. ثُمَّ قَرَأَ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}

১৫. বুখারী হা/৭১৭১; মুসলিম হা/২১৭৫; তিরমিযী হা/১১৭২।
১৬. আবূদাঊদ হা/৪৯৪০; ইবনে মাজাহ হা/৩৭৬৪; মিশকাত হা/৪৫০৬, সনদ ছহীহ।
১৭. আবূদাঊদ হা/৩৮৬৮; মিশকাত হা/৪৫৫৩; ছহীহাহ হা/২৭৬০।
১৮. বুখারী হা/৬৭৭৭।
১৯. মুসলিম হা/৪৯৮; আবূদাঊদ হা/৭৮৩।
২০. আবূদাঊদ হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৩৯১৪, সনদ ছহীহ।
২১. আবূদাঊদ হা/৩৭৭৬; ছহীহাহ হা/১২৩৬।
২২. নাসাঈ হা/১১৬০; আবূদাঊদ হা/৯৪৫।
২৩. বুখারী হা/১২২০; মুসলিম হা/৫৪৫।
২৪. আবূদাঊদ হা/৪৫৬৫।
২৫. বুখারী হা/৭০৭২; মুসলিম হা/২৬১৭।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে একটি দাগ দিলেন, অতঃপর বললেন, এটা আল্লাহ্র সরল সঠিক পথ। এরপর ডানে বামে দাগ কাটলেন এবং বললেন, এই রাস্তাগুলির প্রত্যেকটিতে একজন শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। যে মানুষকে তার দিকে আহ্বান করে থাকে। অতঃপর পাঠ করলেন, 'এটাই আমার সরল সঠিক পথ, এরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করনা, তা হ'লে (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[২৬]

আয়াতের মর্মে ও হাদীছের ভাষ্যে বুঝা যায় শয়তান রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে মানুষকে তাদের দিকে বিভ্রান্ত করার জন্য আহ্বান করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্ত ও কর্মকাণ্ড সমূহ : শয়তানের চক্রান্ত ও কর্মকাণ্ড কুরআন-হাদীছ হ'তে বিভিন্ন পরিভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যা পরিত্যাগ করা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত যরূরী। নিম্নে সংক্ষেপে বিষয়গুলো আলোকপাত করা হ'ল।

১. اَلْاغْوَاءُ (বিভ্রান্ত করা, বিপথগামী করা) :

আদম (আঃ)-কে সিজদা না করার কারণে ইবলীস যখন অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হ'ল তখন ঈমানদার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ– 'আর তোমার প্রতি আমার অভিশাপ রইল বিচারদিবস পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। তিনি বললেন, বেশ! তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'লে। নির্ধারিত সময়কাল উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৮-৮২)*।

ইয়ায ইবনু হিমার আল-মুজাশী থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবায় বললেন,

أَلَا إِنَّ رَبِّيْ أَمَرَنِيْ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ–

'জেনে রাখ আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের শিক্ষা দেই যা তোমরা জান না, যা তিনি আমাকে আজকের এই দিনে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি আমার বান্দাকে যে সম্পদ দিয়েছি তা হালাল। নিশ্চয়ই আমি আমার সকল বান্দাদেরকে শিরকমুক্ত একনিষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করেছে। তাদের উপর যা হালাল করেছি তা তারা হারাম করেছে'।[২৭]

মহান আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا– 'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা ধারণা করে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে তার উপর এবং যা আপনার পূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর। তারা ত্বাগূতের নিকট ফায়ছালা পেশ করতে চায়। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাকে অস্বীকার করার জন্য। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়' *(নিসা ৪/৬০)*।

২. পদস্খলন করা :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা (ওহোদের যুদ্ধে) দু'দলের মুখোমুখি হবার দিন ঘাঁটি থেকে ফিরে গিয়েছিল, তাদের নিজেদের কিছু কৃতকর্মের দরুন শয়তান তাদের প্রতারিত করেছিল, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল' *(আলে ইমরান ৩/১৫৫)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধে প্রথম দিকে মুশরিকরা যখন চরমভাবে পরাজিত হয়ে পড়ল, তখন ইবলীস চিৎকার করে (মুসলমানদের) বলল, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রবর্তীদল পিছনে ফিরে (শত্রুমনে করে) নিজ দলের উপর আক্রমণ করে একে অপরকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযায়ফা (রাঃ) পিছনে তার পিতাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললেন, এই যে আমার পিতা, আমার পিতা। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল।[২৮] এটা ছিল শয়তানের পদস্খলনের পরিণাম। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

কখনো কখনো আলেমদের মুখে গোমরাহী কথা বের করে দেয় এই ইবলীস। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ 'আমি আলেমদের গুমরাহী সম্পর্কে অধিক শংকিত। কেননা শয়তান কখনো কখনো আলেমদের মুখ থেকে গুমরাহী কথা বের করে দেয়'।[২৯]

২৬. *হাকেম হা/৩২৪১; মিশকাত হা/১৬৬, সনদ হাসান; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১১১১০।*

২৭. *মুসলিম হা/২৮৬৫।*

২৮. *বুখারী হা/৪০৬৫।*

২৯. *আবু দাঊদ হা/৪৬১১।*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ إِبْلِيسُ الْمَجُوسِيَّةَ 'যখন পারসিকদের নবী মৃত্যু করেন, তখন ইবলীস তাদের অগ্নিপূজায় লাগিয়ে দেয়। (অর্থাৎ গুমরাহ করে ফেলে)।[30]

৩. الكيد ছলনা করা, কৌশল করা : শয়তান বিভিন্ন কায়দা-কৌশল ও ছলনা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। তবে শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا– 'নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল একান্তই দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*। ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্নে তার ভবিষ্যতের সফলতার ইঙ্গিত পেলেন তখন তার পিতা তাকে বললেন, قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– 'পিতা বললেন, 'বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা কর না। তাহ'লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইউসুফ ১২/৫)*।

জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَلاَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ أَمَا إِنَّ اللهَ إِنْ يُمَكِّنِّى مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ،

'আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর করি, তখন কাফেলার পেছনে তদারককারী হিসাবে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। সে বকরীর মত শব্দ করে এবং সুযোগমত কোন মহিলার সাথে শয়তানী চক্রান্তে যিনায় লিপ্ত হয়।[31]

৪. الوعد (প্রতিশ্রুতি) : শয়তান মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও দিক নির্দেশনা দিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। আল্লাহ বলেন,

لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا–

'আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর সে বলেছিল যে, অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশকে আমার দলে টেনে নেব। আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেব, তাদেরকে আদেশ দেব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা আল্লাহ্র সৃষ্টি পরিবর্তন করে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়। ওদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। সেখান থেকে তারা অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না' *(নিসা ৪/১১৮-১২১)*। *[চলবে]*

---

৩০. আবু দাঊদ হা/৩০৪২।

৩১. আবুদাঊদ হা/৪৪২২।

আল-'আওন

মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ

রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭

স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা

(ASSOCIATION FOR VOLUNTARY SAFE BLOOD DONATION)

(আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর একটি সমাজকল্যাণ সংগঠন)

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্মে ও আল্লাহভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' (মায়েদাহ ২ আয়াত)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯)*

লক্ষ্য : রোগীকে রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য : রক্তের গ্রুপ সমূহ নির্ধারণ করে যেলা ভিত্তিক রক্তদাতাদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন মুহূর্তে অসহায় রোগীকে চাহিবা মাত্র রক্ত দাতার সন্ধান দেওয়া।

মানব সেবার এই মহতী কর্মে এগিয়ে আসুন! আল-'আওন-এর সদস্য হৌন!!

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

মোবাইল : ০১৭২৩-৯৩৮৩৯৩, E-mail : alawonbd@gmail.com, Facebook page : আল-'আওন

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)

ড. নূরুল ইসলাম*

(২য় কিস্তি)

কর্মজীবন :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর কর্মজীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তিনি যেসব শহরে-নগরে অবস্থান করেছিলেন, সে সকল স্থানে দরস প্রদানের কোন তথ্যও ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। আসলেই কি তার দরসের কোন হালাকা ছিল না? এর সঠিক উত্তর দেওয়া বেশ মুশকিল। কারণ তাঁর যুগের ইলমী পরিবেশ দরস ও সংলাপে গুঞ্জরিত থাকত। তাছাড়া শেষ জীবনে তিনি মিসরের 'মুনয়াতু বানী খাছীব' নামক যে স্থানে বসবাস করতেন তা ইলমে দ্বীন চর্চার কেন্দ্রস্থল ও আলেম-ওলামার মিলনস্থল ছিল। নীলনদের উপকূলে অবস্থিত এর জামে মসজিদে মানুষজন দ্বীনী ইলম হাছিলের জন্য সমবেত হত। অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে এ মসজিদে দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য আসত। তাদের মধ্যে আবু মারওয়ান আল-বাজী নামক একজন ব্যক্তির কথা ইতিহাসে সুবিদিত হয়ে আছে।[১]

ছাত্রবৃন্দ :

বহু ছাত্র ইমাম কুরতুবীর ইলমী ঝর্ণাধারার স্বচ্ছ সলিলে অবগাহন করেছে। তারা তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং তাঁর ইলমী প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হয়েছে।[২] কিন্তু তাদের সকলের নাম জানা যায় না। জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী[৩] ও হাফেয শামসুদ্দীন দাঊদী[৪] তাঁর মাত্র একজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন তদীয় পুত্র শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি আলেম ও বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সুয়ূত্বী বলেন, وروى عنه بالإجازة ولده شهاب الدين أحمد 'কুরতুবীর নিকট থেকে তাঁর ছেলে শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইজাযা সূত্রে বর্ণনা করেছেন'।[৫] হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কূছীর (মৃঃ ৭৩১ হিঃ) জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইমাম কুরতুবীর ছেলে আহমাদের কাছ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন।[৬]

২. আবু জা'ফর আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন যুবায়ের গারনাতী (৬২৮-৭০৮ হিঃ) : তিনি আন্দালুসের ক্বারী ও মুহাদ্দিছগণের শায়খ ছিলেন। ইবনু বাশকূওয়ালের 'আছ-ছিলাহ' গ্রন্থের তিনি পরিশিষ্ট রচনা করেন। ঐতিহাসিক মার্রাকুশী ইমাম কুরতুবীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, حدثنا عنه أبو جعفر بن الزبير، كتب إليه من مصر، 'আবু জা'ফর বিন যুবায়ের কুরতুবীর নিকট থেকে আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি মিসর থেকে তাঁর নিকট ইজাযাহ লিখে পাঠিয়েছিলেন'।[৭]

৩. ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম বিন আব্দুছ ছামাদ খুরাসতানী (৬৩৯-৭০৯ হিঃ) : ইনি রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। ইবনু হাজার আসক্বালানী ইমাম কুরতুবী থেকে তাঁর হাদীছ শোনার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৮]

৪. আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইমাম কামালুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন আমীনুদ্দীন কাসতাল্লানী (৬১৪-৬৮৬ হিঃ) : আবুল মা'আলী ফুরাবীর 'আল-আরবাঊন' গ্রন্থটি তিনি ইমাম কুরতুবীর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন।[৯]

৫. যিয়াউদ্দীন আহমাদ বিন আবিস সঊদ বিন আবুল মা'আলী বাগদাদী : তিনি ৬৫৬ হিজরীতে কুরতুবীর 'আত-তাযকিরাহ' গ্রন্থটি তাঁর নিকট থেকে পান এবং অন্যের কাছে বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন।[১০]

৬. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফার বিন মুহাম্মাদ আব্দুল কাফী আশ-শামমূনী : তিনি ইমাম কুরতুবীর নিকট তাঁর 'আত-তাযকিরাহ' গ্রন্থের কয়েকটি পাতা পড়েন এবং তাঁর গ্রন্থসমূহ বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। ইমাম কুরতুবী স্বহস্তে লিখিত 'ইজাযা' বা সনদও তাঁকে প্রদান করেন।[১১]

শেষ জীবন ও মৃত্যু :

ইমাম কুরতুবী তাঁর জীবনের দীর্ঘ প্রায় ৩৮ বছর মিসরে অতিবাহিত করেন।[১২] শেষ জীবনে তিনি মিসরের 'মুনয়াতু বানী খাছীব' নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।[১৩] সম্ভবত মিসরে সে সময় এ স্থানটি সবচেয়ে নিরাপদ ছিল বিধায় তিনি এখানে স্থায়ী নিবাস গড়েন। কারণ আলেকজান্দ্রিয়া ও এর আশেপাশে মাঝে-মধ্যে ক্রুসেডাররা আক্রমণ করত এবং রাজধানী কায়রোতে সর্বদা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগে থাকত।[১৪] কুরতুবীর প্রিয় শিক্ষক ইবনুল জুম্মাইযীর (মৃঃ ৬৪৯) সাহচর্য লাভ এবং তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসাও এখানে তাঁর থিতু হওয়ার একটি কারণ হতে পারে বলে

** ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৯৪-৯৫।*
২. *দ্রঃ নাফহুত তীব ২/২১১-১২।*
৩. *ত্বাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, পৃঃ ৯২।*
৪. *দাঊদী, ত্বাবাকাতুল মুফাস্সিরীন ২/৭০।*
৫. *ত্বাবাকাত, পৃঃ ৯২।*
৬. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আদ-দুরারুল কামিনাহ ফী আ'য়ানিল মিআতিছ ছামিনাহ ১/৩৬১, জীবনী ক্রমিক ৭৭৪।*
৭. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৫।*
৮. *আদ-দুরারুল কামিনাহ ১/৪৫১, জীবনী ক্রমিক ৯৫৬।*
৯. *ইবনু রশীদ আল-ফিহরী, মিলউল আয়বাহ ৩/৪২৫।*
১০. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৯৪।*
১১. *হাফেয ইয্যুদ্দীন হুসায়নী, ছিলাতুত তাকমিলাহ লিঅফায়াতিন নাকালাহ, তাহকীক ও তা'লীক : ড. বাশার আওয়াদ মা'রূফ (বৈরূত : দারুল গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪২৮ হিঃ/২০০৭ খ্রিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৯, পাদটীকা-১ দ্রঃ।*
১২. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৪৫।*
১৩. *আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৪।*
১৪. *মানহাজুল কুরতুবী ফিল কিরাআ-ত, পৃঃ ২৬।*

অনুমিত হয়। কারণ এ স্থানে তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন এবং অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৫]

তিনি ৬৭১ হিজরীর ৯ই শাওয়াল (১২৭৪ খ্রিঃ) সোমবার রাতে 'মুনয়াতু বানী খাছীব' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১৬]

উল্লেখ্য যে, 'মুনয়াতু বানী খাছীব' স্থানটি মিসরের আসইঊত প্রদেশের উত্তরে নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে এটি নীলনদের পূর্বে 'আল-মিনয়া' যেলার অন্তর্ভুক্ত। এ যেলার 'আরয়ু সুলতান' নামক স্থানে বর্তমানে তাঁর কবরটি অবস্থিত। ১৯৭১ সালে তাঁর নামে এখানে একটি বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[১৭]

অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) একজন খ্যাতিমান 'আলেমে রব্বানী' ছিলেন। দুনিয়ার প্রতি তাঁর সামান্যতম মোহ ছিল না। তিনি সারাজীবন ইলমে দ্বীন চর্চায় ব্যয় করেন। পৃথিবীর মানুষকে তিনি অনেক কিছু দিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়াতে তিনি কিছুই পাননি। যারা তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর উন্নত চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি নানাবিধ মানবীয় গুণে গুণান্বিত ছিলেন। যেমন-

১. পরহেযগারিতা ও দুনিয়াবিমুখতা :

ঐতিহাসিক ইবনে ফারহূন বলেছেন, كَانَ مـــن عبـــاد الله الصَّالِحين وَالْعُلَمَاء العارفين الورعين الزاهدين فِـــي الـــدُّنْيَا المشغولين بِمَا يعنيهم من أُمُـــور الْـــآخِرَة– 'তিনি আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মুত্তাক্বী ও দুনিয়াবিমুখ একজন বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। পরকালে কল্যাণ বয়ে আনবে এমন কর্মে নিয়োজিতদের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন'।[১৮] আব্দুল গাফফার আশ-শামমূনী বলেছেন, اجتمعتُ به بمنية بني خصيب، فرأيت آثار الصلاح لائحـــة عليـــه– 'মুনয়াতু বানী খাছীবে আমি তাঁর সাথে মিলিত হয়েছি। আমি তাঁর মধ্যে তাক্বওয়ার চিহ্ন দীপ্তিমান দেখেছি'।[১৯]

তাফসীরে কুরতুবী ছাড়াও 'কামউল হিরছ বিয-যুহদ ওয়াল কানা'আহ' এবং 'আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখেরাহ' গ্রন্থ দু'টি তাঁর দুনিয়াবিমুখতা ও পরহেযগারিতার অন্যতম প্রমাণ।

তাঁর এই চরিত্র মাধুর্যের উৎস হল আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, তাঁর ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্টি এবং পার্থিব জীবনের মূল্যহীনতা সম্পর্কে সম্যক অবগতি। যেমন তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তাঁর প্রভুর আনুগত্য করবে, নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করবে এবং শয়তান ও দুনিয়ার বিরোধিতা করবে, জান্নাত তাঁর ঠিকানা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতায় সীমালংঘন করবে, দুনিয়াতে তাঁর পাপাচারের লাগামকে ঢিল দিবে, নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্বীয় নফস ও প্রবৃত্তির অনুগামী হবে এবং তার যাবতীয় প্রবৃত্তিপরায়ণতায় শয়তানের অনুসরণ করবে, জাহান্নাম তাঁর উপযুক্ত ঠিকানা হবে'।[২০]

২. কারামত :

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হল, 'অলীগণের কারামত সত্য'।[২১] তাঁদের মতে এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কোন নেক বান্দার প্রতি কারামত বা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন।[২২] ইমাম কুরতুবী (রহঃ)ও নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র একজন অলী ছিলেন। তাঁর থেকে প্রকাশিত দু'টি কারামত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:-

ক. সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'আমার মাতৃভূমি আন্দালুস বা স্পেনের কর্ডোভা অঞ্চলের একটি ভগ্নপ্রায় দুর্গে আমার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছিল। ঘটনাটি হল, আমি শত্রুর সম্মুখ দিয়ে পলায়ন করে তার থেকে দূরে একটি জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। ইত্যবসরে আমার সন্ধানে দু'জন অশ্বারোহী বেরিয়ে পড়ল। আমি তখন উন্মুক্ত ময়দানে বসাছিলাম। শত্রুসেনা থেকে আমাকে আড়াল করার মতো কিছু ছিল না। আমি তখন সূরা ইয়াসীনের প্রথম কয়েকটি আয়াত ও কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত পাঠ করছিলাম। সৈন্য দু'জন আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। অতঃপর ফিরে যাওয়ার সময় তারা একজন আরেকজনকে বলছিল, এতো সাক্ষাৎ শয়তান। আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই তারা আমাকে দেখতে পায়নি। এজন্য আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি'।[২৩]

খ. জ্বিনের আস্তানায় ছাগের চিৎকার :

একদা ইমাম কুরতুবী ও কারাফী মিসরের ফাইয়ূম এলাকায় সফর করেন। শহরে প্রবেশ করার পর তারা তাদের বিশ্রামস্থল খুঁজছিলেন। তাদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্থান দেখিয়ে দেয়া হলে তারা সেখানে আসলেন। তখন একজন ব্যক্তি তাদেরকে বলল, জনাব, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আপনারা এখানে প্রবেশ করবেন না। কারণ এটি জ্বিনের আস্তানা। কারাফী একথা শুনে খাদেমদেরকে বললেন, তোমরা এখানে প্রবেশ করো এবং আমাদেরকে এ প্রলাপ

---

১৫. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৪০।*

১৬. *নাফহুত তীব ২/২১১; আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ২/৩০৯; দাঊদী, তাবাকাত ২/৭০।*

১৭. *ড. আল-কাছাবী মাহমূদ যালাত, আল-কুরতুবী ওয়া মানহাজুহু ফিত-তাফসীর (বৈরূত : আল-মারকাযুল আরাবী লিছ-ছাকাফাহ ওয়াল উলূম, তাবি), পৃঃ ৩০।*

১৮. *আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ২/৩০৮।*

১৯. *ছিলাতুত তাকমিলাহ ১/৬৩৯, টীকা-১; আয-যায়ল ওয়াত তাকমিলাহ ৩/৪৯৫, টীকা-২।*

২০. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/৮৮০।*

২১. *আক্বীদা ত্বহাবিয়াহ প্রভৃতি দ্রঃ।*

২২. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১১০।*

২৩. *তাফসীরে কুরতুবী, বণী ইসরাঈল ৪৫ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*

থেকে মুক্তি দাও। একথা বলার পর তারা শহরের জামে মসজিদ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। খাদেমরা স্থানটিকে থাকার উপযোগী করার পর তারা পুনরায় সেখানে ফিরে আসলেন। যখন তারা সেখানে স্থির হলেন, তখন একটি পরিত্যক্ত খাদ্য গুদামের ভিতর থেকে ছাগের চিৎকার শুনতে পেলেন। বারবার তার চিৎকার ধ্বনিত হচ্ছিল। এতে কারাফীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তাঁর শক্তি উবে গেল এবং তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। অতঃপর গুদামের দরজা খোলা হল। সেখান থেকে ছাগের মাথা বেরিয়ে এল এবং সে চিৎকার শুরু করল। কারাফী তখন ভয়ে বিগলিত হয়ে যাওয়ার দশা। কিন্তু কুরতুবী ছাগের বেরিয়ে থাকা মাথাটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার দুই শিং ধরলেন এবং আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতে থাকলেন- آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ 'এটা করার জন্য আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করছ?' *(ইউনুস ১০/৫৯)*।

অবশেষে খাদেম সেখানে প্রবেশ করল। তার হাতে রশি ও ছুরি ছিল। সে বলল, জনাব! আপনি এখেকে দূরে থাকুন। সে এগিয়ে এসে ছাগটিকে বের করে যবেহ করল। তারা তাকে বললেন, এটা কি? সে বলল, আপনারা মসজিদ অভিমুখে যাওয়ার সময় আমি জনৈক ব্যক্তির কাছে ছাগটি দেখে তা যবেহ করে খাওয়ার জন্য স্বল্প মূল্যে ক্রয় করি এবং এ গুদামে রেখে যাই। একথা শোনার পর কারাফী সম্বিৎ ফিরে পেলেন এবং বললেন, ভাই আমার! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! তুমি একথা না বললে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়তাম।[২৪]

৩. সত্য প্রকাশে নির্ভীক :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) অত্যন্ত সাহসী ও হক প্রকাশে নির্ভীক ছিলেন। তিনি সত্য প্রকাশে নিন্দুকের নিন্দাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করতেন না। তিনি তাঁর তাফসীরের অনেক জায়গায় সমকালীন শাসকদের কড়া সমালোচনা করতে পিছপা হননি। কারণ তারা মানুষের উপর অত্যাচার করত এবং ঘুষ খেত। তাছাড়া তারা আহলে কিতাবদেরকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত করত।[২৫] যেমন সূরা বাক্বারাহ ১৮৮ আয়াতের তাফসীরে তিনি বলেন, فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ 'বর্তমানে শাসকেরা কেবল ঘুষের উৎসই নয়; নিজেরাই ঘুষখোর। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[২৬]

'আত-তাযকিরাহ' গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলেন, 'এটা সেই যুগ যেখানে হকের উপর বাতিল প্রাধান্য লাভ করেছে এবং দাসরা স্বাধীন ব্যক্তিদের উপর বিজয় লাভ করেছে। ফলে তারা দ্বীনের বিধি-বিধানকে বিক্রি (বিনষ্ট) করেছে। এতে শাসকদের সায় ছিল। ফলে শাসন হয়ে পড়েছে ট্যাক্সনির্ভর আর সত্য ঠিক এর বিপরীত। হকের নিকট পৌঁছার যেন কোন ক্ষমতাই নেই। তারা আল্লাহ্র দ্বীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং আল্লাহ্র বিধানকে করেছে বিকৃত। তারা মিথ্যা কথা শুনতে যেমন অভ্যস্ত, সুদ খেতেও তেমনি অভ্যস্ত...। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের নিম্নোক্ত কবিতাটি তিনি উল্লেখ করেছেন-

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلاَّ الْمُلُوْكُ + وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا؟

'দ্বীনকে ধ্বংস করে মাত্র তিনজন : অত্যাচারী শাসকবর্গ, দুষ্টমতি আলেমরা ও ছূফী পীর-মাশায়েখরা'।[২৭]

ইমাম কুরতুবীর সময়ে আহলে কিতাবদের কর্তৃত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এই যুগে আহলে কিতাবদেরকে লেখক ও সচিবরূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এর মাধ্যমে তারা গণ্ডমূর্খ শাসক ও আমীরদের নিকট কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছে'।[২৮]

৪. সাধাসিধা জীবন যাপন :

কুরতুবী পার্থিব জাঁকজমক ও আড়ম্বতার ঊর্ধ্বে সহজ-সরল জীবনাচরণকে বেছে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, وَكَانَ قد أطرح التَّكَلُّف يمشي بِثَوْب وَاحِد وعَلى رَأسه طاقية 'তিনি কৃত্রিমতাকে পরিহার করে একটি কাপড় পরিধান করে রাস্তায় হাঁটতেন। তখন তার মাথায় থাকত একটি টুপি'।[২৯]

এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়ার প্রতি তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। পার্থিব ভোগ-বিলাস ছিল তাঁর কাছে অতীব তুচ্ছ বিষয়। পরকালীন অনন্ত সুখকেই তিনি ক্ষণস্থায়ী আড়ম্বতার উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে এটা সুদূরপরাহত যে, তিনি ছূফীদের মতো তালি দেয়া বা খসখসে পোষাক পরিধান করতেন। না ছেঁড়া পর্যন্ত শরীর থেকে যারা সেটি খুলে না। কারণ ছূফীদের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 'যারা বলেছেন যে, খসখসে কাপড় পরিধান করা তাক্বওয়ার পোষাক। কারণ সেটা বিনয়-নম্রতার অধিক নিকটবর্তী। এটা স্রেফ তাদের দাবী। কারণ খ্যাতিমান আলেমগণ তাক্বওয়ার গুণে বিভূষিত হওয়া সত্ত্বেও উন্নত পোষাক পরিধান করতেন'।[৩০]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যাঁরা সুন্দর পোষাক পরিহার করে কাতান ও পশমের খসখসে পোষাক পরিধান করাকে প্রাধান্য দেয় এবং বলে যে, 'আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম' *(আ'রাফ ৭/২৬)*, তারা এ আদর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি[৩১] তারা কি তাক্বওয়ার পোষাক পরিত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহ্র কসম,

২৪. *আল-ওয়াফী বিল অফায়াত ২/৮৭, জীবনী ক্রমিক ৪৭২।*
২৫. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৫০।*
২৬. *তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ১৮৮ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
২৭. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/১২২৮।*
২৮. *তাফসীরে কুরতুবী, আলে ইমরান ১১৮ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
২৯. *আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ২/৩০৯; নাফহুত তীব ২/২১১; দাঊদী, তাবাকাত ২/৭০।*
৩০. *তাফসীরে কুরতুবী, আ'রাফ ২৬ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৩১. *হুসাইন তনয় আলী, তামীম আদ-দারী, মালেক বিন দীনার প্রমুখ।*

তারা তা করেননি। বরং তারা তাক্বওয়াশীল ও জ্ঞানী-গুণী। আর অন্যরা তাক্বওয়ার দাবীদার মাত্র। বস্তুত তাদের অন্তর তাক্বওয়াশূন্য'।[৩২]

৫. মিষ্টভাষী :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি মানুষের সাথে সদাচরণ করতেন এবং কারো জন্য কর্কশ ভাষা ব্যবহার করতেন না। বিভিন্ন মাসআলায় বিরোধীদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও তার ভাষা হত সংযত, কোমল ও নরম।[৩৩]

তিনি স্বদেশী মুফাস্সির ইবনুল আরাবী কর্তৃক বিরোধীদের ক্ষেত্রে কঠোর ভাষা প্রয়োগের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।[৩৪]

৬. সময়ের প্রতি যত্নবান :

ইমাম কুরতুবী সময়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তিনি নিজের জীবনকে ইলম অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনায় উৎসর্গ করেছিলেন। এক্ষেত্রে কোন ক্লান্তি, বিরক্তি বা অবসাদ তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। এজন্য ঐতিহাসিকগণেন দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি হল, أوقاته معمورة مَا بَين توجه وَعبادَة وتصنيف 'আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদত-বন্দেগী ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর সময় কাটত'।[৩৫]

৭. ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর কাজে-কর্মে ইখলাছের প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি আল্লাহ্র একজন মুখলিছ বা একনিষ্ঠ বান্দা ছিলেন। তিনি ইলম অন্বেষণে তাঁর যুগের কিছু আলেমের ইখলাছহীনতার অভিযোগ করেছেন। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উক্তি 'আমাদের যুগে ইনছাফের চেয়ে কম আর কিছুই নেই' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমার বক্তব্য হল, ইমাম মালেকের যুগের অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে বর্তমানে আমাদের যুগের অবস্থা কেমন হতে পারে? যে যুগে দুর্নীতি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং আহাম্মকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন গভীর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নয়; নেতৃত্ব লাভের জন্য ইলমে দ্বীন হাছিল করা হয়। বরং বলা চলে দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ এবং তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সমসাময়িকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানার্জন করা হয়। অথচ বিতর্ক অন্তরকে কঠোর করে দেয় এবং শত্রুতার সৃষ্টি করে। আর এটি তাক্বওয়াহীনতা ও আল্লাহভীতি পরিত্যাগে প্রলুব্ধ করে'।[৩৬]

৮. ইলমী আমানত রক্ষা :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনায় যেসব বিগত মনীষীর লেখনী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তাদের অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন মনীষীর অভিমত সমূহকে তার প্রবক্তাদের প্রতি নিসবত করেছেন। কেননা এতে ইলমের বরকত বৃদ্ধি হয়।[৩৭]

৯. দ্বীনী আবেগ :

ইমাম কুরতুবী তাঁর যুগের শাসকদের যুলুম-নির্যাতন ও ঘুষ গ্রহণের যেমন সমালোচনা করেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষকেও সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করেছেন। মানুষের মধ্যে দ্বীনী প্রভাব হ্রাস পাওয়া এবং বিদ'আত ও অন্যায়-অপকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৮] বিশেষত তিনি মিসরীয়দের বিভিন্ন আচার-অভ্যাসের কড়া সমালোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وأما ظهور الزنا، فذلك مشهور في كثير من الديار المصرية. 'অনেক মিসরীয় ভূখণ্ডে যেনা-ব্যভিচার ব্যাপকতা লাভ করেছে'।[৩৯] এসব তাঁর তীব্র দ্বীনী আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে মানুষের সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য স্রেফ সমাজ সংস্কার। একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর দায়িত্বশীলতা থেকে তিনি মানুষের ভুল-ক্রুটি তুলে ধরেছেন।

(ক্রমশঃ)

---

৩২. *তাফসীরে কুরতুবী, আ'রাফ ৩২ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৩৩. *'তারজামাতুল ইমাম আল-কুরতুবী' www.alukah.net.*
৩৪. *তাফসীরে কুরতুবী, নাহল ৬৭ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৩৫. *আদ-দীবাজ আল-মুযাহ্হাব ২/৩০৮; নাফহুত তীব ২/২১০; দাঊদী, তাবাকাত, ২/৬৯।*
৩৬. *তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ৩২ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
৩৭. *তাফসীরে কুরতুবী, ভূমিকা দ্রঃ।*
৩৮. *আল-ইমাম আল-কুরতুবী, পৃঃ ৫৩।*
৩৯. *কিতাবুত তাযকিরাহ ১/১২৪০।*

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২
ব্যবস্থাপনায়
শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন
হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফট-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

তাতারদের আদ্যোপান্ত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(শেষ কিস্তি)

তাতারদের ইসলাম গ্রহণ :

তাতাররা ইসলাম ও মুসলমানদের বিনাশে যেমন অগ্রগামী ছিল তেমনি ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই চেঙ্গীস খানের আরেক নাতি বারাকাত খান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হালাকু কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস এবং মুসলিম খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ্‌র শাহাদত বরণের কথা শুনলে তিনি হালাকু খানকে তিরস্কার করেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একে কেন্দ্র করে তাতারদের দু'বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধও হয়। শুধু বারাকাত খানই নয় হালাকু খানের পুত্রও ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে তাতারদের নেতারা ইসলাম গ্রহণ করলে সাধারণ জনতা ও সৈন্যরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর আমলে বিশেষত ওছমান (রাঃ) সর্বপ্রথম ৩০/৩১ হিজরী সনে চীনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। তারা সেখানকার শাসক তানেগ পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত দেন।[১] পরবর্তীতে ৯৪ হিজরী সনে মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা ইবনু মুসলিমের হাতে তৎকালীন চীনের রাজধানী কাশগর বিজিত হয়। এরপরে এশিয়ায় ইসলাম প্রচার হ'তে থাকে।[২]

এরপরে উমাইয়া শাসক হিশাম বিন আব্দুল মালেক তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন। ইয়াকূত আল-হামাবী বলেন, 'হিশাম বিন আব্দুল মালেক তুর্কী রাজার কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। দূত বলেন, আমি রাজার দরবারে প্রবেশ করলাম তখন তিনি হাতে বাতি নিয়েছিলেন। তিনি দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? সে বলল, আরবের বাদশাহর দূত। তিনি বললেন, আমার গোলাম? সে বলল, হ্যাঁ। আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হ'ল যেখানে প্রচুর গোশত ও অল্প রুটি ছিল। এরপর আমাকে তলব করা হ'ল। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার লক্ষ্য কী? আমি বিনয় প্রদর্শন করে বললাম, আমার বাদশাহ আপনাকে উপদেশ দিতে চান। তিনি মনে করেন, আপনি ভ্রান্ত পথের উপরে রয়েছেন। তিনি চান যেন আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কি? তখন আমি ইসলামের শর্তসমূহ, ফরযিয়াত, হালাল-হারাম সকল বিষয় তুলে ধরলাম। অতঃপর এ অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত হ'ল। একদিন তিনি পতাকা ধারী দশজন সৈন্যের সাথে বের হ'লেন। আমাকেও সাথে নেওয়া হ'ল। অবশেষে এক টিলায় গিয়ে পৌঁছলাম। যার চার দিকে জঙ্গল ছিল। সূর্য উদিত হ'লে বাদশাহ তাদের একজনকে পতাকা উত্তোলন করে তা উদ্ভাসিত করার নির্দেশ দিলেন। পতাকা দেখে সেখানে সশস্ত্র দশ হাযার সৈন্য উপস্থিত হ'ল। এরা আবার প্রত্যেকে পতাকা উত্তোলন করে উদ্ভাসিত করল। তা দেখে এক লক্ষ সৈন্য টিলার চারপাশে সমবেত হ'ল। তখন বাদশাহ বললেন, 'এই দূতকে বলে দাও, সে যেন তার নেতাকে বলে দেয় যে, এদের মধ্যে কোন হাজ্জাম, নাপিত এবং দর্জি নেই। এরা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে এবং এর শর্তসমূহ জীবনে বাস্তবায়ন করবে তখন তারা কোথায় রিযিক পাবে?[৩]

ড. মুহাম্মাদ আলী আল-বার্র উল্লেখ করেছেন যে, মোগল কবি আহমাদ ইউসাভীর হাতে এক লক্ষ তুর্কি জনগণ ইসলাম গ্রহণ করেন যেমন মোগলদের হাযার হাযার মানুষ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মোগল বংশভূত এবং কাজাখস্তানের অধিবাসী। তিনি ৫৬২/১১৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন যা চেঙ্গীস খানের আবির্ভাবের দু'বছর পূর্বের ঘটনা।[৪] এখানে আমরা তাতারদের ইসলাম গ্রহণের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করব।

একটি কুকুর ও ৪০ হাযার তাতারের ইসলাম গ্রহণ :

তাতাররা বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউবা ইসলামের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন, শায়খ জামালুদ্দীন ইবরাহীম জনসম্মুখে বলেন, আমি হালাকু ও তার সন্তান আবাকের অর্থমন্ত্রী সুনজাকের নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে মোঙ্গল থেকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটি আবগার শাসনামলের প্রথম দিকের। আমরা তখন তার তাঁবুতে ছিলাম। তার নিকটে একদল তাতার নেতা ও একদল খৃষ্টান ধর্মযাজকও ছিল। এটা ছিল ঘন কুয়াশাপূর্ণ দিন। এক অভিশপ্ত খৃষ্টান বলল, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিসের দাওয়াত দিতেন। তিনি তো ক্ষুধার্ত মানুষের মাঝে অবস্থান করতেন। তিনি তাদেরকে ধন-সম্পদ দিতেন এবং সে বিষয়ে বিরাগী করতেন। আর এভাবেই তাদেরকে নিজের দলে টেনে নিতেন'। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-কে তুচ্ছ করে বক্তব্য দিতে থাকে। সেখানে একটি শিকারী কুকুর ছিল। যাকে স্বর্ণের শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেটি সুনজাকের খুব আস্থাভাজন ছিল। রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে খৃষ্টান লোকটির কটূক্তি শুনে কুকুরটি দাঁড়িয়ে গেল এবং শিকল ছিঁড়ে তার উপর হামলা করল। সে তাকে খামচিয়ে জখম করে দিল। এ অবস্থায় সে তাকে ধরে শৃংখলাবদ্ধ করল। তখন উপস্থিত কিছু লোক বলল, এটা তোমার মুহাম্মাদ সম্পর্কে কটূক্তি করার ফল। সে বলল, তোমাদের ধারণা ভুল। বরং কুকুরটি খুবই চতুর। সে আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিল যে আমি তাকে মারব। তখন সে আমার উপর হামলা করে। এরপর সে আবার মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে

** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. ড. ফাহমী হুয়াইদী, আল-ইসলাম ফিছ ছীন, পৃঃ ৩৪; আব্দুর রহমান, মুখতাছারু তারীখিল আরব, পৃঃ ১৩০।

২. মুহাম্মাদ ফাৎহুল্লাহ যিয়াদী, যাহিরাত ইনতিশারিল ইসলাম, ২২২-২২৪ পৃঃ।

৩. মু'জামুল বুলদান ২/২৪।

৪. মুহাম্মাদ আলী আল বার্র, কায়ফা আসলামা মোগল ১/৫৫।

কটূক্তি করে বক্তব্য শুরু করে। এরই মধ্যে কুকুরটি আবার শিকল ছিঁড়ে তার উপর হামলা করে। অতঃপর কুকুরটি তার শাসনালী কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে। এতে অভিশপ্ত নাছারা মারা যায়। ঘটনাটি মুখে মুখে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এতে চল্লিশ হাযার তাতার ইসলাম গ্রহণ করে।[৫]

মুহাম্মাদ বারাকাহ খানের ইসলাম গ্রহণ :

তাতারদের অন্যতম নেতা বারাকাহ খান (بَرَكَةُ خَانَ) রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। চেঙ্গীস খানের পুত্র জুজীর সপ্ত পুত্রের অন্যতম ও হালাকু খানের চাচাত ভাই ইসলাম গ্রহণ করে খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ্‌র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তার সম্পর্কে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وَهُوَ ابْنُ عَمِّ هُولَاكُو، وَقَدْ أَسْلَمَ بَرَكَةُ خَانَ هَذَا، وَكَانَ يُحِبُّ الْعُلَمَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ وَمِنْ أَكْبَرِ حَسَنَاتِهِ كَسْرُهُ لِهُولَاكُوْ وَتَفْرِيْقُ جُنُودِهُ...، 'তিনি হালাকু'র চাচাত ভাই। এই বারাকাহ খান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আলেম-ওলামা ও সৎ ব্যক্তিদের পসন্দ করতেন। তার সর্বাধিক উত্তম কাজ ছিল হালাকু ও তার সৈন্যদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি ও বিভক্তি তৈরি করা। তিনি বাদশাহ যাহের বাইবার্সকে সম্মান ও তার দূতদের সমাদর করতেন। তার পরে তার পরিবারের মানকুতামুর (مَنْكُوتَمُرُ) (بْنُ طُغَانَ) শাসনভার গ্রহণ করেন যিনি বারাকাহ খানের পদাংক অনুসরণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ'।[৬]

চেঙ্গীস পুত্র জুজী মারা গেলে তার বড় ছেলে ও বারাকাহ খানের বড় ভাই 'বাতূ' ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি The Golden Horde (বর্তমান রাশিয়া, ইউক্রেন, মলদোভা, কাজাখস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রের কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'বাতূ' মারা গেলে ক্ষমতায় আসীন হন তারই ছেলে ছারতাক। অল্প কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। তার সন্তানদের কেউ বড় ও যোগ্যতা সম্পন্ন না থাকায় ক্ষমতায় আসীন হন তার চাচা বারাকাহ খান। এজন্য উত্তর অঞ্চলের মোগলরা ইসলামে প্রবেশের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। তাতারদের বড় রাজধানী কারাকারুম থেকে ফেরার পথে বারাকাহ খান বুখারায় অবতরণ করেন। সেখানে জনৈক আলেমের সাথে পরিচয় হয় এবং সেখানেই তিনি স্বস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রীর নাম ছিল হুজক খাতূন। তিনি ৬৫৩ হিজরী সনে ক্ষমতায় আরোহণ করে একবছর পরে ৬৫৪ হিজরী সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের কারণে উত্তরের বহু তাতার ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি ইসলামের খাঁটি রক্ষক ছিলেন। বাগদাদের পতনের পূর্বে তিনি খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ্‌র হাতে বায়'আত নেন। বর্তমানে রাশিয়ার সারাই ও সারাতোভ শহর দু'টি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তখন সারাতোভই ছিল উত্তর মোগলদের রাজধানী। তিনি বহু মসজিদও নির্মাণ করেন এবং সেগুলোকে ইসলামের প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করেন। তিনি মামলূক শাসকদের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি মামলূক শাসক রুকনুদ্দীন যাহের বাইবার্সের (بَيْبَرْس) সাথে নিয়মিত পত্র আদান-প্রদান করতেন। বাইবার্স বারাকাহ খানকে তারই চাচাত ভাই ইসলামের শত্রু হালাকু খানকে হত্যা করতে উৎসাহিত করেন। তিনি উপদেশ স্বরূপ বলেন, 'ইসলাম তার শত্রুদের হত্যা করাকে আবশ্যক করে যদিও শত্রু আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারের সদস্য হয়। বাস্তবেও হালাকু খানকে হত্যার ক্ষেত্রে তিনি বাইবার্সকে সহযোগিতা করেছিলেন। এমনকি নিজেও হালাকুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ইবনু কাছীর বলেন, 'বারাকাহ খান যাহেরকে সম্বোধন করে লিখলেন, قَدْ عَلِمْتَ مَحَبَّتِي لِلإسلام، وَعَلِمْتَ مَا فَعَلَ هُولَاكُو بِالْمُسْلِمِيْنَ، فَارْكَبْ أَنْتَ مِنْ نَاحِيَةٍ حَتَّى آتِيْهِ أَنَا مِنْ نَاحِيَةٍ حَتَّى نَصْطَلِمَهُ أَوْ نُخْرِجَهُ مِنَ الْبِلَادِ وَأَعْطِيَكَ جَمِيعَ مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنَ الْبِلَادِ، فَاسْتَصْوَبَ الظَّاهِرُ هَذَا الرَّأْيَ وَشَكَرَهُ وَخَلَعَ عَلَى رُسُلِهِ وَأَكْرَمَهُمْ- 'অবশ্যই আপনি ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসার বিষয়ে জানেন। এও জানেন যে, হালাকু মুসলমানদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে। আপনি এক দিগন্ত হয়ে এগিয়ে যান, আমি আরেক দিগন্ত হয়ে এগিয়ে যাব। যাতে আমরা তার মূলোৎপাটন করতে পারি বা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারি। তার হাতে যে সকল রাজ্যের ক্ষমতা রয়েছে আমি আপনাকে সবগুলো দিয়ে দিব। যাহের এই মতে সম্মতি দিলেন এবং তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার দূতদের একান্ত নির্জনে মেহমানদারী করলেন'।[৭]

বারাকাহ খান ৬৬৫ হিজরী মোতাবেক ১২৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৮]

৬৬৩ হিজরীতে হালাকু খান মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারাগা শহরে মারা গেলে তাকে একটি উচু টিলায় দাফন করা হয়। তার উপরে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। অতঃপর তাতার সৈন্যরা তার ছেলে আবগার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রায়াস চালায়। বারাকাহ খান এই খবর জানতে পেরে সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। হালাকুর গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলেন এবং তাতার সৈন্যদের বিভক্ত করে দেন। এতে বাদশাহ যাহের খুশি হন।[৯]

বারাকাহ খানের সহযোগী সুলতান যাহেরের উল্লেখযোগ্য কর্ম ছিল এই যে, উবায়দিয়াদের পরে তিনিই আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদে ৬৬৫ হিজরীতে জুম'আর

৫. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, আদ-দুরারুল কামিনা ফী আ'য়ানিল মিয়াতিছ ছামিনা ৪/১৫৩; যাহাবী, মু'জামুশ শুয়ূখিল কাবীর ২/৫৬-৫৭; শায়খ আবু মু'আবিয়া বায়রূতী বলেন, ঘটনাটির বর্ণনা সূত্র ছহীহ, আরশীফ মুলতাকা আহলিল হাদীছ ১৪৭/৩৩৫।

৬. আল-বিদায়াহ ১৩/২৪৯।

৭. ঐ, ১৩/২৩৮।

৮. ঐ, ১৩/২৪৯; ড. রাগেব সারজানী, কিছ্ছাতুত তাতার।

৯. ঐ, ১৩/২৪৫।

ছালাত চালু করেন। যা বহুদিন যাবত বন্ধ ছিল। যদিও কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত সেটিই প্রথম মসজিদ ছিল। সেনাপতি জওহার এই জামে‘ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হাকেম অদূরে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করে জুম‘আ চালু করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জুম‘আ বন্ধ করে দেয়।[১০]

হালাকুর সাথে বারাকাহ খানের বিরোধের যেমন ধর্মীয় কারণ ছিল তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। হালাকু খান মুছেলসহ আশ-পাশের এলাকাগুলো দখল করলে বারাকাহ খান লুণ্ঠিত সম্পদ, বন্দি ও অন্যান্য জিনিস পত্রের ভাগ চেয়ে হালাকু খানকে পত্র লিখেন। এতে হালাকু ক্ষিপ্ত হয়ে দূতকে হত্যা করে। এ খবর জানতে পেরে বারাকাহ খান প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেন। ৬৬১ হিজরী সনে বিশাল এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে বারাকাহ খান হালাকুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে হালাকু বাহিনীকে আল্লাহ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। হালাকুর অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয় এবং জীবিতদের অধিকাংশ ডুবে মারা যায়। হালাকু পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করে। এরপর বারাকাহ খান কনস্টান্টিনোপলসহ অন্যান্য রাজ্য জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন।[১১]

কুরজুযের (Korguz) ইসলাম গ্রহণ :

তিনি তাতার নেতা আজতাঈ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বৃহত্তর খোরাসানের গভর্ণর ছিলেন। তিনি তাতার শিশুদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে খোরাসানের গভর্ণরের দায়িত্ব পান। বারাকাহ খান ইসলাম গ্রহণ করলে তিনিও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তার অধিকাংশ সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি বলা হয়ে থাকে, তার সকল সৈন্যই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। তার ইসলাম গ্রহণই মিসরের সুলতান বায়বার্সের সাথে বারাকাহ খানের সুসম্পর্ক সুদৃঢ় করে। ১২৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

তাকুদার বিন হালাকুর ইসলাম গ্রহণ :

তাকুদার হালাকু খানের সপ্তম সন্তান ছিলেন। হালাকু খান কর্তৃক ইরাক, ইরান ও সিরিয়া দখলের সময় তাকুদার চীনে অবস্থান করছিলেন। এর পরে তার ভাই আবাকা খানের শাসনামলে তাকে সহযোগিতা করার জন্য তিনি ইরানে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, হালাকু খানের স্ত্রী গোঁড়া খৃষ্টান হওয়ায় পুত্র তাকুদার বিন হালাকু মায়ের আদর্শে খৃষ্টীয় কালচারে বেড়ে উঠে। তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করে ৬৮০/৬৮১ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি আহমাদ বিন হালাকু (أَحْمَد بْن هُولَـــاكُو) নাম ধারণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি নাছিরুদ্দীন তূসীর কথায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেই ধনভাণ্ডার থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সন্তান, নেতা ও সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তিনি মোগলসহ সকল প্রজাদের প্রতি মায়া-মমতা দেখিয়ে আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করেন। বিশেষত তিনি খৃষ্টান নেতাদের প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করেন। এরপর তিনি সুলতান মানছূর ‘কালাবূন’-এর কাছে পত্র লিখে তার ইসলাম গ্রহণের কথা অবহিত করেন এবং তাকে বিভিন্ন বিষয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেন। সুলতান কালাবূন পত্রের জওয়াবও দেন। কিন্তু তাদের পত্রের ভাষা দেখে মনে হয় তাদের মাঝে একাধিক পত্র আদান-প্রদান হ’লেও সম্পর্কের উন্নতি হয়নি। তিনি ইসলাম প্রচারে মসজিদ-মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন, وأمر ببناء المساجد والجوامع وإقامة الشّرع الشّريف على ما كان في زمن الخلفاء ‘আর তিনি মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন এবং খোলাফায়ে রাশেদার আমলে প্রতিষ্ঠিত শারঈ আইন চালু করারও নির্দেশ দেন’।[১৩] উল্লেখ্য যে, সুলতান আহমাদ তাকুদার একাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার অনুসারী বা তাতারদের তেমন কোন লোককে ইসলাম গ্রহণ করাতে সক্ষম হননি। ফলে তার নিকটতম ব্যক্তিরাই তাকে ৬৮৩ হিজরী সনে হত্যা করে।[১৪]

মাহমূদ কাযান বিন আরগুনের ইসলাম গ্রহণ :

মাহমূদ কাযান (১২৭১-১১ মে ১৩০৪) ছিলেন ইলাখানাতের সপ্তম শাসক। ১২৯৫ থেকে ১৩০৪ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি আরগুন ও কুতলুক খাতুনের সন্তান এবং চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। ইলাখানদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ১২৯৫/৬৯৩ হিঃ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একবছর পর ৬৯৪ হিজরী সনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, وَفِيهَا مَلَكَ التَّتَرَ قَازَانُ بْنُ أَرْغُونَ، فَأَسْلَمَ وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ عَلَى يَدِ الْأَمِيرِ نَوْرُوزَ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَدَخَلَت التَّتَرُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَنَثَرَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَاللُّؤْلُؤَ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ يَوْمَ إِسْلَامِهِ، وَتَسَمَّى بِمَحْمُودٍ، وَشَهِدَ الْجُمُعَةَ وَالْخُطْبَةَ، وَخَرَّبَ كَنَائِسَ كَثِيرَةً، وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، وَرَدَّ مَظَالِمَ كَثِيرَةً بِبَغْدَادَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ، وَظَهَرَتِ السُّبَحُ وَالْهَيَاكِلُ مَعَ التَّتَرِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ‘আর এতে ক্বাযান বিন আরগূন ক্ষমতায়

১০. *ঐ, ১৩/২৪৮।*
১১. *ঐ, ১৩/২৩৯।*
১২. *ড. মাহমূদ সাইয়েদ দাগীম, আত-তাতার ওয়াল মোগল, পৃঃ ১৫০-১৫৪; Paul Ratchnevsky, Thomas Nivison Haining, Genghis Khan: his life and legacy, p. 204,৩৩৮; The Cambridge history of Iran, Vol 5, By University of Cambridge, p. 204.*

১৩. *শাযারাতুয যাহাব ৭/৬৪৬।*
১৪. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৫১/১৩৯-১৪০; ইবনুল ইবারী, তারীখু মুখতাছারিদ দুয়াল ১/২৮৯; তারীখুল খামীস ২/৩৮০; আবুল ফিদা, মুখতাছারু ফী আখবারিল বাশার ৪/১৬; আত-তাতার ওয়াল মুগোল, পৃঃ ১৫০-১৫৪।*

আসীন হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আমীর নওরোযের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। অতঃপর তাতার বা তাদের অধিকাংশ ইসলামে দীক্ষিত হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার দিন স্বর্ণ-রৌপ্য ও হিরা-যহরত লোকদের মাথার উপর ছিটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। নিজের নাম রাখেন মাহমূদ। তিনি জুম'আ এবং খুৎবায় অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি বহু গীর্জা ধ্বংস করেন এবং খৃষ্টানদের উপর কর আরোপ করেন। তিনি বাগদাদসহ বিভিন্ন শহরের জনগণ থেকে জবরদখলকৃত সম্পদ তাদের হাতে ফিরিয়ে দেন। তাতাররা বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ করে এবং ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করে'।[১৫]

তিনি খোরাসানের রায় শহরে শা'বান মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের রামাযানেই ছিয়াম পালন শুরু করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে গোসল করে সাধারণ মজলিসে বসে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কালেমা শাহাদত পাঠ করেন। এতে উপস্থিত আরব-অনারব ও তাতার সকলেই উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দেন। এরপর নওরোয তাকে কুরআনের শিক্ষা দান করেন। তারপর নওরোযের নেতৃত্বে তাতার সৈন্যরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। কারণ তিনি খাঁটি মুসলিম ছিলেন। কুরআনের বহু অংশ, উপদেশাবলী ও যিকির-আযকার তার মুখস্থ ছিল।[১৬] কাযানের শাসনামলে সিরিয়ার অধিকার নিয়ে তাতারদের সাথে মিশরের মামলূকদের লড়াই হয়। কাযান ইউরোপের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি একাধিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মুদ্রাব্যবস্থাসহ সাম্রাজ্যে তিনি বেশ কিছু সংস্কার কাজ করেছেন। ক্ষমতার প্রশ্নে বাইদুর সাথে কাযানের দ্বন্দ্ব হয় এবং ১২৯৫ সালের ৫ই অক্টোবর বাইদুকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এতে কাযানের পূর্বের শত্রু নওরোয তাকে সহায়তা করেছিলেন। সহায়তা করার শর্ত হিসাবে কাযান ১২৯৫ সালের ১৬ জুন ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৭] তাগাচারও (Taghachar) তাকে সহায়তা করেছেন। কিন্তু কাযান তাকে বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করে আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করেন। পরে তাকে হত্যা করা হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর কাযান তার নামের পূর্বে মাহমূদ যোগ করেন। কাযান ও তার ভাই ওলজাইতুর (Oljeitur, তিনি মুহাম্মাদ খোদাবান্দাহ নামেও পরিচিত। তিনি হালাকুর নাতির ছেলে ছিলেন) শাসনামলে মোগল ইয়াসাকা আইন চালু ছিল এবং মোগল শাসকরা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। ওলজাইতুর মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রাচীন মোগল প্রথা বিলুপ্ত হ'তে থাকে।[১৮] ১২৯৭ সালের মে মাসে নওরোযের সমর্থকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে সেই বছর কাযান নিজে নওরোযের বিরুদ্ধে সেনাদল নিয়ে অগ্রসর হন। নিশাপুরের নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে কাযানের বাহিনী বিজয়ী হয়। নওরোয হেরাতের শাসকের দরবারে আশ্রয় নেন। কিন্তু তাকে কাযানের কাছে তুলে দেয়া হয়। ১৩ই আগস্ট নওরোযকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। যার হাতে কাযান ইসলাম গ্রহণ করেছিল সেই নওরোযকে হত্যা করে।[১৯]

এরপর কাযান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। ১২৯৮ সালে তিনি রশীদুদ্দীন হামাদানীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। পরবর্তী ২০ বছর রশীদুদ্দীন এই পদে ছিলেন। মাহমূদ কাযান তাকে মোঙ্গলদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এরপর রশীদুদ্দীন 'জামে'উত তাওয়ারিখ' গ্রন্থ রচনা করেন। এতে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে ওলজাইতুর শাসনামল পর্যন্ত বিবরণ রয়েছে। এর বেশ কিছু অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তন্মধ্যে কিছু আজও বিদ্যমান রয়েছে।[২০]

মাহমূদ কাযান গোল্ডেন হোর্ডের সাথে সমস্যা কমিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু ওগেদাই ও চাগাতাই (جغاتاي) নেতৃবৃন্দ তার শক্ত প্রতিপক্ষ হয়ে উঠে। কাযানের অভিষেকের সময় চাগাতাই খান ১২৯৫ সালে খোরাসান আক্রমণ করেছিলেন। কাযান তার দুইজন আত্মীয়কে চাগাতাই খানের বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা দলত্যাগ করে চলে যান। পরে তাদের গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মোগল নেতা তার পক্ষ ত্যাগ করতে থাকে। ১২৯৬ ও ১২৯৯ সালে তুরস্কের ইলাখান শাসকের বিরুদ্ধে বালতু ও সুলেমিশ বিদ্রোহ করেন। সুলেমিশ মিশরের মামলূকদেরকে আনাতোলিয়ায় স্বাগত জানান। ফলে কাযানের সিরিয়া অভিযানের পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়। তবে কাযান এই দুই বিদ্রোহীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। এছাড়া চাগাতাই খানাতের আক্রমণের ফলে কাযানের সিরিয়া অভিযান সমস্যার মুখে পড়ে। কাযান ইউয়ান ও গোল্ডেন হোর্ডের শাসকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

ক্বাযান ও ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) :

তাতাররা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের ধর্মপালন নিয়ে তৎকালীন আলেমদের সন্দেহ ছিল। বিশেষ করে মুসলিম অঞ্চলগুলোর উপর হামলা, মুসলিম এলাকা জবরদখল ইত্যাদি দিকগুলো মুসলিমদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।

---

১৫. *আল-বিদায়াহ ১৩/৩৪০,৩৫১; যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৫২/৩৭; আল-ইবার মিন খাবরে গাবার ৩/৩৮৫; হুসাইন বিন মুহাম্মাদ, তারীখুল খামীস ২/৩৮১; ছালাহুদ্দীন, ফুয়াতুল ওয়াফিয়াত ৪/৯৭; শাওকানী, আল-বাদরুত তালে' ২/২।*

১৬. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৫২/৩৮; তারীখু ইবনুল ওয়ারদী ২/২৩৩; তারীখুল খামীস ২/৩৮১।*

১৭. *যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ৪/১৯৯; হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী, আদ-দুরারুল কামেনা ১/৪৫; A. S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, পৃ. ২৫৬।*

১৮. *Amitai, see Section VI–Ghazan, Islam and Mongol Tradition–P. 9 and Section VII–Sufis and Shamans, Pg 34;* কাযান খ্রিষ্টানদের জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। *(See: Richard Folt, Religions of the Silk Road, p.129.*

১৯. *আল-বিদায়াহ ১৩/৩৫১; মুখতাছারু আখবারিল বাশার ৪/৪৩-৪৪; শাওকানী, আল-বাদরুল ত্বালে' ২/৩-৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা পৃ. ২০৪-২০৫।*

২০. *যিরাকলী, আল-আ'লাম ৫/১৫২।*

ক্বাযান দামেশক দখলে অভিযান পরিচালনা করলে তাদের সাথে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ্‌র সাক্ষাৎ ঘটে। এসময় ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ক্বাযানের কর্মকাণ্ডের চরম সমালোচনা করেন। তিনি তাদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, শায়খুল ইসলাম দোভাষীকে বললেন,

قُلْ لِقَازان: أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مُسْلِمٌ وَمَعَكَ مُؤَذِّنُونَ، وَقَاضٍ، وَإِمَامٌ، وَشَيْخٌ، عَلَى مَا بَلَغَنَا، فَغَزَوْتَنَا، وَدَخَلْتَ بِلَادَنَا عَلَى مَاذَا؟ وَأَبُوكَ وَجَدُّكَ هُولَاكُو كَانَا كَافِرَيْنِ، وَمَا غَزَوَا بِلَادَ الْإِسْلَامِ، بَلْ عَاهَدَا فَوَفَّيَا، وَأَنْتَ عَاهَدْتَ فَغَدَرْتَ، وَقُلْتَ فَمَا وَفَّيْتَ. قَالَ: وَجَرَتْ لَهُ مَعَ قَازَانَ، وَقُطْلُوشَاهْ، وَبُولَايْ، أُمُورٌ وَنُوَبٌ-

‘কাযানকে বল, তুমিতো নিজেকে একজন মুসলিম মনে কর। আর আমাদের জানা মতে, তোমার সাথে মুওয়ায্‌যিন, কাযী, ইমাম ও শায়খগণ আছেন। অথচ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছ। কেন তোমরা আমাদের দেশে প্রবেশ করেছ? অথচ তোমার বাপ-দাদা হালাকুরা কাফির ছিল। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। তারা ওয়াদা দিয়ে পূরণ করেছিল। অথচ তুমি ওয়াদা দিয়ে গাদ্দারী করেছ, কথা দিয়ে কথা রাখনি। এভাবে কাযান, কুত্বলুশাহ, বুলাই ও অন্যান্য নেতাদের সাথে তাঁর আলোচনা চলতে থাকে।[২১] তিনি সবকিছুই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছিলেন। এরপর তাদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হ’ল। সবাই আনন্দের সাথে খেলেন। কিন্তু ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) খাবারে হাত দিলেন না। তাকে বলা হল কেন খাচ্ছেন না? তিনি বললেন, كَيْفَ آكُلُ مِنْ طَعَامِكُمْ وَكُلُّهُ مِمَّا نَهَبْتُمْ مِنْ أَغْنَامِ النَّاسِ، وَطَبَخْتُمُوْهُ بِمَا قَطَعْتُمْ مِنْ أَشْجَارِ النَّاسِ؟ ‘কিভাবে আমি তোমাদের খাবার গ্রহণ করব। যার সবগুলো তোমরা মানুষের সম্পদ থেকে লুণ্ঠন করেছ। আর এগুলো রান্না করেছ মানুষের গাছ কেটে?[২২] এরপরে কাযান ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর দো‘আ চাইলে তিনি তাঁর দো‘আয় বলেন, اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا مَحْمُودٌ إِنَّمَا يُقَاتِلُ لِتَكُوْنَ كَلِمَتُكَ هِيَ الْعُلْيَا، وَلِيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لَكَ- فَانْصُرْهُ، وَأَيِّدْهُ، وَمَلِّكْهُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَطَلَبًا لِلدُّنْيَا، وَلِتَكُوْنَ كَلِمَتُهُ هِيَ الْعُلْيَا، وَلِيُذِلَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، فَاخْذُلْهُ، وَزَلْزِلْهُ، وَدَمِّرْهُ، وَاقْطَعْ دَابِرَهُ، ‘হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা মাহমূদ যদি সত্যিকারার্থে তোমার কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য এবং তোমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে, তাহ’লে তাকে সাহায্য কর, তাকে শক্তিশালী কর, তাকে দেশ ও জাতির রাজত্ব দাও। আর যদি যশ ও খ্যাতির জন্য, দুনিয়ার ক্ষমতা লাভের জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং ইসলাম ও মুসলমানদের লাঞ্ছিত করার জন্য যুদ্ধ করে, তাহ’লে তাকে লাঞ্ছিত কর, অপমানিত কর, তাকে ধ্বংস করে দাও ও তার বংশ নিশ্চিহ্ন করে দাও’।[২৩]

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) যখন দো‘আ পাঠ করছিলেন তখন কাযান হাত উত্তোলন করে আমীন বলছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এমন দো‘আ করছিলেন তখন আমরা আমাদের কাপড়গুলো গুটিয়ে নিচ্ছিলাম এই ভয়ে যে, যখন তাকে হত্যার আদেশ করা হবে তখন রক্ত প্রবাহিত হয়ে কাপড়-চোপড়গুলো ভিজে যাবে। আমরা যখন তার নিকট থেকে চলে যাচ্ছিলাম তখন কাযী নাযিমুদ্দী ও অন্যান্যরা তাকে বললেন, তুমি নিজেকে হত্যা করছিলা, সাথে আমাদেরকেও? আমরা আর তোমার সাথে থাকব না। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম আমিও তোমাদের সাথে থাকব না। আমরা চলে গেলাম। তিনি ও তার কিছু সাথী রয়ে গেলেন। পরে কাযানের বিশেষ ব্যক্তিরা তাঁর নিকট দলে দলে আগমন করে দো‘আ প্রার্থনা করে বরকত হাছিল করেছিল।[২৪]

মাহমূদ কাযানের মৃত্যু হ’লে ক্ষমতায় আরোহণ করেন তার ভাই উলজাতু খোদাবান্দাহ। পরে নিজের নাম দেন মুহাম্মাদ বিন আরগুন। তিনি ৭০৩ থেকে ৭১৬ হিজরী পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতায় আরোহণ করে মামলূকদের সাথে বিরোধ কমিয়ে আনেন। তিনি মামলূকদের নিকট পত্র লিখে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আহ্বান জানান। ফিৎনা অপসারণ করে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। পত্রের শেষে লিখেন- পূর্বে যা ঘটেছে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন। আর পূর্বের অবস্থায় যে ফিরে যাবে আল্লাহ প্রতিশোধ নিবেন। তার পত্রের জওয়াব দেওয়া হয় এবং দূতকে সসম্মানে হাদিয়াসহ বিদায় দেওয়া হয়।[২৫] কিন্তু একবছর যেতে না যেতেই এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। আর তাহ’ল ওলজাতু শী‘আ মতাদর্শ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শী‘আ রাফেযীদের মতাদর্শের। তিনি আরব অনারব সর্বত্র শী‘আ মতাদর্শ প্রচারে ব্যাপক কাজ করেন। তিনি জুম‘আর খুৎবার ধরন পরিবর্তন করে দেন। আলী ব্যতীত অন্যান্য খলীফাদের নাম মুছে দেন। সুন্নী রাজাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেন। সুন্নীদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অবশেষে ৭১২ হিজরীতে শামে আক্রমণ করেন। তিনি মূলতঃ শী‘আ ধর্মীয় নেতা ইবনু মুতাহ্‌হার হুল্লীর প্রভাবে শী‘আ মতাদর্শ গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি ‘কিতাবু মিনহাজিল কারামাহর’ লেখক ছিলেন। মুহাম্মাদ বিন আরগুনের নিকট তার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ফলে এ সুযোগে

২১. *আল-বিদায়াহ ১৪/৮৯।*
২২. *ঐ, ১৪/৮৯।*

২৩. *ঐ, ১৪/৮৯।*
২৪. *ঐ, ১৪/৮৯; মুহাম্মাদ আযীয বিন শামস, আল-জামে‘ পৃঃ ৩২১।*
২৫. *আহমাদ ইবনু আলী মাক্বরিযী, আস-সুলূকু লিমা‘রিফাতি দুয়ালিল মুলূক ২/৩৭৯; আদ-দুরারুল কামেনা ৫/১১৩; আব্দুর রহমান বিন ছালেহ, মাওকেফু ইবনু তায়মিয়া মিনাল আশাঈরাহ ১/১০২।*

তাকে সুন্নীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। পরে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তার প্রতিবাদে 'মিনহাজুস সুন্নাতিন নবাবিয়া ফী নাক্বযে কালামিশ শী'আ ওয়াল কাদারিয়া' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন । এতে তিনি শী'আ রাফেযীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে খুৎবায় চার খলীফার নাম চালু করার কথা বলেন।

মুহাম্মাদ বিন আরগুন মারা গেলে তার ছোট ছেলে আবু সাঈদ ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি বড় হ'লে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। পরে তিনি সুন্নাত কায়েমের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং খুৎবায় চার খলীফার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বক্তব্য চালু করেন। লোকেরা এতে আনন্দ প্রকাশ করে।[২৬]

মুহাম্মাদ বিন আরগূন ও শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ :

৭০২ হিজরী সনে মুহাম্মাদ বিন আরগুন সুন্নীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সিরিয়া আক্রমণ করে। তারা যখন দামেশকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে তখন লোকেরা পলায়ন করার পথ খুঁজতে থাকে। এরই মধ্যে ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) এদের বিরুদ্ধে লোকদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তিনি লোকদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। এরপরেও লোকদের আস্থা অর্জন করতে পারছিলেন না। ফলে তিনি তাদের বললেন, আমি মুসলিম সৈন্যদের সামনে গিয়ে জিহাদের আয়াত পাঠ করে তাদেরকে তাতারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব। তিনি আরো বললেন, প্রতিরোধের দুর্গ তৈরি করা হবে। তারা যদি আমাদের একটি একটি করে ইট খুলে নেয় তবু আমরা তাদের নিকট মাথা নত করব না। কিছু বিজ্ঞ লোক তাকে মিসরের সুলতান কালাবুনের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করার আবেদন করলে তিনি নিজে মিসরে গেলেন। সুলতান মুহাম্মাদ বিন কালাবুনকে বুঝাতে সক্ষম হ'লেন। তিনি সৈন্য দিয়ে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। গঠন করা হ'ল মিসর ও সিরিয়ার সমন্বয়ে যৌথবাহিনী। কিন্তু সমস্যা হ'ল ফক্বীহদের মাস'আলা। তারা বলল, আমরা কি করে তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। অথচ তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هَؤُلَاءِ مِنْ جِنْسِ الْخَوَارِجِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا عَلَى عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، 'এরা তো সেই খারেজীদের জাতিগোষ্ঠী যারা আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল'।[২৭] তিনি আরো বলেন, যারা শরী'আতের মূলধারা থেকে বের হয়ে ছালাত, ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত পরিত্যাগ করেছে তারাতো মুসলিম নয়। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। আমি তাদের সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করে দেখেছি তারা ছালাত আদায় করে না। তারা চেঙ্গীস খানের শিক্ষা ও আদর্শের রাষ্ট্র কায়েমের জন্য লড়াই করে। এরপর তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, إِذَا رَأَيْتُمُوْنِيْ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ وَعَلَى رَأْسِيْ مُصْحَفٌ فَاقْتُلُوْنِيْ 'তোমরা যদি আমাকে তাদের পক্ষ হ'তে লড়াই করতে দেখ তাহ'লে আমাকে হত্যা করবে যদিও আমার মাথার উপর কুরআন থাকে'।[২৮] এই বক্তব্য শুনে লোকেরা নতুনভাবে উজ্জীবিত হ'ল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করল। দামেশকের ৩৬ কি.মি. দক্ষিণে শাক্বহাব (شَقْحَبٌ)[২৯] নামক স্থানে যুদ্ধ শুরু হ'ল। ইবনু তায়মিয়া ও তাঁর সাথীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। এই যুদ্ধে মিসরের আমীর রুকনুদ্দীন বাইবার্স (رُكْنُ الدِّيْنِ بَيْبَرْسُ) ও হুসামুদ্দীন লাজীনও (حُسَامُ الدِّيْنِ لَاجِيْن) অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু মিসরীয় সৈন্যদের আসতে দেরী হওয়ায় অনেক মুসলিম দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) যুদ্ধের কৌশল হিসাবে দিক পরিবর্তন করলেন। এতে কিছু মানুষ মনে করল, তিনি হয়ত পলায়ন করছেন। এজন্য লোকেরা বলাবলি শুরু করল, যিনি আমাদের পলায়ন করতে নিষেধ করলেন তিনি নিজেই পলায়ন করছেন। কিন্তু তারা জানতে পারেনি কখন আল্লাহ্র সাহায্য চলে আসবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ: لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا 'যখন আল্লাহ্র বান্দারা (সামান্য বিপদেই) হতাশ হয় এবং (বিপদ কেটে উঠার জন্য) আল্লাহ ভিন্ন অপরের নৈকট্য অন্বেষী হয়, তখন আমাদের প্রভু তার এ আচরণে হাসেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহান প্রভু কি হাসেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কখনো পুণ্যের কাজ ত্যাগ করব না, যাতে আমাদের প্রভু হাসেন'।[৩০]

এরই মধ্যে দিনের শেষ প্রান্তে দামেশকের আমীর ফখরুদ্দীন আইয়ায এসে তাদের সুসংবাদ দিলেন যে, মিসরীয় ও সিরীয় সৈন্যদের একত্রিত হওয়ার সময় হয়ে গেছে। আগামী দিন শুক্রবার তাতারদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ হবে। মিসরের সুলতান উপস্থিত হ'লেন। রামাযানের চাঁদ উদিত হ'ল। শায়খুল ইসলামের ইমামতিতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা হ'ল। পরের দিন ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে চলে গেল। শনিবারে সবাই আতঙ্কের মধ্যে সকাল করল। সবাই আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করল। নারী ও শিশুরা ছাদে উঠে তাকবীর ধ্বনি দিল। আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হ'ল। সবাই শান্ত হ'ল। এরপর যুদ্ধ শুরু করল। যুদ্ধে তাতার সৈন্যরা পর্যুদস্ত হ'ল।

---

২৬. *আদ-দুরারুল কামেনা ৫/১১৩; মাওকেফু ইবনু তায়মিয়া মিনাল আশাঈরাহ ১/১০২।*
২৭. *আল-বিদায়াহ ১৪/২৪।*
২৮. *ঐ, ১৪/২৪।*
২৯. جَعْفَر *জা'ফর-এর ওযনে। দামেশকের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। দ্রঃ আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব ১/১০২। এছাড়াও মুহাদ্দিছদের একটি জামা'আতকে অত্র স্থানের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। দ্রঃ তাজুল আরূস ৩/১৫৪।*
৩০. *ইবনু মাজাহ হা/১৮১; ছহীহাহ হা/২৮১০।*

ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বিজয়বেশে দামেশকে প্রবেশ করলেন। তবে তিনি বাইরের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শেষ করলেও ঘরের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ভিতরের গাদ্দারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি একদল সৈন্য নিয়ে লুবনান পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করলেন। বহু তাতার সমর্থক সঠিক ইসলামে ফিরে আসল। তারা মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় শুরু করল। এরপরেও ইবনু তায়মিয়ার জিহাদ শেষ হ'ল না। তিনি লিখনীর মাধ্যমে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।[৩১]

সুলতান তুঘলক তায়মুরের ইসলাম গ্রহণ :

ইসলাম এমন এক আদর্শিক ধর্ম যার কথা শুনে বহু মানুষ তা গ্রহণ করেছে। প্রয়োজন হয়নি অস্ত্র ধারনের বা যুদ্ধের। সুলতান তায়মুর লং (১৩৪৭-১৩৬৩ খৃ. তিনি তামার লিংক (تمرلنك) নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি কাশগরের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে সময়ের ঐতিহ্য ছিল পশু শিকার করা। তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যাতে তারা তার শিকারের জন্য এলাকা নির্বাচন করে দেয় এবং তার ভিতর কেউ প্রবেশ করলে তাকে আটক করা হয়। সৈন্যরা এলাকায় ঘোষণা করে দিল। তারা একথাও বলে দিল যে, কেউ এই বাগানে প্রবেশ করলে তাকে হত্যা করা হবে। সে সময়ের প্রখ্যাত আলেম জামালুদ্দীন ফারেসী তার সাথীদের নিয়ে সে এলাকায় প্রবেশ করেন। তাদের জানা ছিল না যে, অত্র এলাকায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। তারা বুখারা থেকে এসেছিলেন। সে সময় তায়মুর খান শিকারে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সৈন্যরা শায়খ জামালুদ্দীন ও তার সাথীদের আটক করে সুলতানের নিকট নিয়ে যায়। তায়মুর খান রাগান্বিত স্বরে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা অনুমতি ব্যতীত কোন সাহসে সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করলে? শায়খ বললেন, আমরা পরদেশী। আমরা জানতাম না যে, সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়েছি। সুলতান অনুভব করলেন যে, এরা ইরানী। তখন তিনি তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, ইরানীরা কুকুর থেকেও তুচ্ছ। শায়খ বললেন, সুলতান সত্যিই বলেছেন। যদি না আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনে হক্বের দীশা দিয়ে ধন্য করতেন, আমরা কুকুর থেকে নীচু থাকতাম। তায়মুর খান তাদেরকে সে অবস্থায় রেখেই শিকারে চলে গেলেন। তিনি তাদেরকে পরবর্তীতে সাক্ষাতের আদেশ দিলেন। শিকার থেকে ফিরে আসলে তিনি শায়খের সাথে একান্ত নির্জনে মিলিত হ'লেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে দ্বীনে হক্বের কথা বললেন, তার ব্যাখ্যা দিন। শায়খ দ্বীনে হক্বের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলেন যে তাতে সুলতানের হৃদয় বিগলিত হ'ল। কুফরীর এমন এক রূপরেখা তুলে ধরলেন যাতে সুলতান ভয়ে প্রকম্পিত হ'লেন এবং নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, তিনি ভ্রষ্টতা ও বিপদের উপরে আছেন। তবে তিনি তখন ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন না। তিনি ভাবলেন, এখন ইসলাম গ্রহণ করলে তার জাতিকে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারবেন না।

তাই তিনি শায়খকে বললেন, আমার পিতার মৃত্যুর পরে আমি পুরো রাজত্বের ক্ষমতায় আসীন হ'লে ইসলাম গ্রহণ করব। শায়খ সুলতানের ক্ষমতায় আসীন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দ্বিধা করলেন না। তিনি জুগতাঈয়ার সকল রাজ্যকে একত্রিত করে পুরো রাজত্যের ক্ষমতায় আসীন হ'লেন। শায়খ জামালুদ্দীন বিদায় নিয়ে নিজ দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। তিনি বাড়িতে গিয়েই প্রচণ্ড রোগে আক্রান্ত হ'লেন। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার ছেলে রশীদুদ্দীনকে ডেকে বললেন, তুঘলক তায়মুর খুব শীঘ্রই মহান বাদশাহ হবেন। তুমি যখন শুনতে পাবে যে তিনি বাদশাহ হয়েছেন, তখন তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার সালাম জানিয়ে তার ইসলাম গ্রহণের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। কিছুদিন পরেই তায়মুর বাদশাহ হ'লেন। লোকেরা তার হাতে বায়'আত নিল। শায়খ রশীদুদ্দীন ছুটে গেলেন তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি সৈন্যদের বাধার কারণে দেখা করতে ব্যর্থ হ'লেন। তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। সুলতানের প্রাসাদের পাশে ফজরের সময় তিন দরাজ কণ্ঠে আযান দিলেন। আযানের শব্দে সুলতানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এতে সুলতান তায়মুর খান রেগে গিয়ে আযান দাতাকে তলব করলেন। সৈন্যরা শায়খকে সুলতানের নিকট উপস্থিত করলে তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শায়খ রশীদুদ্দীন সুলতানকে তার বাবার সালাম ও তার সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সুলতান তখনই কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি তার প্রজাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করলেন। এভাবেই জুগতাঈ বিন চেঙ্গীস খানের সন্তানদের মাঝে ইসলামের আলো প্রবেশ করল।[৩২] *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।* তিনি নিয়মিত ছালাত আদায় করতেন এবং জুম'আয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি মাদরাসা ও মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তবে তার শাসনকার্য চেঙ্গীস খানের আল-ইয়াসা/ইয়াসেক সংবিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতেন বলে আল্লামা সাখাভী, শাওকানী, ইবনুল ইমাদ হাম্বলী ও ইবনু কাছীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সমালোচনা করেছেন।[৩৩] কেউ কেউ তাকে শী'আ রাফেযী বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪] আবার কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইবনু আরব শাহ, হাফিযুদ্দীন, মুহাম্মাদ বাযাযী, আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ বুখারী প্রমুখ

৩১. *আল-বিদায়াহ ১৪/২৩-২৬।*

৩২. *ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বীল হিম্মাহ ২/৬২; রুহ্বানুল লায়ল ১/৩৯; আবুল হাসান নাদভী, রাব্বানিয়াতান লা রুহবানিয়াতান ১/২৭-২৯; T. W. Arnold, Preching of Islam 1/235-236; Mirza Haider, Tarikh e Rashidi, p 14.*

৩৩. *আয-যুউল লামে' ৩/৪৯; আল-বাদরুত তালে' ১/১৭৮-৮০; শাযারাতুয যাহাব ৯/১০০; আল-বিদায়াহ ৯/৬০; তারীখুল খোলাফা ১/৩৫২।*

৩৪. *তারীখে ইবনু খালদূন ৭/৭৪১।*

ঐতিহাসিকগণ[৩৫] ইবনু খালদূন এ সকল সমালোচনার উত্তরে বলেন, আমি তায়মূরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে তার নিকট ৩৫ দিন অবস্থান করেছিলাম। তিনি শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। লোকেরা তাকে জ্ঞানী বলে জানত। আহলে বায়তদের প্রতি অতি সম্মান করার কারণে আবার কেউ তাকে রাফেযী বলে তিরস্কার করত। আবার কেউ যাদুকরের অপবাদ দিত। অথচ তিনি وليس من ذلك كلّه في شيء، إنّما هو شديد الفطنة والذّكاء، كثير البحث واللّجاج بما يعلم وبما لا يعلم 'এগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং তিনি খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। বরং তিনি জানা-অজানা প্রতিটি বিষয়ে অধিক গবেষণা ও চিন্তা করতেন।[৩৬] কেউ আবার তায়মুর লিংকের ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ সমালোচনা করেছেন। কারণ তিনি জনগণের উপর যুলুম ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে চেঙ্গীস খান ও হালাকু খানের পদাংক অনুসরণ করেছিলেন।[৩৭]

তাতার কাফেরদের বিজয়াভিযানের পরিসমাপ্তি :

আইনে জালূত ও গাযার যুদ্ধ :

অপ্রতিরোধ্য তাতার বাহিনী এগিয়ে চলেছে বীর বেশে। কেউ তাদের গতি মন্থর করতে পারছিল না। তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে ইহুদী ও খৃষ্টান শক্তির সাথে আতাত করেছিল। কেউবা খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করে তাদের পক্ষে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মিসরের তৎকালীন সুলতান মুযাফ্ফর কুতুয (قُطُز) তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে গাযার যুদ্ধে তাতার বাহিনী পরাস্ত হয়ে আইনে জালূতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সুলতান কুতুয সেনাপতি রুকনুদ্দীন বাইবার্সের নেতৃত্বে বিশাল এক বাহিনী গঠন করেন। আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় আস্থা ও ঈমানী জোশে উদ্দীপ্ত হয়ে মুসলিম বাহিনী হালাকু বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। এই পরাজয়ের পরে হালাকু বাহিনী তাতার নামে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলে।[৩৮]

উপসংহার : বর্তমান তুর্কী জাতি ও তাতাররা ইয়াজূজ-মাজূজের বংশধর ছিল। বাদশাহ যুলকারনাইনের প্রাচীরের বাইরে থাকা লোকেরাই পরে তুর্কী, তাতারী বা মোগল নামে পরিচিত হয়ে পৃথিবীতে বহু ধ্বংশলীলা চালিয়েছে। তাদের ধ্বংশলীলা ভবিষ্যতে আগত ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংশলীলার ভয়াবহতা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩৯] এদেরই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং প্রকৃত ইসলামের ধারক বাহক হয়েছে তারা দুনিয়াতে সফল হয়েছে ও আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর মত ছাহাবী ইসলামের চরম বিরোধী ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। তাতার বাহনী বহুকাল ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের শিকড় কেটে অবশেষে ধন্য হয়। কিন্তু তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেও সঠিক ইসলাম পালনে পিছপা ছিল। বিশেষ করে তারা শী'আ রাফেযীদের আদর্শে প্রভাবিত হয়ে মূল ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এজন্য শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর মত অবিসংবাদিত নেতাদেরও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়। তবে তাদের মধ্যে আবার অনেক নেতাই শী'আ মতাদর্শের অসারতা বুঝতে পেরে সতর্ক হয়েছিলেন। আল্লাহ তাদের জান্নাত দান করুন। আর এখনো শী'আরা ইসলামের আড়ালে থেকে মূল ইসলামে আঘাত হেনে চলেছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক ইসলাম বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন-আমীন॥

---

৩৫. *আজায়েবুল মাক্বদূর ফী আখবারে তায়মূর ১/৪৪৫।*
৩৬. *তারীখে ইবনু খালদূন ৭/৭৪১।*
৩৭. *আল-বিদায়াহ ৯/৬০; তারীখুল খোলাফা ১/৩৫২।*
৩৮. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪৮/৬০-৬৫; ইবনু দুকমাক, নুযহাতুল আনাম ফী তারীখিল ইসলাম ১/২৬৩-২৬৪; মুখতাছারু ফী আখবারিল বাশার ৩/২০৫; ড. রাগেব সারজনী, কিছ্ছাতুত তাতার মিনাল বিদায়াতে ইলা আইনে জালূত, পৃঃ ২৯৮-৩৩২।*
৩৯. *ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/১০৪; ২৯২৭ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; বদরুদ্দীন আইনী, উমদাতুল কারী ১৪/২০০; বুখারী হা/৭২৯১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য; তাফসীরে কুরতুবী, সূরা কাহাফের ৯৪-৯৮ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।*

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ/ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি ২০১৮ সালের রামাযান মাসে ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুক? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ্'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

ভ্রান্ত আক্বীদার বেড়াজাল ছিন্ন হ'ল যেভাবে

যে পিতার হাত ধরে মসজিদে যাওয়া শিখেছি, নিজের জন্মদাতা পিতাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছি, যে সকল আলেমের সান্নিধ্যে বসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, জীবনকে স্বার্থক ভেবেছি, যাদের ওয়ায নছীহত শুনে ছোট থেকে বড় হয়েছি এবং তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বুলিকে ইসলামের বাণী মনে করে তিলে তিলে গড়ে উঠেছি তারা সবাই কি ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত? মাত্র দু'চার জন ছহীহ আক্বীদার আলেমের বক্তব্য শুনে সেটা হুট করে মেনে নেওয়া কি সহজ? না, মোটেও সহজ ছিল না। মেনে নেওয়ার সাহসও ছিল না। কিন্তু উপায়ও ছিল না। কারণ আহলেহাদীছ আলেমদের কথায় এত দৃঢ়তা দেখেছি যে, তাদের স্পষ্ট রেফারেন্স ও গ্রহণযোগ্য যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে নিজের মন মস্তিষ্ক ও সহজ-সরল বিবেককে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। সত্যি বলতে কি অনলাইন জগতে না আসলে তাদের বক্তব্য না শুনলে হয়তো বুঝতে পারতাম না অহী কত যুক্তিনির্ভর। অহি-র জ্ঞান কত বিশুদ্ধ এবং ইসলামের অলৌকিক সৌন্দর্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য কত সুন্দর। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতের পাশাপাশি শবেবরাতের হালুয়া রুটি, মৃত্যুবার্ষিকীর নামে খানা-পিনার উৎসব, মীলাদ মাহফিলের নামে জিলাপী, মিঠাই, ঈদে মীলাদুন্নবী ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আমার প্রচলিত ইসলাম। কখনও বুঝিনি, বুঝার চেষ্টাও করিনি কোন্টা চূড়ান্ত আর কোন্টা চলমান ধর্ম।

কোনদিন বুঝার চেষ্টাও করিনি যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের গুরুত্ব কত বেশী। কেউ কখনো বলেনি সারাজীবনের ছালাত, ছিয়াম, ইবাদতের এক পয়সা দাম নেই আক্বীদা বিশুদ্ধ না হ'লে। সারা জীবন আখেরী মুনাজাত ও কেরামতির কেচ্ছা-কাহিনীর সংস্কৃতিতে কেউ কখনো হয়তোবা বলার সুযোগ পায়নি কোন্টা শিরক আর কোন্টা বিদ'আত। কোন্টা তাওহীদ আর কোন্টা সুন্নাত। মন্ত্রের মতো মুগ্ধ হয়ে খুৎবা শুনেছি। বোঝার প্রয়োজন আছে কোনদিন তা মনেও করিনি, কেউ বলেও দেয়নি। ছওয়াব হয় তাই শুনেছি। চার মিনিটের ছালাত শেষে চল্লিশ মিনিটের মোনাজাতের ট্রেডিশন দেখেছি। যখন কেউ বলেছে, আল্লাহ্র আকার নেই তখন তা বিনা দলীলে বিশ্বাস করেছি। আবার যখন কেউ বলেছে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) আল্লাহকে নিরানব্বই বার স্বপ্নে দেখেছেন তাও বিনা দলীলে বিশ্বাস করেছি। কখনো প্রশ্ন করিনি, নিরাকার হ'লে দেখলেন কিভাবে? আর দেখে থাকলে নিরাকার হন কিভাবে?

সবাই যেটা বলেছে, সেটাই ধর্ম মেনে নিয়েছি। সবাই যা করে তাকেই ইবাদত ভেবেছি। কিন্তু যখন জানতে পারলাম, আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম ও আমরা যে ইসলাম নিয়ে আছি তা এক নয়। রাসূল (ছাঃ) যে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন সেই ইসলাম ও আমরা যে ইসলামকে ইসলাম ভেবে আমল করছি তা এক নয়। তখন আকাশ-পাতাল এই পার্থক্য ও তার কারণ না জেনে, না বুঝে কোন পক্ষ নেওয়া কিংবা কোন পক্ষে স্থির থাকা আমার মত একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেহেতু আক্বীদাগত দিক থেকে কোন ঝুঁকি নিতে চাই না ও ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগও নেই। কারণ আগে সত্যটা জানা প্রয়োজন।

তাই আল্লাহ্র অশেষ রহমতে, আমার প্রবল ইচ্ছা ও ক্ষুদ্র জ্ঞানে খোলা মনে গভীর গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে যে সত্যগুলো সামনে এসেছে তা অকপটে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, কোন বাবা, পীর, খাজা, ইমামের কথা মানতে হ'লে তার কথাতে অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দলীল থাকতে হবে। দলীল ব্যতীত কারো কোন কথা কখনোই আমলযোগ্য নয়। আমি উপলব্ধি করেছি যে, 'চলমান ধর্ম আর চূড়ান্ত ধর্ম এক নয়'। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হকের উপরে অবিচল রাখুন-আমীন!

-আরিফ হাসান আল-গালিব, শার্শা, যশোর।

মাযহাবীদের চাপে নিজের মসজিদ ছাড়তে হ'ল

আমি মুহাম্মাদ দেলোওয়ার হোসাইন। ফরিদপুর যেলার কুঠিবাড়ী মহল্লায় আমার বাস। ছালাত, ছিয়াম সমাজের লোকজনের সাথে মিলে-মিশেই আদায় করতাম। তখন কোন সমস্যা হ'ত না। অতঃপর এক সময় কর্মের উদ্দেশ্যে সঊদী আরবে গমন করলাম। সেখানে ছালাতে ব্যতিক্রম দেখে দেশে পত্র লিখলাম বিষয়টি জানার জন্য। বাড়ী থেকে দেশের মাযহাবী আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে জানানো হ'ল যে, তাদের মাযহাব একটি আর আমাদের মাযহাব অন্যটি তাই এই ভিন্নতা। মনের মধ্যে তখন তেমন কোন প্রশ্ন জাগেনি। সাধারণ বুঝ পেয়ে চুপ থাকলাম। এভাবেই চলতে থাকল। ২০০০ সালে একেবারে দেশে চলে আসলাম। দিন যাচ্ছে, মাস যাচ্ছে, বছর যাচ্ছে, ঐ প্রচলিত ধারাতেই ছালাত আদায় করছি। অতঃপর ২০১১ সালে একদিন মাইকিং শুনলাম জনৈক আহলেহাদীছ আলেম আসবেন ফরিদপুরে ওয়ায করতে। মাইকিং শুনে ওয়ায শুনতে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল। আগ্রহ থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম মাহফিলে যাওয়ার। অতঃপর নির্ধারিত তারিখে পাশের এক ভাইকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হ'লাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম অল্প কিছু লোক সামনে বসা। আমরাও যথারীতি বসে পড়লাম। সম্মানিত আলোচক মঞ্চে উঠে বললেন, অল্প লোক, তাতে দুঃখের কিছু নেই। কেননা ভালোকাজে অল্প লোকই হয়।

তার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ছালাত। শুরু করার আগে তিনি বললেন, আপনাদের নিকট থেকে আমি একটি বিষয়ে ওয়াদা নিতে চাই যে, আজকে যে আলোচনা শুনবেন, এই কথাগুলো অন্যদের নিকটে পৌঁছে দিবেন। অতঃপর তিনি মনোমুগ্ধকর বক্তব্য পেশ করলেন। তার দলীলভিত্তিক বক্তব্য শুনে মনে প্রশ্ন জাগল যে, তাহ'লে আমরা কি ভুলের মধ্যে আছি? আমরা কার অনুসরণ করছি? এরকম নানাবিধ প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব না পেয়ে এক পর্যায়ে আমার আমল পরিবর্তন হয়ে গেল। ছহীহ হাদীছ মত ছালাত আদায় শুরু করলাম। আমার এই পরিবর্তন আমার স্ত্রী মেনে নিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন আমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করল। আমার মহল্লার মসজিদে আমাকে সরাসরি কেউ কিছু বলত না। শুধু আড় চোখে আমার দিকে তাকাত। তবে তারা আমার ছেলের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। আমার অনুপস্থিতিতে বুকের উপর হাত বাঁধলে কখনো কখনো অন্যান্য মুছল্লীরা তার হাত টেনে নীচে নামিয়ে দিত।

পরবর্তীতে আমার গ্রামের বাড়ী কানাইপুরের পূর্ব মল্লিকপুরে আমি নিজে জমি দান করে সেখানে একটি মসজিদ তৈরী করেছিলাম। মসজিদের কাজ শুরুর আগে এলাকাবাসীর সাথে একাধিকবার আলোচনা করেছিলাম যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক মসজিদটি পরিচালনা করব। মসজিদের কাজ সমাপ্ত হ'ল। সঠিক আক্বীদা মোতাবেক ছালাত শুরুও হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিন জুম'আর বেশী চালাতে পারলাম না। ৪র্থ জুম'আতে এলাকাবাসী এক হয়ে বলল যে, আমরা বুঝতে

পেরেছি, তোমার কথা ঠিক কিন্তু আমরা তা মানতে পারছি না। আমাদের চার পাশের মসজিদগুলোতে যেভাবে ছালাত আদায় করা হয় আমরাও সেভাবেই আদায় করব এবং মসজিদ পরিচালনা করব। এমনকি তারা বলল যে, তুমি যদি এভাবে মসজিদ পরিচালনা কর, তাহ'লে আমরা কেউ এই মসজিদে আসব না। তুমি আগে আমাদের এলাকার অন্য মসজিদগুলো পরিবর্তন করে আস, তারপর এই মসজিদের কথা বল। আমি বললাম, সেগুলো পরিবর্তনের দায়িত্ব তো আমার নয়। আপনারা আমার আপনজন আপনারাদেরকে সঠিক পথে চলতে বলা আমার দায়িত্ব। সকলে বললেন, তুমি এভাবে বললে, আমরা আর মসজিদে আসব না। তখন আমি বললাম, আপনারা এলাকার মসজিদ ত্যাগ করবেন না। সঠিক বিষয় জানার ও তা মানার চেষ্টা করুন। আমিই বরং আসব না। তারা বলল, তুমি আসবে কিন্তু আমাদেরকে কিছু বলবে না। নিজের তৈরী মসজিদে কুরআন-হাদীছের কথা বলা যাবে না এ দুঃখে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। বর্তমানে আমার তৈরী করা সেই মসজিদে হানাফী মাযহাব মতে ছালাত আদায় করা হয়। চলে বিদ'আতী সকল রসম-রেওয়াজ।

** মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন*
কুঠিপাড়া, ফরিদপুর।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৮৭৪-১৯১৪১৯।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮। **ঝিনাইদহ :** আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মুহাম্মাদ বেলাল, ০১৭২৩-৯৩৭৯৮৭। **গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা :** হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুয্যামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। মা-বাবা আদর্শ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, মতিহার ০১৭৩৪-২৪৬৪৮১।

লি'আনের বিধান প্রবর্তনের ঘটনা

ছাহাবায়ে কেরামের আমলে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা পরবর্তীতে বিধান হিসাবে গণ্য হয়েছে। তন্মধ্যে নি'আন অন্যতম। এখানে লি'আন প্রবর্তনের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল।- সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উয়াইমির (রাঃ) আছিম ইবনু আদির নিকট আসলেন। তিনি ছিলেন আজলান গোত্রের সর্দার। উয়াইমির তাঁকে বললেন, তোমরা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষ দেখতে পায়। সে কি তাকে হত্যা করবে? এরপর তো তোমরা তাকেই হত্যা করবে অথবা সে কি করবে? তুমি আমার পক্ষ হ'তে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস কর। তারপর আছিম নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল...। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করলেন। তারপর উয়াইমির (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করেছেন ও দূষণীয় মনে করেছেন। তখন উয়াইমির বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য কোন পুরুষকে দেখতে পেলে সে কি তাকে হত্যা করবে? তখন তো আপনারা তাকে (কিছাছ স্বরূপ) হত্যা করে ফেলবেন। অন্যথা সে কি করবে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে লি'আন করার নির্দেশ দিলেন; যেভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর উয়াইমির তার স্ত্রীর সঙ্গে লি'আন করলেন। এরপর বললেন, (এরপরও) যদি আমি তাকে রাখি, তবে তার প্রতি আমি যালিম হব। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। অতএব তাদের পরবর্তী লোকদের জন্য, যারা পরস্পর লি'আন করে এটি সুন্নাতে পরিণত হ'ল। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, লক্ষ্য কর! যদি মহিলাটি একটি কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও বড় পা ওয়ালা বাচ্চা জন্ম দেয়, তবে আমি মনে করব, উয়াইমিরই তার সম্পর্কে সত্য বলেছে এবং যদি সে লাল গিরগিটির মত একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে তবে আমি মনে করব, উয়াইমির তার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। এরপর সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উয়াইমির সত্যবাদী হওয়ার পক্ষে বলেছিলেন। তারপর সন্তানটিকে মায়ের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে পরিচয় দেয়া হ'ত *(বুখারী হা/৪৭৪৫, ৫২৫৯)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহল ইবনু সা'দ সাঈদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উয়াইমির আজলানী (রাঃ) আছিম ইবনু আদী আনছারী (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আছিম! কী বল, যদি কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে অপর লোককে (ব্যভিচার-রত অবস্থায়) পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে? আর এতে তোমরাও কি তাকে হত্যা করবে? যদি সে হত্যা না করে) তাহ'লে কি করবে? হে আছিম! তুমি আমার এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। এরপর আছিম (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ অপসন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আছিম (রাঃ) যা শুনলেন, তাতে তার খুব খারাপ লাগল। আছিম (রাঃ) বাড়ি ফিরলে উয়াইমির এসে জিজ্ঞেস করল, হে আছিম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে কি উত্তর দিলেন? আছিম (রাঃ) উয়াইমিরকে বললেন, তুমি আমার কাছে কোন ভাল কাজ নিয়ে আসনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের জিজ্ঞাসাকে অপসন্দ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। উয়াইমির (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হব না। এরপর উয়াইমির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে লোকদের মাঝে পেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কী বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য লোককে (ব্যভিচাররত) দেখতে পায়, সে কি তাকে হত্যা করবে? আর আপনারাও কি তাকে হত্যার বদলে হত্যা করবেন? অন্যথা সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাও তাকে নিয়ে এসো। সাহল (রাঃ) বলেন, তারা উভয়ে লি'আন করল। যে সময় আমি লোকদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। উভয়ে লি'আন করা শেষ করলে উয়াইমির বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখি, তবে আমি তার উপর মিথ্যারোপ করেছি বলে প্রমাণিত হব। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দেয়ার আগেই তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই পরবর্তীতে লি'আনকারীদ্বয়ের সম্পর্কিত বিধান প্রচলিত হয়ে গেল' *(বুখারী হা/৫৩০৮)*।

পরিশেষে বলব, যেনা-ব্যভিচার কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী-পুরুষ মেনে নিতে পারে না। যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে যায়, তখন প্রত্যেক রুচিশীল পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিনতা কামনা করে। কারণ স্ত্রী তার অপকর্মের কথা স্বীকার করে না। এক্ষেত্রে লি'আন এমন এক বিধান যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে অভিশাপ করে এবং পরে তারা পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ আমাদেরকে ব্যভিচারের মত জঘণ্য পাপ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

আল-কুরআনের আলোকে ধান চাষ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

*মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম**

বাংলাদেশের জমি যেমন উর্বর এদেশের মানুষের মনও তেমন উর্বর। অর্থাৎ ধর্মের জন্য নরম। সুতরাং ইসলাম ধর্মের আলোকে সোনার বাংলার কৃষকদেরকে অধিকতর নরম করে ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করার সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাস্তবে হাতে-কলমে বিষয়গুলো কৃষকদের দেখিয়ে এবং শিখিয়ে দেয়ার অভাব।

আল-কুরআনের আলোকে ধান চাষ বিষয়ে আমি গবেষণা করে আসছি ২০১৫ সাল থেকে। যদিও ধারণাটি পেয়েছিলাম ২০১৩ সালের শেষের দিকে কোন এক বিকেল বেলা 'সুইডিস ইউনিভার্সিটি অফ এগ্রিকালচারাল সায়েন্স'-এর লাইব্রেরীতে। পড়াশুনা ভাল না লাগলে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতাম। আইফোনে একটি অ্যাপসের সাহায্যে হঠাৎ করে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা বাক্বারার ২৬১নং আয়াত এবং সূরা ইউসুফের ৪৭নং আয়াত দু'টিতে চোখ আটকে গেল। উক্ত দু'টি আয়াত আমাকে ধান চাষের ক্ষেত্রে ভাবিয়ে তুলেছিল বাংলাদেশ থেকে হাযার হাযার মাইল দূরে সুইডেনের উপসালা শহরে।

উল্লেখ্য, সুইডেনে ধান উৎপাদন হয় না বিধায় সেখানে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ ছিল না। সেখানে পড়াশুনা শেষ করে ২,৫০,০০০/- টাকা বেতনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ইউরোপের রেসিডেন্স পারমিট ছেড়ে দিয়ে চলে আসলাম দেশে। সবাই আমাকে বোকা বলেছিল। কারণ ইউরোপের নাগরিকত্ব আর চাক্যচিক্যময় জীবন ছেড়ে বাংলাদেশে চলে আসার সিদ্ধান্তকে কেউই ভালভাবে নেয়নি। তবে আমি বুঝেছিলাম আল্লাহ আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন এবং আমি আমার মেধাকে দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারব।

দেশে এসে জমি থেকে ধানের শীষ সংগ্রহ করে শীষসহ রেখে দিলাম সূরা ইউসুফের ৪৭নং আয়াত অনুসারে। পরের বছর নিজের রেখে দেয়া শীষকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হ'ল যেখানে বীজ গজানোর হার ছিল ৯৫% এর অধিক। ভ্রূণগুলো এত মোটা ও শক্ত ছিল যে অন্যান্য কৃষকদের বীজগুলো চোখেই ধরছিল না। নিজের বীজ দিয়ে সূরা বাক্বারার ২৬১নং আয়াতের আলোকে বারি-২৮ এর চারা একটি করে রোপণ করা হয়েছিল। যদিও আমাদের কৃষকগণ হাইব্রিডের ক্ষেত্রে ১-২টি করে চারা রোপণ করে। দেশী ধানের ক্ষেত্রে ৪-১০টি পর্যন্ত চারা রোপণ করে। এতে চারার অপচয় হয় বহুগুণ।

আমার জমিতে সর্বোচ্চ একটি চারা বীজ থেকে ৩৭টি চারা উৎপাদিত হয় এবং গড়ে ১৫-২২টি করে চারা জন্মায়; যেখানে সর্বোচ্চ শীষের দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। সাংবাদিকগণ একটি শীষের ধান মেপে হিসাব করে শতাংশে প্রায় এক মনের হিসাব পান। এ বিষয়টি সংবাদপত্রে ও টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হ'লেও আল-কুরআনের আলোকে ধান চাষের বিষয়টি সবাই এড়িয়ে যায় কাকতালীয়ভাবে।

চলতি বছর চলনবিলে এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে ২৬ বিঘা জমিতে একটি করে চারা রোপণ পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়। ১৫ই জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে বারি-২৯ এর চারা রোপণ করা হয় এবং ১৮ই মে ধান কাটা হয়। প্রতি শতাংশে ৩৯ কেজি ৫০০ গ্রাম ধান উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ শতাংশে প্রায় ১ মণ। এবার একটি চারা থেকে ধান গাছ উৎপাদিত হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৩টি এবং ৪২টি লম্বা শীষ জন্মেছে।

ধান গাছের গোড়াগুলো এতই সবল ছিল যে বাতাসে হেলে ধানের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি যা অন্যান্য জমিতে হয়েছে। কৃষকের বীজের খরচ বহুগুণ কমেছে (প্রায় ৬-৮গুণ) এবং সার ব্যবহার করতে হয়েছে যে কোন বছরের তুলনায় কম এবং বীজতলা থেকে চারা সংগ্রহের খরচও কমে গেছে ব্যাপকভাবে। যে কৃষক আল-কুরআনের আলোকে একটি চারা রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তিনি তার কৃষিজীবনে সর্বোচ্চ ফলন এবছর পেয়েছেন। অতএব এটাকে নিঃসন্দেহে একটা সফল ঘটনা বা "সাকসেস ষ্টোরি" বলা যেতে পারে।

কিন্তু শুরুটা সন্তোষজনক ছিল না। ২৬ বিঘা জমিতে একটি করে দেশী ধানের চারা রোপণকে অন্যান্য কৃষকগণ তামাসা হিসাবে নিয়েছিল। এক পর্যায়ে যে কৃষক একটি চারা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, তিনি ও তার পরিবারকে কাঁদতে হয়েছিল এই ভেবে যে, এবার মান-সম্মান ও ফসল সবই গেল। একইভাবে ২০১৫-১৬ সালে আমাকে আমার গ্রামবাসী পাগল বলেছিল এটা মনে করে যে, বিদেশ থেকে পড়াশুনা করে এসে আমি পাগল হয়ে গেছি। শেষ হাসি আমরা হেসেছিলাম যখন ফলন ভাল হয়েছিল। যদিও সবাই আশাহত ছিল একটি বীজ থেকে ধান উৎপাদনের বিষয়ে।

একটি করে চারা রোপণ পদ্ধতির মূল সমস্যা হ'ল আস্থার সংকট। যেহেতু বিষয়টি একাধিকভাবে জমিতে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত এখনই সময় একটি চারা পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভাবনাকে প্রান্তিক পর্যায়ে কাজে লাগানোর। কারণ একটি চারা রোপণ পদ্ধতিতে খরচ ও শ্রম কম কিন্তু উৎপাদন বেশী।

মসজিদে, মিডিয়াতে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি চারা পদ্ধতিতে ব্যাপক প্রচার করলে প্রসার হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য দরকার সমন্বিত প্রয়াস। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি এই অধমকে দিয়ে কাজটি করিয়েছেন। অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের কৃষিতে ধান চাষে কুরআনিক পদ্ধতি একটি চারা রোপণ পদ্ধতি দেশের মাটি পেরিয়ে সারা বিশ্বে প্রয়োগ হবে এবং মহান আল্লাহ্‌র কালিমা যমীনে প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই আমাদের একান্ত কাম্য।

॥ সংকলিত ॥

** প্রভাষক, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।*

কবিতা

রামাযানের শিক্ষা

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আসলো ছিয়াম শিক্ষা দিতে
মোদের দ্বারে রামাযানে,
ছিয়াম সাধনার শিক্ষা নিতে
পারবে কি ভাই সব জনে?
আল্লাহভীতি দিবা-রাত্রি
সর্বকাজে যার হৃদে,
সেই তো পারে শিক্ষা নিতে
বসতে ছিয়ামের মসনদে।
ছিয়াম সাধনার পরে যাদের
আল্লাহভীতি জাগলো না,
শয়তানী আর বদ খাছলত
একটু মোটে ভাগলো না,
সবটা জীবন থাকলো যে জন
আযাযীলের পার্শ্বেতে
রামাযানের ঐ ছিয়াম সাধনা
লাগবে তাহার কোন খাতে?
শয়তানের ঐ নির্দেশেতে
কাটলো যাদের সবটা কাল,
কেমনে হবে তাদের বল
ছিয়াম সাধনা পাপের ঢাল?
রামাযানেতে শিক্ষা পেলাম
আল্লাহভীতি অন্তরে,
সঠিক রাহে চলবো এবার
কাঁদবো কেবল তার দ্বারে।

দুর্ভোগ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

যে ঘরে পড়তো নববধূ আল-কুরআন
রহমতের দ্বার খুলে,
দরিদ্রতার মাঝেও ঘরটি ছিল
সাজানো ফুলে ফুলে।
মুওয়াযযিনের আযানে কতই না নারীর
ভাংতো নিশুতী নিদ,
ফযরের ছালাত আদায় করে তাঁরা
কর্মে লাগাতো হৃদ।
কাজ-কর্ম সেরে স্বামী যখন ফিরতো
রাতে বাসায়,
স্বামীর সেবা করতো নারী পরম ভালোবাসায়।
পর পুরুষ দেখা হারাম ছিল তাদের
ছিল চোখের যিনা,
দেখলে পরে দুই নয়নে লজ্জায় করতো ঘৃণা।
আজকে তারা পাল্টে গেছে বদলে গেছে দিন
ঘরের ভিতর সিনেমা হ'ল টিভিটা রঙিন,
পরপুরুষে আজ ঘর ভরেছে টিভি করলে অন
ডিশ লাইনের চ্যানেলের নেশায় মত্ত সারাক্ষণ
স্বামীর সেবা ছালাত-ছিয়াম সবি গেছে ভুলে
কোন রকম রান্না সেরে ভারতী চ্যানেল বসে খুলে।
হাত-পায় তাই রস জমেছে ডায়াবেটিস গেছে বেড়ে
স্বামী তার পরকীয়ায় লিপ্ত রাত কাটায় তারে ছেড়ে।
ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে আজ যুবসমাজ ধরেছে নেশা,
দেশ জুড়ে তাই আর্তনাদ আর দুর্ভোগ-দুর্দশা।

সৃষ্টির বাহাদুরি

হোসনেআরা সুলতানা
শিক্ষিকা, মাধবদী ওয়েস্টার্ন স্কুল, নরসিংদী।

অসীম বিশ্বকে অদম্য কৌতুহল নিয়ে,
দেখতে হয় না আজ ঘুরে ঘুরে।
যান্ত্রিক সভ্যতা ছোট করেছে ধরাকে,
রেখেছে আপন হাতের মুঠোয় পুরে।
আগুনের আবিষ্কার গুহামানবকে করেছিল বিস্মিত,
পাথরের অস্ত্র বন্য পশুকে করল পরাজিত।
লজ্জা নিবারণ করতে তৈরী করল বসন,
রৌদ্রতাপ, ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গড়ল সুরম্য আবাসন।
সুইচ টিপতে মাথার উপর ঘুরছে ফ্যান,
বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধন করেছে মানবকল্যাণ।
ফ্রিজ, টিভি, ভিসিপি, ভিসিডিসহ অসংখ্য সামগ্রী,
সহজলভ্য মানুষের কাছে মোবাইলের মত প্রযুক্তি।
চিকিৎসা, বিনোদন, শিক্ষা, কৃষিসহ নানা সৃষ্টি,
বিজ্ঞান জীবনকে দিয়েছে দ্রুত গতি।
টেলিগ্রাম-টেলিফোন ঘুচিয়ে দিল দূরত্বের ব্যবধান,
আলো জ্বলল পাখা ঘুরল বিদ্যুৎ শক্তিতে চলল যান।
পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘটে যাওয়া ঘটনা,
মুহূর্তেই টেলিভিশনে যাচ্ছে দেখা ও শোনা।
যাতায়াতকে সহজসাধ্য করল বিমান,
সাগর পাড়ি দিতে তৈরী হ'ল কত নৌযান।
দুর্গম অরণ্যের অন্ধকারে অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে,
জলে-স্থলে দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে।
নভোস্থলে, তুহিনাচ্ছন্ন মেরুলোকে,
মরুভূমির দগ্ধ বক্ষে-
কত অজানা রহস্যের বার্তা
অবদান-সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা।
এত কিছু সৃষ্টি করে করছ বাহাদুরি,
এক মুহূর্ত ভাবছ না তুমি কার সৃষ্টি?
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ নং আয়াত)।
২. আয়াতুল কুরসী।
৩. সূরা মুলক।
৪. সূরা ইখলাছ।
৫. সূরা ইখলাছ।
৬. সূরা কাফেরূন।
৭. সূরা কাহাফ।
৮. সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত।
৯. সূরা সাজদা ও দাহার।
১০. সূরা আ'লা ও গাশিয়া।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভাষা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ধ্বনি। ২. ধ্বনি। ৩. বর্ণ। ৪. বর্ণ। ৫. বাক্য।
৬. শব্দ। ৭. শব্দ। ৮. শব্দ। ৯. ধ্বনি। ১০. বাক্য।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআন কত বছরে নাযিল হয়?
২. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম কুরআনে কত স্থানে উল্লেখিত হয়েছে?
৩. পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম কোন আয়াত নাযিল হয়?
৪. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়?
৫. পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম কোন সূরাটি পূর্ণাঙ্গরূপে নাযিল হয়?
৬. পবিত্র কুরআন প্রথম যুগে কিভাবে সংরক্ষিত ছিল?
৭. সর্বপ্রথম কে কুরআন একত্রিত করেন?
৮. কোন ছাহাবীকে কুরআন একত্রিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল?
৯. কার পরামর্শে এই কুরআন একত্রিত করণের কাজ শুরু হয়?
১০. রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর ওহী লেখক কে কে ছিলেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. প্রকৃতির কন্যা বলা হয় কাকে?
২. সূর্যকন্যা বলা হয় কোন সমুদ্র সৈকতকে?
৩. সূর্যকন্যা বলা হয় কোন গাছকে?
৪. পাহাড়ী কন্যা বলা হয় কোন যেলাকে?
৫. হিমালয়ের কন্যা বলা হয় কোন যেলাকে?
৬. বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরণা কোথায় অবস্থিত?
৭. বাংলাদেশের গরম পানির ঝরণা কোথায় অবস্থিত?
৮. বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাতের নাম কী?
৯. মাধবকুণ্ডে বর্তমানে কী স্থাপন করা হয়েছে?
১০. কোন গাছকে সাগের গাছ বলা হয়?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

শাখারীপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার নলডাঙ্গা থানাধীন শাখারীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ, আল-'আওনের সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবুল্লাহ আল-মুহীত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শাহীনুল ইসলাম।

পশ্চিম মালিপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর ২৪শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন পশ্চিম মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শরীফুল ইসলাম।

মাদারবাড়িয়া, পাবনা ২৫শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনের সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবু ছালেহ।

কালদিয়া, বাগেরহাট ২৬শে মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ঢালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি ফিরদাউস মাঝি। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা সোনামণি পরিচালক হারূণুর রশীদ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৭শে মে রবিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও সদর উপযেলার সোনামণি সহ-পরিচালক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল মুনঈম।

স্বদেশ

দুই যুগে মসলার উৎপাদন বেড়ে ২৪ লাখ টনে উন্নীত

বগুড়ার মসলা গবেষণা কেন্দ্রে ৩৪টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন

বগুড়ায় অবস্থিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান মসলা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে ১৫টি মসলার ৩৪টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। মসলার এই উচ্চ ফলনশীল জাত এখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা চাষাবাদও করছে। মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরো ৮৪টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অন্যদিকে পুনরায় নতুন জাত অবমুক্তির জন্য বিজ্ঞানীদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে আরো ১২টি মসলা অগ্রবর্তী লাইনে রয়েছে। মসলা গবেষণা কেন্দ্রে বর্তমানে বিভিন্ন মসলা ফসলের ২৪২টি দেশী এবং ১৫টি বিদেশী জার্মপ্লাজম সংগৃহীত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দেশের মসলা জাতীয় খাদ্যপণ্যের চাহিদা পূরণ ও বিদেশ থেকে মসলা আমদানী কমানোর লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপযেলার রায়নগর ইউনিয়নে এবং ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ের অদূরে ৭০ একর জমির উপর মসলা গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

মসলা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে দেশে মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ছিল ৩.১৩ লাখ টন। প্রতিষ্ঠার পর গত ২ যুগে গবেষণা কেন্দ্রে উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের ফলে বর্তমানে উৎপাদন ২৪.৮৮ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে।

বিরল নযীর স্থাপন করেছেন ময়মনসিংহ সরকারী মেডিকেলের পরিচালক

সেবার গল্প রূপকথা নয়, বাস্তবতা

সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা মেলে না। এই বাক্যটি এখন একেবারেই বেমানান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্ষেত্রে। অথচ মাত্র বছর তিনেক আগেও এ হাসপাতালটির কথা উঠলে মানুষের মনে বেদনাদায়ক স্মৃতি ভেসে উঠতো। মাত্র আড়াই বছরেই সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবায় যুগান্তকারী এক পরিবর্তন এনেছেন। যাঁর নাম নাছিরুদ্দীন আহমাদ। তিনি নিজের মেধা, শক্তি ও শ্রমের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেছেন এক সময়কার ডুবন্ত এ হাসপাতালকে। এই হাসপাতালে সেবার গল্প আর কোন রূপকথা নয়, বাস্তবতা।

জানা গেছে, তিনি এ হাসপাতালে অনিয়ম ও দুর্নীতির মহোৎসবের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে ওষুধ পাচার ঠেকিয়ে দিয়েছেন। দেশের সব সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে এখন শুধুমাত্র এই হাসপাতালেই শতভাগ ওষুধ বিনামূল্যে দেয়ার রেকর্ড গড়েছেন এ সেনা কর্মকর্তা।

দেখা গেছে, গোটা হাসপাতালজুড়েই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি ভাব। সফলতার সঙ্গে চালু রয়েছে ২৪ ঘন্টার ওয়ানস্টপ সার্ভিস সুবিধা। এর ফলে আধুনিক সব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নামমাত্র খরচে উপহার দিয়েছেন সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দালালদের কোন উৎপাত এখন আর চোখে পড়ে না। হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ হাসপাতালের আমূল পরিবর্তন ও সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগীর চাপ বেড়েছে। ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ তো বটেই সিলেট, সুনামগঞ্জ, রংপুর, গাযীপুরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রোগীরা এ হাসপাতালে ভিড় করছেন।

হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা সবাই দৃশ্যপট বদলে দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন পরিচালককে। যিনি কেবল এ হাসপাতালেই সফলতার স্বাক্ষর রাখেননি, বরং যখন যেখানে ছিলেন সেখানেই আলো ছড়িয়েছেন। তিনি বিজিবির দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে খাগড়াছড়ি, চুয়াডাঙ্গা ও ঠাঁকুরগাঁওয়ে মোট তিনটি বিজিবি হাসপাতালকে ঢেলে সাজিয়েছেন এবং সর্বশেষ ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের কমান্ডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে সেটাকেও বিশ্বমানে নিয়ে গেছেন।

ঢাকার ৯৫% শিশুর দেহে বিষাক্ত নিকোটিন

ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতির শিকার হচ্ছে ঢাকা এবং আশপাশের এলাকার ৯৫ শতাংশ শিশু। গত ৭ ডিসেম্বর'১৭ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত 'অক্সফোর্ড জার্নাল অব নিকোটিন অ্যান্ড টোবাকো'র এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং আশপাশের এলাকার ৯৫ শতাংশ শিশুই নিজের দেহে বিষাক্ত নিকোটিন বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশী শিশুদের যত দ্রুত সম্ভব পরোক্ষ ধূমপান থেকে রক্ষা করা দরকার।

গবেষণা প্রকল্পের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রুমানা হক বলেন, 'বাড়িতে শিশুরা পরিবারের সদস্যদের ধূমপানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। রাস্তায়, বাসে, দোকানে এবং রেস্টুরেন্টে অনেক লোকজন ধূমপান করে। এতে শিশুরা ক্ষতির শিকার হচ্ছে'। বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আলী হোসাইন বলেন, 'শিশুদের অ্যাজমার অন্যতম প্রধান কারণ পরোক্ষ ধূমপান। বাবা, ভাই কিংবা পথচারীদের ধূমপানের শিকার হয় তারা'।

ধূমপায়ীদের মুখ থেকে বের হওয়া ধোঁয়া যখন অন্যের ফুসফুসে প্রবেশ করে, তখন তাকে সেকেন্ডহ্যান্ড স্মোক বলা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু সেকেন্ডহ্যান্ড স্মোকিংয়ে ক্ষতির শিকার।

স্বাস্থ্যসেবায় মুসলিম বিশ্বে সেরা কাতার

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের চেয়েও এগিয়ে

স্বাস্থ্যসেবার গুণগতমানের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে কাতার। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন মেডিকেল জার্নাল দ্য লানসেটের এক জরিপ ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে। দ্য লানসেটের প্রকাশিত ঐ জরিপে দেখা যায়, মানের দিক দিয়ে স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে কাতারের অবস্থান ৪১। উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে এরপরই রয়েছে কুয়েতের অবস্থান (৪৪)। এছাড়া সঊদী আরব ৫২তম এবং ওমান ৫৪তম এবং বাহরাইন ৬৫তম অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক দিয়ে ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। জরিপে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম। আর ভারত ১৪৫ ও পাকিস্তান ১৫৪। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক ৬০তম, লিবিয়া ৬৭তম, জর্ডান ৭৪তম, তিউনিসিয়া ৭৭তম অবস্থানে রয়েছে।

ল্যানসেট জানায়, বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে সূচকের হিসাবে স্বাস্থ্যসেবার মানের দিক দিয়ে বিশ্বের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে আইসল্যান্ড। আর সবার নিচে রয়েছে সেন্টার আফ্রিকান রিপাবলিকান। প্রথম দশটি দেশের মধ্যে আরও রয়েছে নরওয়ে (দ্বিতীয়), অস্ট্রেলিয়া (পঞ্চম) ইত্যাদি। এছাড়া ২০তম অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রের মত বন্ধু থাকলে আর কোন শত্রুর দরকার নেই : টুস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের মত বন্ধু থাকলে ইউরোপের আর শত্রুর দরকার হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টুস্ক। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ব্যঙ্গ করে বলেন, ট্রাম্পের কাছে ইউরোপের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ এবং ইরানের পরমাণু সমঝোতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ট্রাম্প ইউরোপকে একরকমের মোহ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ সময় তিনি পরমাণু সমঝোতা-সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট টুস্ক বলেন, মার্কিন প্রশাসনের খামখেয়ালিপনার যে নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তার মোকাবেলায় ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। তিনি সুস্পষ্ট করে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের দিকে তাকালে যে কেউ ভাবতে পারেন যে, এমন বন্ধু থাকলে কারো আর শত্রুর প্রয়োজন আছে কি?

আইসল্যাণ্ডবাসীর ২২ ঘন্টার ছিয়াম

আইসল্যান্ডে বছরের এই সময়ে দিন থাকে অনেক দীর্ঘ। তাই রামাযানের শেষ দিনগুলিতে ২২ ঘন্টাব্যাপী ছিয়াম পালন করেছেন দেশটির মুসলিম অধিবাসীরা। সুলায়মান নামে এক পাকিস্তানী পাঁচ বছর আগে এখানে আসেন। তিনি জানান, ধর্মীয় বিধান অনুসারে তিনি ছিয়াম পালন করেন। এ কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিয়াম রাখলেও তার কষ্ট হয় না। বিশ্বাসের কারণে এটাকে স্বাভাবিকই মনে হয়। সাহারীর সময় তিনি দধির সঙ্গে শুধু ফল খান। দেশটিতে এক হাযারের বেশী মুসলিম রয়েছে। রাজধানী রেইকজাভিকের একটি কাবাব রেস্তোরাঁর মালিক ইয়ামান। তিনি ক্রেতার জন্য সারাক্ষণ খাবার তৈরী করলেও ছিয়াম পালনের কারণে নিজে খান না। বললেন, সারাক্ষণ খাবারের মধ্যে থাকলে অবশ্যই ক্ষুধা অনুভূত হয়। তাঁর মতে, দীর্ঘ সময় ধরে ছিয়াম রাখা কিছুটা কঠিন হ'লেও মুসলিম হিসাবে তিনি তা পালন করছেন।

মুসলিম জাহান

গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা মুসলিম পরিবারে গ্রহণযোগ্য নয়

-এরদোগান

পরিবার পরিকল্পনা এবং গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা মুসলিম পরিবারের জন্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েপ এরদোগান। তিনি মুসলিমদের আরো বেশী করে সন্তান জন্মদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ইস্তাম্বুলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এরদোগান আরো বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনা করা কোন মুসলিম পরিবারের জন্য উচিত নয়। কারণ আমরা আমাদের বংশধরদের সংখ্যা বহুগুণে বাড়াব।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ না করতে এবং তুর্কি জনসংখ্যার অব্যাহত বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে তুর্কি নেতা নারীদের প্রতি, বিশেষ করে সুশিক্ষিত ভবিষ্যৎ মায়েদের প্রতি আহ্বান জানান।

এরদোগান আরো বলেন, আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমাদের বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অতীব প্রয়োজন। যেহেতু মহান আল্লাহপাক এবং আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) এই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের এই পথে চলতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে মায়েদেরকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

নির্বাচনে জয় লাভের পর মাহাথিরের সেই আলোচিত টুইট

মালয়েশিয়ার সদ্য নির্বাচিত ৯২ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় নেতা মাহাথির মোহাম্মদ নির্বাচনে জয় লাভের পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে একটি গুরুত্ববহ পোস্ট করেন। যেখানে তিনি বলেন, আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমার জীবনের বাকি অংশ মহান আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে ও আত্মসমর্পণ করে কাটাতে চাই। ...যখন আমি আমার চোখ বন্ধ করি তখন দেখতে পাই, আমার জনগণকে শোষণ করা হচ্ছে। ...আমি জানি আমাকে কিছু করতে হবে। যারা নিজেদের অপরাধকে অনুধাবন করে না, তাদের অপরাধগুলো চোখের সামনে দেখে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। হে আল্লাহ, তুমি অনুগ্রহ করে আমার আয়ু ৯৩ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছ। আমি এখনো আমার শেষ যুদ্ধ মোকাবেলায় তীক্ষ্ণ ও গভীরভাবে ভাবতে যথেষ্ট শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান।...

আমার একটি ইচ্ছা হ'ল, মৃত্যুর পর আমার নাম ও নিজেকে প্রশংসিত দেখতে চাই না। দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমাকে স্মরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যা করেছি তা শুধু মৃত্যুর পর আপনার সাথে সাক্ষাতের আশায় আপনারই প্রেরিত বিধান মেনে করেছি। যদি কেউ আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে চান তাহ'লে শুধু এতটুকু দো'আ করুন যেন, আমি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে নিরাপদে পৌঁছে যেতে পারি- আমীন!

[আল্লাহ তুমি তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর এবং তার মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন কায়েম কর (স.স.)]

আফগানিস্তানে বিস্ফোরণে একই পরিবারে নিহত ৩ ও পঙ্গু ৭ শিশু

আফগানিস্তানের জালালাবাদ এলাকায় সম্প্রতি ঘটে গেছে হৃদয়বিদারক এক ঘটনা। গৃহযুদ্ধের নির্মম শিকার হয়েছে পুরো একটি পরিবার। সকাল ৬টার দিকে বাড়ির বাইরে অদ্ভুত কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে ভিড় জমায় মির্জা গুল পরিবারের ১১ সদস্য। যার মধ্যে ১০ জনই শিশু। এর আগের রাতেই আশপাশের এলাকায় তালেবানের সঙ্গে আফগান সৈন্যদের সংঘর্ষ হয়। দুই শিশু অচেনা জিনিসটি হাতে তুলে নিলে ১৬ বছরের জলিল বুঝতে পারে যে ওটা অবিস্ফোরিত একটি রকেট। সে তাদের বাধা দিতে গেলে কাড়াকাড়ির একপর্যায়ে সেটি পড়ে গিয়ে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়।

আফগানিস্তানে চলমান এই দীর্ঘ যুদ্ধের ইতিহাসে এটি একটি নিষ্ঠুরতম দিন। ঘটনাস্থলেই তাদের মা আর দুই যমজ বোন নিহত হয়। আরেক ভাই মারা যায় হাসপাতালে। সারাজীবন শোকের ভার বয়ে বেড়ানোর জন্য ৭ ভাইবোনের মধ্যে পাঁচজন হারায় একটি করে পা, আর বাকি দু'জন হারায় দু'টি করে পা। নঙ্গরহর এলাকার স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকরা দু'দিন একটানা কাজ করে শিশুদের শরীরের নানা অংশের ছিন্নভিন্ন মাংসপেশি ঠিক করার চেষ্টা চালান। এর মূল দায়িত্বে থাকা অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান চিকিৎসক সায়েদ বিলাল মিখায়েল বলেন, আমার অস্ত্রোপচার কক্ষেই কান্না পাচ্ছিল। এই হাসপাতালে অনেক কাটাছেঁড়ার কাজই এর আগে করা হয়েছে। কিন্তু এবারের এরা সবাই শিশু, তাও আবার একই পরিবারের সদস্য। পরিবারটি অত্যন্ত গরীব।

যেলা পুলিশপ্রধান আব্দুর রহমান বলেন, রকেটটি মূলতঃ সরকারপক্ষের সৈন্যদের প্রতি তালেবান যোদ্ধাদের ছোড়া একটি অবিস্ফোরিত

রকেট। পরিবারটির প্রধান মির্জা গুল বলেন, 'দিনের পর দিন এগুলো শুধু চলতেই থাকে। আমরা জানি না কাকে দোষ দেব'।

মালদ্বীপের সাবেক ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী ড. আব্দুল মজীদ আব্দুল বারীর মৃত্যু

মালদ্বীপের সাবেক ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী ড. আব্দুল মজীদ আব্দুল বারী মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ১৮ই মে একটি কনফারেন্সে যোগদানের জন্য শ্রীলংকায় গমন করেন এবং সেখানেই স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। অতঃপর তিনদিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর ২২শে মে মঙ্গলবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি মালদ্বীপের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ নাশীদের প্রশাসনে ২০০৮ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট মামূন আব্দুল কাইয়ূমের সময় 'ইন্সটিটিউট অফ হলি কুরআন'-এর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। শিক্ষাজীবনে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'তাফসীরুল কুরআন' বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তার মৃত্যুতে দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ইয়ামীন গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

[উল্লেখ্য যে, গত বছর কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ভাইবোনদের মাঝে ত্রাণ সহযোগিতার জন্য তিনি বাংলাদেশে আগমন করলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলা দায়িত্বশীল ভাইয়েরা তাদের সার্বিক সহযোগিতা করেন। পরবর্তীতে আমীরে জামা'আতের সাথে তাঁর বিভিন্ন সময়ে আলাপের প্রেক্ষিতে তিনি তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-তে অংশগ্রহণের দাওয়াত কবুল করেন। যদিও অনিবার্য কারণে পরে তা স্থগিত হয়ে যায়। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমীরে জামা'আত গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

পথচারীদের জন্য ইফতার সাজিয়ে বসে থাকেন সুদানের নুবা গ্রামের বাসিন্দারা

সুদানের আল-নুবা গ্রাম। এই গ্রামে রামাযান মাসের সূর্য হেলে পড়তেই গ্রামের বাসিন্দারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাড়ির উঠানে গালিচা বিছাতে। তারপর শুরু হয় ইফতার সাজানোর পালা। পানীয়, সবজি-গোশত ও কেক দিয়ে সাজানো হয় বড় বড় থালা। এরপর বাসিন্দারা ছুটতে থাকেন প্রধান সড়কের দিকে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা সড়কের মাঝখানে গিয়ে যানবাহন থামাতে থাকেন। যাত্রীদের ইফতারের জায়গার পথ দেখান। আকস্মিক ঘটনায় পর্যটকরা আশ্চর্য হ'লেও পরে আসল ঘটনা বুঝতে পারেন। কারণ বাস থামতেই বাসিন্দারা বলতে থাকেন, 'ভাইয়েরা ইফতারের সময় হয়েছে। আসুন আমাদের সাথে ইফতার করুন'।

ইফতারের সময় যত ঘনিয়ে আসতে থাকে আল-নুবার বাসিন্দাদের অস্থিরতাও তত বাড়তে থাকে। সম্মানের সাথে যাত্রীদের গালিচায় বসানো, তাদের সামনে ইফতার দেয়া- সবই চলতে থাকে শৃঙ্খলার সাথে। ইফতারের ২০ মিনিট পর পর্যটক ও পথচারীদের সম্মানের সাথে আবার বাসে তুলে দেয়া হয়। তাদের সাথে ইফতার করা এক বাস চালক বলেন, 'তারা মাঝ রাস্তায় এসে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। পুরো রাস্তা বন্ধ করে দেন। গাড়ি থামাতে বাধ্য করেন।

উল্লেখ্য, আল-নুবা গ্রামের বাসিন্দাদের সংখ্যা আনুমানিক দশ হাযার। তাদের অধিকাংশ পেশায় কৃষক। বছরের পর বছর ধরে এই গ্রামে পথচারী ও পর্যটকদের ইফতার করানোর প্রচলন চলে আসছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর বাড়ির ছোটদের এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তারা বড়দের সাথে এই কাজে হাত লাগান। তাই ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে গেঁথে যায় এই ঐতিহ্যবাহী প্রচলন। পরে বড় হয়ে তারাও সেই পথে হাঁটেন।

[আল্লাহ্‌র পবিত্র দ্বীন এভাবেই গরীবদের মাধ্যমে টিকে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। আল্লাহ তাদের ঈমানী জাযবা বাড়িয়ে দাও এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণের তাওফীক দাও! (স.স.)]

সঊদী আরবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেজুর বাগান

খেজুর মুসলমানদের কাছে অতি প্রিয় ও পবিত্র একটি ফল। রামাযান মাস আসলে এর ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে সঊদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশে প্রচুর খেজুর উৎপাদন হয়। তবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খেজুর বাগানটির অবস্থান সঊদী আরবের আল-কাসীম শহরে। বাগানটির মালিক ছালেহ বিন আব্দুল আযীয রাজেহী। প্রায় দুই লাখ গাছ আছে বাগানটিতে। চল্লিশ প্রকারের খেজুর উৎপাদিত হয় সেখানে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল, এই বাগানের পুরো উৎপাদনই আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন আবদুল আযীয রাজেহী। রামাযান মাসে পবিত্র মক্কা ও মদীনায় আগত ছায়েমদের ইফতারীর জন্য এই বাগান থেকেই খেজুর সরবরাহ করা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'ওয়াকফ সম্পত্তি' হিসাবেও এই বাগানকে বিবেচনা করা হয়।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ফসলের আগাছা দূর করতে রোবট

ফসলের আগাছা সনাক্ত করা ও কীটনাশক দিয়ে সেই আগাছা ধ্বংস করতে সক্ষম এমন একটি রোবট আবিষ্কার করেছেন সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা। সুইজারল্যান্ডের একটি সুগার বিটের ক্ষেতে এই রোবটকে কাজ করতে দেখা গেছে। সৌর শক্তি চালিত এ রোবটটি দেখতে একটি টেবিলের মতো। চার চাকাওয়ালা এ রোবটে আছে ক্যামেরা। ক্যামেরার সাহায্যে রোবটটি আগাছা খুঁজে বের করে। তারপর সেটিকে নিজের ভেতর থাকা এক ধরনের নীল তরল দিয়ে ধ্বংস করে ফেলে।

আবিষ্কারটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকলেও সুইস এই রোবটটিকে আগাছা প্রতিরোধে একটি নতুন ব্যবস্থা হিসাবে দেখছে। এর ফলে ফসলে বেহিসেবী আগাছানাশক রাসায়নিক প্রয়োগের পরিমাণও কমবে। প্রকল্পটির ডেভেলপার ইকো-রোবটিক্স জানায়, তারা বিশ্বাস করে এ যন্ত্রটি কৃষকদের আগাছানাশক প্রয়োগের হার ২০ গুণ কমিয়ে দিবে। ২০১৯ সালের শুরুর দিকে তাদের এ রোবট বাজারে যাবে।

জার্মানী, ডেনমার্কসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোম্পানী এ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কোম্পানীগুলো বিশ্বাস করে, ভবিষ্যতে ব্যবসার ক্ষেত্রে আগাছা বাছাইয়ে এ ধরনের স্প্রে পদ্ধতিই হবে মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

তবে বিনিয়োগকারীরা বলছে, নতুন এই রোবটের কারণে এক লাখ কোটি ডলারের কীটনাশক ও বীজ শিল্পের ব্যবসায় ব্যাহত হবে। বিশ্বব্যাপী তারা যে কীটনাশক ও জিনগত রূপান্তরিত উচ্চফলনশীল জাতের খাদ্যশস্য (জিএম) আবাদের জন্য তারা সরবরাহ করত, এ রোবটের ফলে তার প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে। অথচ বছরে এসব কোম্পানী কীটনাশক বিক্রি করে ২৬০ কোটি ডলারের, যা কৃষি বাজারের ৪৬ শতাংশ।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ সফর করেন। গত বছরের তুলনায় এ বছর সারাদেশে কাজ অনেক বেশী হয়েছে। যেমন গতবছরে মোট ৩৩ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৫০টি যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া ৪৩টি সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ৪৪২টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়। তদস্থলে এবারে ৩৭ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৫৮টি যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্ত বায়িত হয়েছে। এছাড়া ৫০টি সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ৭৯৪টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ।-

১. ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ১৯শে মে ২রা রামাযান শনিবার : অদ্য বেলা ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে কাযীপুর থানাধীন ছালাভরা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযান উপলক্ষে বাদ আছর কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আল-আওন'-এর অর্থ সম্পাদক ইবরাহীম তুহিন ও সোহেল বিন আকবার।

২. মৌভাষা, গঙ্গাচড়া, রংপুর ১৯শে মে ২রা রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গঙ্গাচড়া থানাধীন মৌভাষা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব লাল মিয়া।

৩. ভবানীপুর-পাতুলী, টাঙ্গাইল ২০শে মে ৩রা রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে শহরের ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম।

৪. খিরাইচণ্ডী, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২০শে মে ৩রা রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর থানাধীন খিরাইচণ্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

৫. মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী ২০শে মে ৩রা রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাক্বূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ঈমান আলী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান ইমরোজ।

৬. ফুলতলা, বোদা, পঞ্চগড় ২১শে মে ৪ঠা রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

৭. কৈমারী, নীলফামারী, ২১শে মে ৪ঠা রামাযান সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও রাজশাহী সদর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হায়দার আলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান, প্রচার সম্পাদক যয়নুল আবেদীন, অর্থ সম্পাদক হাবীবুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফ আলী প্রমুখ।

৮. বশির বানিয়ার হাট, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ২২শে মে ৫ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পার্বতীপুর থানাধীন বশির বানিয়ার হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আকবর আলী, রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ।

৯. মুনশীপাড়া, নীলফামারী ২২শে মে ৫ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের মুনশীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মোস্তাফীযুর রহমান সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও রাজশাহী সদর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হায়দার আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করনে নীলফামারী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন, সহ-সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়ালীউল ইসলাম, হাবলা টেংগুরিয়াপাড়া ফাযিল মাদরাসা, টাঙ্গাইল-এর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান প্রমুখ।

১০. শৌলা পুটিহার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২৩শে মে ৬ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন শৌলা পুটিহার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাশেদুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ফিরোয হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান।

আল্লাহভীরুতার সাথে ঐক্যবদ্ধ হৌন!

-আমীরে জামা'আত

১১. মালিটোলা, ঢাকা ২৩শে মে ৬ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে ঢাকার পুরনো মোগলটুলী মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বংশালের আহলেহাদীছ ভাইয়েরা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য ঢাকাতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সে বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করুন এবং স্রেফ আল্লাহর ভয়ে ও তাকে রাযী-খুশী করার জন্য আসুন আমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাই।

অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ডাঃ আবু যায়েদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন ও যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসান।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আতের বক্তব্য চলা অবস্থায় ঢাকা-৭ আসনের এমপি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ হাজী মুহাম্মাদ সেলিম হঠাৎ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত হন এবং আমীরে জামা'আতের সাথে মুছাফাহা করে দো'আ নেন। অতঃপর বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আত মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াতী কর্মসূচীর অংশ হিসাবে অত্র মসজিদে নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক করা এবং বাদ ফজর নিয়মিত 'তাফসীরুল কুরআন' ও 'নবীদের কাহিনী' পাঠের পরামর্শ দেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি পুরান ঢাকার নয়াবাযারে নির্মাণাধীন বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ দেখতে যান। অতঃপর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব জালালুদ্দীনের বাসায় গমন করেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন।

বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হৌন!

-আমীরে জামা'আত

১২. চক্রবর্তীটেক, গাযীপুর ২৪শে মে ৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার জয়দেবপুর উপযেলা ও ঢাকা যেলার সাভার-আশুলিয়া উপযেলার যৌথ উদ্যোগে চক্রবর্তীটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা আদমের সন্তান হিসাবে প্রথমে মানুষ। অতএব সকল মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ অপরিহার্য। অতঃপর আমরা মুসলিম। কারণ আমরা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করেছি। আর এটি আমাদের ধর্মীয় পরিচয়। অতঃপর আমরা আহলুল হাদীছ। কারণ আমরা সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হ'তে সচেষ্ট। এটি আমাদের বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়। বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হ'তে গেলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হওয়ার কোন বিকল্প নেই। অতএব আসুন! আমরা সকলে বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হই।

জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাভার-আশুলিয়া 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, আল-আমীন মডেল টাউন কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আল-আমীন ও তরীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সাভার-আশুলিয়া 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আখতারুযযামান। অভ্যর্থনায় ছিলেন অত্র মসজিদের দাতা ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস।

উল্লেখ্য যে, ডাঃ আব্দুল কুদ্দূস ছাহেব ইতিপূর্বে মাযহাবী আক্বীদার অনুসারী ছিলেন। প্রায় তিন বছর পূর্বে আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণের পর তিনি মসজিদটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে লিখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সেমতে গত ৩০শে জানুয়ারী'১৮ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইসলামিক কমপ্লেক্সের নামে মসজিদটি রেজিষ্ট্রি করে দেন। গত ৯ই মার্চ শুক্রবার সেখানে আমীরে জামা'আত ও বেক্সিমকো গ্রুপ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ.রহমানের উপস্থিতিতে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেদিন থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে মসজিদটি ছহীহ তরীকায় চলতে শুরু করে। কিন্তু বিদ'আতী আলেমদের প্ররোচনায় একটি অশুভ চক্র মসজিদটি জোরপূর্বক দখল করে নেয়। তারা মসজিদের ইমামকে অপমান করে বের করে দেয় এবং তাদের নিয়োগকৃত ইমাম দ্বারা ছালাত আদায় করতে থাকে। এমতাবস্থায় দুই মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে প্রশাসনের সহযোগিতায় মসজিদটি পুনরায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসে। যার ফলে সেখানে সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হ'ল। বর্তমানে সেখানে ছহীহ তরীকা অনুযায়ী ৮ রাক'আত তারাবীহ সহ সকল আমল বিশুদ্ধভাবে পালিত হচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

১৩. পশ্চিম মালিপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর ২৪শে মে ৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন পশ্চিম মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক বেলায়েত হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শহীদুল্লাহ।

১৪. গোবরচাকা, নবীনগর, খুলনা ২৪শে মে ৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আল-আমীন, সাধারণ সম্পাদক মুয্যাম্মিল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শো'আইব ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

১৫. আনন্দ নগর, নওগাঁ ২৪শে মে ৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে যেলা শহরের আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, যুব বিষয়ক সম্পাদক মাস্টার নাযিমুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান ও অত্র মসজিদের খত্বীব মীযানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন।

১৬. রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার, কুষ্টিয়া ২৫শে মে ৮ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশিমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুমারখালী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এনামুল হক সবুজ।

১৭. বকচর, যশোর ২৫শে মে ৮ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুয্যামান। অনুষ্ঠান শেষে হুমায়ূন কবীরকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যেলা পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. মাদারবাড়িয়া, পাবনা ২৫শে মে ৮ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক সীরীন বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক আফতাবুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান ও আতাইকুলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি তারিক হাসান।

ইসলামের দেয়া সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী অনুসরণ করুন

-আমীরে জামা'আত

১৯. মাদারটেক, ঢাকা ২৫শে মে ৮ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এন্টিবায়োটিকে সাময়িক উপশম হয়, কিন্তু স্থায়ী ফল দেয় না। আহলেহাদীছ আন্দোলন স্থায়ী ফল লাভের

চেষ্টা করে। অতএব পরিশুদ্ধিতা ও নিয়মিত সাংগঠনিক পরিচর্যার মাধ্যমে আসুন আমরা পুঁতিগন্ধময় সমাজ পরিবর্তনে সচেষ্ট হই।

অত্র মসজিদের সভাপতি আলহাজ্জ তমীযুদ্দীন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শফীকুল ইসলাম, অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান, মিছবাহুল উলূম কামিল মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা এরশাদুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান, অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি জনাব আলমগীর ফকীর, সেক্রেটারী মুহাম্মাদ ফরীদ মিয়া সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিতি ছিলেন।

জুম'আর খুৎবা : এদিন মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি পবিত্র রামাযান মাসে সর্বাধিক তাক্বওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে বলেন, ছহীহ আক্বীদা, ছহীহ তরীকা ও পূর্ণ ইখলাছ ব্যতীত কোন সৎকর্ম কবুল হয় না। অতএব সার্বিক জীবনে রামাযানে পালিত তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

সকল বাধা অতিক্রম করে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যান

-আমীরে জামা'আত

২০. কুমিল্লা ২৬শে মে ৯ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই-কাকিয়ারচর ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা মসজিদে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হক আন্দোলনে চিরদিন বাধা ছিল আজও থাকবে। সূরা নমল ৪৯ আয়াতে বর্ণিত ছালেহ (আঃ)-এর কওমের ৯জন নেতার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকল যুগেই এটি সম্ভব। অতএব যে কোন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত উপেক্ষা করে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পবিত্র দায়িত্ব পালন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, ঢাকা মাদারটেক আহেলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, আড়াইবাড়ী কামিল মাদরাসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেক উপাধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান, সঊদী আরবের আল-খাফজী শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ আহাম, যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান ও আল-'আওন নিরাপদ রক্তদান সংস্থার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জামীলুর রহমান।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসান, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শেখ সা'দী ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আছিফ যোগদান করেন। পার্শ্ববর্তী বি-বাড়িয়া, ফেনী ও চাঁদপুর যেলাসহ কুমিল্লা যেলার লাকসাম, বাঞ্ছারামপুর প্রভৃতি শাখা ও এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী উক্ত ইফতার মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। মসজিদের নীচতলা, দোতলা এবং মাদরাসা ময়দানের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত প্যান্ডেল ও চেয়ারের মাধ্যমে সুধীদের বসার ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়। তিন হাযার মুছল্লীর অধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে ইফতার মাহফিল যেন যেলা সম্মেলনে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য, যেলা শহরের টাউন হল মিলনায়তনে ইফতার মাহফিলের স্থান নির্ধারণ করা হ'লেও প্রশাসনের বাধার মুখে সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব না হওয়ায় ১৪ মাইল দূরে এসে অত্র স্থানে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ।*

বেলা সোয়া ১২-টায় কোরপাই পৌঁছে প্রথমে আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের শ্বশুর কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক উপদেষ্টা মরহূম হাফেয আব্দুল মতীন সালাফীর বাসায় উঠেই সাথে সাথে আমীরে জামা'আত তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লার শাসনগাছা মারকায ও বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ও নবপ্রতিষ্ঠিত সালাফিইয়াহ মাদরাসা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। যেলা সভপতিসহ চট্টগ্রাম থেকে আগত দায়িত্বশীলগণ তাঁর সফরসঙ্গী হন। তিনি বুড়িচং বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৌঁছে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র আদর্শে পরিচালিত নব প্রতিষ্ঠিত বুড়িচং সালাফিইয়া মাদরাসা পরিদর্শন করেন। এসময়ে তিনি ছাত্র-শিক্ষক ও সুধীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করেন। সেখান থেকে কুমিল্লা শহরে পৌঁছে যেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র শাসনগাছায় প্রতিষ্ঠিত 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী শাসনগাছা' পরিদর্শনে যান। তিনি মারকাযে নির্মাণাধীন ভবনের কাজের খোঁজ-খবর নেন। এসময়ে তিনি ছাত্র-শিক্ষক ও সংগঠনের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি অত্র মারকাযের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে মারকায কেন্দ্রিক দাওয়াতী কর্মসূচী জোরদার করার আহ্বান জানান। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি কোরপাই ফিরে আসেন। কোরপাই এসে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কোরপাই শাখার সাবেক সভাপতি দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ আব্দুল আযীয ডিলার ও তার ভাই খলীল মিয়াঁকে দেখতে তাদের বাড়ীতে যান এবং তাদের জন্য দো'আ করেন।

দায়িত্বশীল বৈঠক : মাগরিবের ছালাতের পর আমীরে জামা'আত মাদরাসার দ্বিতীয় তলায় শিক্ষক মিলনায়তনে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেলায় দাওয়াতী কাজ বৃদ্ধির জন্য দায়িত্বশীলদের প্রতি জোরালো আহ্বান জানান। তিনি রামাযান মাসের বিশেষ দান ও এককালীন দানের কথা কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেন। এসময়ে তিনি চাঁদপুর, হাইমচর ও বাঞ্ছারামপুর থেকে আসা নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের আমন্ত্রণে কোরপাই দক্ষিণ পাড়াস্থ তার বাসায় গমন করেন। অতঃপর আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ১০-টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন ও রাত ১-টার দিকে সেখানে পৌঁছে যান।

২১. মাইজবাড়ী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ২৬শে মে ৯ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সরিষাবাড়ী থানাধীন মাইজবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন সালাফী, সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মানযূরুল ইসলাম ও সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মাসউদুর রহমান প্রমুখ।

২২. বাবুখালী, মুহাম্মাদপুর, মাগুরা, ২৬শে মে ৯ই রামাযান শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন বাবুখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা ওয়াহীদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ।

২৩. পানিপাড়া, নড়াগাতি, নড়াইল ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার : অদ্য বিকাল ৪-টা হ'তে যেলার নড়াগাতি থানাধীন পানিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নড়াইল যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ।

২৪. ছোট বেলাইল, বগুড়া ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার : অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও আল-'আওনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আবু বকর, প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন গামা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রায্যাক।

২৫. বড় দেলীরপাড়, ইসলামপুর, জামালপুর ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ইসলামপুর থানাধীন বড়দেলীরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক কামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

২৬. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরার যেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মাদ ইফতেখার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ নযরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মহীদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোওয়ার হোসাইন, তালা উপযেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা ডাঃ মুহাম্মাদ আবুল বাশার, বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও খুলনা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মনোয়ার হোসাইন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

২৭. গোবরা, গোপালগঞ্জ ২৮শে মে ১১ই রামাযান সোমবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন গোবরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা ফরহাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক ক্বারী আবু বকর ছিদ্দীক।

২৮. বোর্ডেরহাট, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ২৯শে মে ১২ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডের হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ. বি. এম হামীদুল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

২৯. কুড়িগ্রাম ৩০শে মে ১৩ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের যেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ।

৩০. সাঘাটা, গাইবান্ধা ৩০শে মে ১৩ই রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'আল-আওন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুর রাকীব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বগুড়া যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন।

৩১. মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৩০শে মে ১৩ই রামাযান বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে যেলার দৌলতপুর উপযেলাধীন মুহাম্মাদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আমীরুল ইসলাম মাষ্টার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফ্ফার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন।

৩২. কেওয়াবাড়ী, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা ৩১শে মে ১৪ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পলাশবাড়ী থানাধীন কেওয়াবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য আব্দুর রাযযাক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, 'আল-আওন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুর রাকীব প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক্ব, যেলার পাঠানডাঙ্গা দারুস সালাম মাদরাসার শিক্ষক আমজাদ হোসাইন প্রমুখ।

৩৩. নওদাপাড়া, রাজশাহী ৩১শে মে ১৪ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলার হল রুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব, পশ্চিম ও সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর দারুলহাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকার প্রমুখ।

৩৪. বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ৩১শে মে ১৪ই রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুয্যামান প্রমুখ।

৩৫. মোল্লাহাট, বাগেরহাট ৩১শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর মোল্লাহাট থানাধীন রাজপাট দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মোল্লাহাট থানা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যোবায়ের ঢালী।

মসজিদ উদ্বোধন

মেকিয়ার কান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১৮ই মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ার কান্দা বাজার সংলগ্ন নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আল-আওন'-এর অর্থ সম্পাদক ইবরাহীম তুহিন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় মেহমান উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

রাঙামাটি ৯ই মে বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাঙামাটি শহরের ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ ইয়াকূবের বাসভবনে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাষ্টার ফযলুল বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মাষ্টার ফযলুল বারীকে আহ্বায়ক ও হাফেয মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে 'আন্দোলন'-এর রাঙামাটি যেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ভূষণছড়া, বরকল, রাঙামাটি, ১০ই মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বরকল থানাধীন ভূষণছড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি হাজী রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

নবীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা ১৪ই মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মুরাদনগর থানাধীন নবীপুর ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মাদরাসার পরিচালক মুহাম্মাদ তোফায়যল হোসাইন।

একই দিন বাদ মাগরিব কাযিয়াতলা আহলেহাদীছ মসজিদে পৃথক আরেকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দশদোনা, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৫ই মে মঙ্গলবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার বাঞ্ছারামপুর থানাধীন দশদোনা গ্রামে হাশেম মোল্লার বাসভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাশেম মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইমাম বুখারী (রহঃ) সালাফিয়া মাদরাসা নবীপুরের পরিচালক তোফায়যল হোসাইন, সঊদী আরব প্রবাসী মুহাম্মাদ আল-আমীন ও মুহাম্মাদ সেলিম রেযা প্রমুখ। একই দিন বাদ এশা কুমিল্লা যেলার মুরাদনগর থানাধীন গাযীপুর আহলেহাদীছ মসজিদে পৃথক আরেকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা আলহাজ্জ ওয়াজেদ আলী (৮৮) গত ২১শে মে সোমবার ভোর সাড়ে ৬-টায় নওগাঁ যেলার নিয়ামতপুর থানার পুরোহিত গ্রামের নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। তিনি মৃত্যুকালে ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান। ঐ দিন বিকাল ৫-টায় তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার বড় ছেলে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, মারকায এলাকার সোনামণি পরিচালক আবু রায়হান এবং যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

যারা এসব শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করে ফিরে আসেন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেন, তারা তাদের বৈশিষ্ট্যগত কারণে 'আহলেহাদীছ' বলে অভিহিত হয়ে থাকেন। একারণেই তাদের পরিচালিত মসজিদগুলি 'আহলেহাদীছ মসজিদ' বলে পরিচিত। যদিও সেখানে সকল মুসলমানের ছালাতের অধিকার অবারিত। নবীযুগে মদীনায় মসজিদে বনু যুরায়েক্ব *(বুখারী হা/৪২০)* মসজিদে বনু মু'আবিয়া *(মুসলিম হা/২৮৯০)* নামে পরিচিত মসজিদসমূহ ছিল। সাধারণ মানুষ এখন দ্রুত বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে ফিরে আসছে। আর সেটাই হ'ল বিরোধীদের গাত্রদাহের কারণ।

বড় বড় মাদ্রাসাগুলিতে সব ক্লাসে নিজেদের মাযহাবী ফিক্বহ পড়িয়ে শেষে দাওরা ক্লাসে একবছর কুতুবে সিত্তাহ পড়ানো বরকতের নামে হাদীছের সাথে তামাশা ছাড়া কি হ'তে পারে? এরপর বুখারী শরীফের শেষ হাদীছটি পড়িয়ে খতমে বুখারীর জমকালো অনুষ্ঠান করার অর্থ কি? অথচ বুখারীর হাদীছের উপর আমল নেই। এজন্যই তো তাদের অনূদিত ছহীহ বুখারীকে অনেক বিজ্ঞ পাঠক 'রাদ্দুল বুখারী' বলেন। একই অবস্থা অন্যান্য হাদীছের ও কুরআনের তাফসীরের। একজন শাফেঈ ও একজন আহলেহাদীছের ছালাতের নিয়ম একই। একজনের আনুগত্য তার মাযহাবের নিকট, অন্যজনের আনুগত্য হাদীছের নিকট। দু'জনের নেকী সমান হবে কি? তারা নিজ মাযহাবের আলোকে হাদীছের ব্যাখ্যা করেন ও মাযহাবী ফক্বীহ ও মুফতী সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে আহলেহাদীছগণ নির্দিষ্টভাবে কারু রায়-এর ভিত্তিতে কুরআন-হাদীছ ব্যাখ্যা করেন না। বরং কুরআন-হাদীছের ভিত্তিতে রায়-এর ব্যাখ্যা করেন। এটিই আহলেহাদীছের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নৈতিক ভিত্তি। এই ভিত্তি ধ্বংস করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃত আহলেহাদীছ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ মর্যাদা কখনোই ক্ষুণ্ন করেন না।

আহলেহাদীছরা ১৯ শতকে 'বৃটিশের অনুমোদিত নতুন দল' বলে তাচ্ছিল্য করা বিজ্ঞদের জন্য শোভনীয় নয় *(দ্রঃ থিসিস ২৭৫ পৃ.)*। একইভাবে উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছের কোন ভূমিকা ছিল না বলে যারা দাবী করেন, তারা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যান। ইতিহাসের একজন সাধারণ পাঠকও জানেন বালাকোট-বাঁশের কেল্লা কাদের সোনালী উত্তরাধিকার। যখন শী'আ-সুন্নী পীর-আউলিয়ারা ইংরেজ তোষণে ও দরগা-খানক্বাহ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন, তখন আহলেহাদীছ নেতারা বৃটিশের গুলি ও জেল-যুলুমের লোভনীয় শিকার ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর যারা রাখেন, তারাও সেখানে বহু আহলেহাদীছ ঘরের বীর সন্তানদের গৌরবময় ইতিহাস পাবেন। কিন্তু কোথাও একজন পীর-আউলিয়ার নাম খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অতএব আহলেহাদীছদের মসজিদ-মাদ্রাসা দখল করার কপট চিন্তা ছেড়ে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে জাতির মঙ্গল চিন্তা করুন।

পবিত্র রামাযান মাসে জুম'আর দিন আলেমদের যেসব সংগঠন দলবল নিয়ে আহলেহাদীছ মসজিদ দখলের জন্য অশ্রাব্য গালি-গালাজ করে মিটিং-মিছিল করেন, তারা কোন স্তরের আলেম একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তারাতো কোন মদের আড্ডা বা ব্যভিচারের আড্ডা ভাঙতে যান না। তার চাইতে কি আহলেহাদীছের মসজিদ ভাঙ্গায় নেকী বেশী! তবুও ভালো যে তারা ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদে হানাফী-শাফেঈ দাঙ্গার সময় উভয় পক্ষের আলেমগণের ন্যায় রামাযানের ফরয ছিয়াম স্থগিতের ফৎওয়া দেননি *(ফিরকাবন্দী ২৬ পৃ.)*। আফসোস! শত আফসোস! এরাই আবার ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের শ্লোগান দেন। সর্বাগ্রে নিজেদের আচরণে ইসলাম কায়েম করুন। তারপর দেশে কায়েম করা যাবে কি-না ভেবে দেখবেন। পরিশেষে বলব, চার ইমামের নির্দেশ অনুযায়ী তাক্বলীদ ছেড়ে নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করুন এবং মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ দেখান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন *(স.স.)*।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : 'শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালন করা হয়' -এর তাৎপর্য কি।

-ওবায়দুল্লাহ, বালিয়াভাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)*। হাদীছটির ব্যাখ্যা এসেছে অন্য বর্ণনায়, যেখানে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৎকর্মের জন্য ১০ গুণ নেকী নির্ধারণ করেছেন। অতএব রামাযানে ছিয়াম পালন, দশ মাসের (ছিয়াম পালনের) সমতুল্য গণ্য হয়। আর 'ঈদুল ফিৎরে'র পর (শাওয়াল মাসের) ছয় দিন ছিয়াম পালন দুই মাস ছিয়াম পালনের সমতুল্য গণ্য হয়। ফলে তা পুরো বছর ছিয়াম পালনের সমতুল্য হয় *(ইবনু মাজাহ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, ছহীহুত তারগীব হা/১০০৭)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৩০×১০)=৩০০ দিন হয়। আর শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৬×১০)=৬০ দিন হয়। মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা হিসাবে ৩৬০ দিনে এক বছর। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। মূলতঃ এখানে উদ্দেশ্য হ'ল ছওয়াব বর্ণনা করা *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৮১-৮২)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : যোহর ও আছরের ছালাতে শেষ ২ রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলানো যাবে কি?

-নাজমুল হুদা, চরমোহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ বিষয়ে সাধারণ নিয়ম হ'ল- যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরা পড়বে এবং ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮)*। ওমর, আলী, জাবের (রাঃ) সহ অধিকাংশ ছাহাবীর আমল ও নির্দেশনা উক্ত হাদীছ মোতাবেক ছিল *(ইবনু মাজাহ হা/৮৪৩, দারাকুৎনী, ইরওয়া ২/২৮৩, ২৮৮, সনদ ছহীহ; মুগনী ১/৪১২*।

তবে কখনো কখনো শেষের দু'রাক'আতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহরের প্রথম দুই রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ কিরাআত পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ। অথবা বলেন, এর অর্ধেক পরিমাণ। এবং আছরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ কিরাআত পাঠ করতেন এবং শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ' *(মুসলিম হা/৪৫২; আহমাদ হা/২৩১৪৬)*। এছাড়া কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায় *(মুওয়াত্ত্বা, মির'আত ১/৬০০ পৃঃ; ঐ ৩/১৩১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০০)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, হাদীছে সূরা ফাতিহা শেষে কেবল একবার নয় তিনবার আমীন বলার নির্দেশও এসেছে। সুতরাং হাদীছ নয়, বরং ফক্বীহগণ হাদীছ থেকে কি দলীল নিয়েছেন তা দেখতে হবে। একথা সঠিক কি?

-মুরশেদ খান, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) সূরা ফাতিহা শেষে তিনবার আমীন বলেছেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(মু'জামুল কাবীর হা/৩৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২৬৬৭)*। দ্বিতীয়তঃ অত্র হাদীছটি ইবনু মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে তিনবার আমীন বলার কথা নেই *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫৫; মিশকাত হা/৮৪৫; ছহীহাহ হা/৪৬৫)*। বরং অসংখ্য ছহীহ হাদীছে একবার আমীন বলার বর্ণনা রয়েছে *(বুখারী হা/৭৮০; আবুদাউদ হা/৯৩২; মিশকাত হা/৮২৫)*। অতএব উক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে তিনবার আমীন বলা সিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : ছালাতে দাঁড়ানোর সময় মুছল্লীর দুই পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁকা থাকবে? প্রচলিত আছে যে, চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা থাকবে'- একথার ভিত্তি আছে কি?

-মশীউর রহমান, সাহাপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তবে হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাতারে দাঁড়িয়ে শরীরের স্বাভাবিক ভারসাম্য অনুযায়ী পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে যতটুকু ফাঁকা রাখার প্রয়োজন হয়, ততটুকু ফাঁকা রাখবে *(বুখারী হা/৭২৫; আবুদাউদ হা/৬৬২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/৩৫৭)*। আর সমাজে প্রচলিত কথা 'দু'পায়ের মাঝে হস্ত তালু পরিমাণ স্থান ফাঁকা রাখবে' শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/১৮)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : আযানের দো'আ হিসাবে আমাদের দেশে যে অতিরিক্ত অংশ পাঠ করা হয় তা সঠিক কি?

-মুনীরুল আলম
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) যেক্ষেত্রে যে দো'আ পাঠের নির্দেশনা দিয়েছেন, কোনরূপ কমবেশী ছাড়া হুবহু তার অনুসরণ করতে হবে *(বুখারী হা/২৪৭)*। বিভিন্ন গ্রন্থে দুর্বল সূত্রে আযানের দো'আয় বিভিন্ন বাক্য এসেছে, যা আমলযোগ্য নয়। যেমন বায়হাক্বীতে *(১ম খণ্ড ৪১০ পৃঃ)* বর্ণিত আযানের দো'আর শুরুতে *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি হাক্বক্বে হা-যিহিদ দাওয়াতে'* (শায) **(২)** একই হাদীছের শেষে বর্ণিত *'ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মী'আ-দ* (শায) **(৩)** ইমাম ত্বাহাবীর

‘শারহু মা‘আনিল আছার’-য়ে বর্ণিত *‘আ-তি সাইয়িদানা মুহাম্মাদান’* (মুদরাজ ও শায) **(৪)** ইবনুস সুন্নীর ‘ফী ‘আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ’তে *‘ওয়াদ্দারাজাতার রাফী‘আতা’* (বানোয়াট ও সংযোজন) **(৫)** রাফেঈ প্রণীত ‘আল-মুহার্রির’-য়ে আযানের দো‘আর শেষে বর্ণিত *‘ইয়া আরহামার রা-হিমীন’* (ভিত্তিহীন) **(৬)** আযানের দো‘আয় যোগ করা *‘ওয়ারঝুক্বনা শাফা‘আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ’* (বানোয়াট) **(৭)** শেষে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ, ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলা (বানোয়াট) *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩, পৃঃ ১/২৬০-৬১; ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ পৃঃ; মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাত ২/১৬৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ পৃঃ ১/৯২)*। অতএব এসব পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৮-৭৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : আমাদের এলাকায় কেউ কেউ ৪০ দিনের জন্য ই‘তিকাফে বসে। এরূপ বিধান শরী‘আতে আছে কি?

-আমীনুল ইসলাম, নালবাড়ী, আসাম, ভারত।

উত্তর : এরূপ কোন বিধান নেই। বরং রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক রামাযানে ১০ দিন ই‘তিকাফ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ রামাযানে পূর্বের বছরের ছুটে যাওয়া ই‘তিকাফের ক্বাযাসহ ২০ দিন ই‘তিকাফ করেছিলেন *(বুখারী হা/২০৪৪; আহমাদ হা/২১৩১৪)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : আমার স্ত্রী আমাকে তালাক দেওয়ার তের দিনের মাথায় অন্যত্র বিবাহ করে। তার দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়েছে কি?

-কে. এম. হাসান, বাগেরহাট।

উত্তর : ‘খোলা’কারিনীর ইদ্দতকাল এক হায়েয। ছাবিত বিন ক্বায়সের স্ত্রী স্বামীর নিকট হ’তে খোলা‘ তালাক গ্রহণ করলে নবী করীম (ছাঃ) তার ইদ্দতের সময় একটি হায়েয নির্ধারণ করেন *(আবুদাউদ হা/২২২৯; হাকেম হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে ১৩ দিনের পূর্বে উক্ত নারী হায়েয থেকে পাক হয়ে গেলে বিবাহ বৈধ হবে, নইলে নয়। এক্ষণে বিবাহ বৈধ না হ’লে উভয়কে পৃথক করে দিতে হবে এবং উক্ত নারী ইদ্দতের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, ইরওয়াউল গালীল হা/২১২৪-২৫)*। সাথে সাথে কৃত গোনাহের জন্য একনিষ্ঠ চিত্তে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : এক ব্যক্তি চার শতক জমি ক্রয় করেছিল। বর্তমানে নকশায় দেখা যাচ্ছে তা আট শতক। এক্ষণে ক্রেতার জন্য অতিরিক্ত চার শতক জমি ভোগ করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ আলী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : অতিরিক্ত জমি ভোগ করা জায়েয হবে না। কারণ সেগুলোর মালিক বিক্রেতা। এক্ষণে বিষয়টি জমির মালিককে অভিহিত করে অতিরিক্ত অংশ তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদের ফেরত দিতে হবে। এছাড়া বিষয়টি প্রশাসন বিভাগের ভুলেও হ’তে পারে। সেক্ষেত্রে সেখান থেকে তা সমাধান করার চেষ্টা করবে। কোন কূট-কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। নইলে কঠিন গুনাহের ভাগিদার হ’তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ী রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : জনৈক আলেম বলেন, সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। অতএব কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না হ’লে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- নে‘মাতুল্লাহ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইমাম বুখারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, উক্ত আয়াতটি ‘মানসূখ’ নয়। বরং এর অর্থ হ’ল, যাদের ছিয়াম রাখার ক্ষমতা নেই যেমন অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, তারা প্রতিদিনের ছিয়ামের বদলে একজন মিসকীন খাওয়াবেন *(বুখারী হা/৪৫০৫ ‘তাফসীর’ অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : জুম‘আর দিনে মৃত্যুবরণ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-ফিরোয আলম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি হ’ল, ‘কোন মুসলমান যদি জুম‘আর দিনে বা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হ’তে রক্ষা করেন’ *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৭৭৩)*। উক্ত হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ‘হাসান’ হিসাবে উল্লেখ করলেও শায়খ শু‘আইব আরনাঊত্ব ও হুসাইন সালীম আসাদ হাদীছটি যঈফ সাব্যস্ত করেছেন *(তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৮২; তাহকীক মুসনাদে আবু ইয়া‘লা হা/৪১১৩)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে যঈফ বলেছেন *(ফাৎহুল বারী ৩/২৫৩)*। এছাড়া কোন ছাহাবী শুক্রবারে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিন তথা সোমবারে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন *(বুখারী হা/১৩৮৭)*। মোদ্দাকথা এরূপ গায়েবের বিষয় ত্রুটিপূর্ণ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না করাই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : রুকূর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ ‘সাকতা’ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে কি? যদি না যায় তবে তা কখন পড়তে হবে?

-যাকারিয়া, মেহেরপুর।

উত্তর : এ স্থানে সাকতা করার বিধান সম্বলিত হাদীছটি যঈফ *(দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৫, যঈফ আবুদাউদ হা/৭৭৭-৭৮০)*। সুতরাং তা আমলযোগ্য নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والجمهور لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرأ المـــاموم– ‘জমহূর বিদ্বানগণ এটা মুস্তাহাব মনে করেন না যে, ইমাম চুপ থাকুন, যাতে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়তে পারে’ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু‘আ ফাতাওয়া ২২/৩৩৯)*। শায়খ আলবানী বলেন, ‘উপরোক্ত কথার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পরে ইমামের চুপ থাকার এবং সেই সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের কোন দলীল নেই। যেমন পরবর্তীকালে কেউ কেউ বলে থাকেন’ *(আলবানী, মিশকাত হা/৮১৮-এর টীকা-৪)*।

এক্ষণে সূরা ফাতিহা কখন পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, اِقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*। রাবী ও ছাহাবীর এধরনের স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়ার পরে অন্য কারু বক্তব্য তালাশ করা মুমিনের কর্তব্য নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ জুলাই ২০০৪, প্রশ্ন নং ৪০/৪০০)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : কাউকে দাফন করার পর সেখানে লোকেরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে?

-আমীর হামযা, মদনচক জামে মসজিদ, নওগাঁ।

উত্তর : দাফনের পর তার জন্য ইস্তিগফার ও কবরে প্রশ্নোত্তরে দৃঢ় থাকার জন্য দো'আ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তিনি যেন মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দানের সময় দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য দো'আ কর। কেননা তাকে এখুনি প্রশ্ন করা হবে' *(আবুদাঊদ হা/৩২২১; মিশকাত হা/১৩৩)*। উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) একটি উট যবেহ করা ও তার গোশত বণ্টনের সময় পরিমাণ কবরের পাশে থাকার যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা তাঁর নিজস্ব মত মাত্র। যার সমর্থনে কোন ছাহাবীর আমল নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১৩২)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : হাদীছে আছে 'বিবাহ করলে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয়, বাকীগুলির বিষয়ে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে'। এক্ষণে কেউ বিবাহ না করলে কি দ্বীনের অর্ধেক পূরণ না করার কারণে জাহান্নামে যাবে? অথচ আমি ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ যাকাত ও অন্যান্য সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করি। ছহীহ হাদীছের আলোক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আজমাঈন, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছে 'বিবাহ দ্বীনের অর্ধেক বা ঈমানের অর্ধেক' কথাটি বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য অলংকারপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তা মানুষের চারিত্রিক সংযম বজায় রাখা এবং অশ্লীল কর্ম হ'তে দূরে থাকার বড় মাধ্যম। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল বিবাহ মানুষকে যেনা থেকে পবিত্র রাখে। আর এই পবিত্রতা ঐ দু'টি স্বভাবের অন্যতম, যার হেফাযত করতে পারলে রাসূল (ছাঃ) তার জান্নাতের যামিনদার হবেন। যেমন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হেফাযত করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিনদার হব' *(বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২; কুরতুবী, সূরা রা'দ ১৩/৩৮ আয়াতের তাফসীর)*।

স্মর্তব্য যে, বিবাহ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। মানব বংশ রক্ষার জন্য এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিবাহ না করলে অর্ধেক ঈমান বিনষ্ট হবে।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : আমার নিজস্ব দোকান থেকে মাল নিয়ে আমি ৫টি ভ্যানে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাজারের চেয়ে কিছুটা বেশী মূল্যে কিস্তিতে মাল বিক্রি করি। কারণ ভ্যানচালকদের বেতন ও বাকি টাকা উঠাতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-হাবীবুর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : এর জন্য প্রয়োজনমত কিছু সার্ভিস চার্জ নিতে পারেন। কিন্তু নগদে কম মূল্যে ও বাকীতে বেশী মূল্যে বিক্রয় করলে তা জায়েয হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যবসায়ের মধ্যে দুই বিক্রয় নিষেধ করেছেন' *(তিরমিযী হা/১২৩১; মুওয়াত্ত্বা হা/২৪৪৪; নাসাঈ হা/৪৬৩২; আহমাদ হা/৯৫৮২; মিশকাত হা/২৮৬৮)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু'টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে' *(আবুদাঊদ হা/৩৪৬১; হাকেম হা/২২৯২; ছহীহাহ হা/২৩২৬; বিস্তারিত দ্রঃ 'বায়'এ মুআজ্জাল' বই)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : মুছল্লীরা সম্মিলিতভাবে তারাবীহর ছালাত শেষ রাতে জামা'আতের সাথে পড়তে চাইলে সেটা করা যাবে কি?

-মেহেদী হাসান, ছাতিয়ানতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭ যে তিনদিন জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছেন সেই তিনদিন প্রথম রাতেই শুরু করেছেন। যা কখনো রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং শেষদিন সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত রাত্রির ছালাত আদায় করবে, তার জন্য সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী লেখা হবে *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*। ইমাম আহমাদ (রাঃ)-কে তারাবীহ্‌র ছালাত শেষ রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, না। বরং মুসলমানদের প্রচলিত আমলই আমার নিকটে অধিক প্রিয় *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ২/১২৫)*। অতএব শেষরাতে নয়, বরং সন্ধ্যারাতে তারাবীহ শুরু করতে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : ওযূর সময় পরপুরুষ থাকা অবস্থায় নারীদেরকে কি মাথার কাপড় সরিয়ে মাথা মাসাহ করা যাবে? এছাড়া নারী দেহের কোন অংশ পুরুষ দেখে ফেললে মহিলাদের ওযূ নষ্ট হয়ে যায় কি?

-মাসঊদুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : না। বরং ওড়নার উপর দিয়ে মাথা মাসাহ করবে। রাসূল (ছাঃ) নিজে মোযা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন *(মুসলিম হা/২৭৫; তিরমিযী হা/১০১)*। তিনি বলেছেন, 'তোমরা

মোযা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ কর' *(আহমাদ হা/২৩৯৩৯, সনদ ছহীহ)*। অতএব এরূপ শারঈ কারণে নারী-পুরুষ সবার জন্য ওড়না বা পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল 'উমদাহ ১/২৬৫-৬৬)*। আর নারী দেহের কোন অংশ পুরুষ কর্তৃক দেখে ফেলা ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। অতএব এতে ওযূ ভঙ্গ হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/২৭০)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : মসজিদে গিয়ে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করে চুপচাপ বসে থাকলে ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মেহেদী হাসান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ ছালাত তাকে আটক রাখে, ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যে থাকে। তোমাদের কেউ যে মজলিসে ছালাত পড়েছে, তাতে যতক্ষণ সে অবস্থান করে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দো'আ করতে থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! তার তওবা কবূল করুন। যতক্ষণ না তার ওযূ ছুটে যায় এবং যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় (ততক্ষণ এ দো'আ চলতে থাকে) *(মুসলিম হা/৬৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহার পর ইমাম কর্তৃক পঠিত সূরা সমূহের সাথে মুক্তাদী যদি মনে মনে একই সাথে তা পাঠ করে তাতে বাধা আছে কি?

-বারাকাত, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

উত্তর : এসময় সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন সূরা পাঠ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাকো ... *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আহমাদ হা/২২৭২৩; আবুদাউদ হা/৮২৩; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : ঔষধের দোকানে তরল জাতীয় কিছু ঔষধ পাওয়া যায়, যা রোগের উপশমের কাজ করে। আবার মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তা নেশা করার জন্য ব্যবহার করে। এরূপ ঔষধ সেবন করা জায়েয হবে কি?

-রাশেদুয্যামান, ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তর : এরূপ ঔষধ সেবন করা জায়েয। কারণ হালাল জিনিসকে হারাম উদ্দেশ্যে কেউ ব্যবহার করলে তা হারাম হয়ে যায় না *(ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ২২/১১০; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৩১/৩)*। যেমন তালের রস খাওয়া হালাল হ'লেও কেউ তা মদ হিসাবেও ব্যবহার করে।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : পর্দা রক্ষার্থে কোন নারী তার দুলাভাই বা অন্য কোন গায়ের মাহরাম নিকটাত্মীয়র সাথে মোবাইলে বা সরাসরি কথা না বললে সম্পর্ক বিনষ্টের শামিল হবে কি?

-মুখতারুল ইসলাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : গায়ের মাহরাম পুরুষের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয। তবে এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয় (১) তাদের সাথে এমন কোমল কণ্ঠে কথা বলা যাবে না, যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা প্রলুব্ধ হয় *(আহযাব ৩৩/৩২)*। (২) এরূপ কারু সাথে একাকী হবে না *(তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৩১১৮)*। সর্বদা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। যাতে সম্পর্ক বিনষ্ট না হয়। আবার পর্দাও রক্ষা হয়। আর এরূপ কোন আত্মীয় অসৎ মানসিকতার হয়ে থাকলে তাকে অবশ্যই এড়িয়ে চলবে।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : পুরাতন মদের বোতল পরিষ্কার করে তা পানি পানের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি?

-আব্দুল হাসীব, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মদের বোতল ব্যবহার না করাই উত্তম। বাধ্যগত অবস্থায় ব্যবহার করতে হ'লে ভালোভাবে ধৌত করে নিয়ে ব্যবহার করবে। যাতে পাত্রে মদের কোন চিহ্ন বা ক্রিয়া না থাকে। আবু ছা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমরা আহলে কিতাবদের প্রতিবেশী এবং তারা তাদের হাঁড়িতে শূকরের গোশত রান্না করে ও তাদের পাত্রে মদ্যপান করে। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তবে তোমরা তাতে পানাহার করবে। আর যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তবে তোমরা তা উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করে তাতে পানাহার করতে পার' *(আবুদাউদ হা/৩৮৩৯; ইরওয়া হা/৩৭; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৬)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : আমাদের বিবাহের সময় অফিসের সহকর্মীদের উপস্থিতিতে নিজেরাই পসন্দ অনুযায়ী বিবাহ করি। পরবর্তীতে উভয় পরিবার এটি মেনে নিয়েছে এবং আমাদের দু'টি সন্তান রয়েছে ১২ ও ৭ বছর বয়সের। সেসময় শরী'আতের বিধান সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আমাদের বিবাহ কি সঠিক হয়েছিল? না হ'লে আমাদের করণীয় কি?

-আব্দুস সালাম, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ ওলী ছাড়া কোন নারীর জন্য বিবাহ সিদ্ধ নয় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। এক্ষণে উভয়কে একনিষ্ঠ চিত্তে তওবা করতে হবে এবং নতুনভাবে নিয়মমাফিক বিবাহ করতে হবে। এছাড়া না জানার কারণে তারা যদি বিবাহ জায়েয হয়েছে মনে করে সহবাস করে, সেক্ষেত্রে তাদের একত্রবাস 'সন্দেহপূর্ণ' বিবাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমতাবস্থায় সন্তানদ্বয় পিতার সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং পিতার সম্পদে তারা ওয়ারিছ হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১০৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/৩৮৭)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : যাকাত আদায়ের জন্য অধিক নেকীর আশায় রামাযান মাসকে নির্দিষ্ট করা যাবে কি? এছাড়া

ব্যবসার সম্পদ একবছর পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত আদায় রামাযান মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে কি?

-যিয়াউর রহমান, দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : এরূপ করার কোন দলীল নেই। বরং নেকীর কাজ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। কেননা বিপদাপদ ও প্রতিবন্ধকতা যে কোন সময় আপতিত হ'তে পারে। তাছাড়া মৃত্যু থেকে কেউ নিরাপদ নয় এবং বিলম্ব কখনোই প্রশংসিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফিৎনাসমূহ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমরা দ্রুত নেক আমল সম্পাদন কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৩ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়)*। বরং আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যাকাত আদায়ের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন *(তিরমিযী হা/৬৭৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : শিশুরা বিভিন্ন প্রাণীর পুতুল নিয়ে খেলা-ধুলা করতে পারবে কি?

-উম্মে হাসীবা, রেহাইর চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম আর আমার কিছু সাথীও আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবেশ করতেন তখন তারা আত্মগোপন করত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর তারা আমার সাথে খেলত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৩)*। নববী বলেন, মেয়েদের খেলনার বিষয়টি স্বতন্ত্র। কারণ এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। খেলনাটি মানবাকৃতির হৌক বা প্রাণীর আকৃতির হৌক, দেহধারী হৌক বা দেহহীন হৌক, প্রাণীকুলের মধ্যে তার সাদৃশ্য থাক বা না থাক যেমন দু'ডানা ওয়ালা ঘোড়া *(ফাৎহুল বারী ১০/৫২৭; তোহফা ৫/৩৫০)*।

হাদীছ অনুযায়ী আয়েশা (রাঃ) মাটি দিয়ে নিজ হাতে এই পুতুলগুলো বানিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মাটির পুতুল তৈরি করে তাকে কাপড় পরানো ও সেবাযত্ন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সন্তান প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এতে দোষ নেই। কিন্তু এই অজুহাতে বাজার থেকে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রাণীর খেলনা পুতুল কিনে আনা জায়েয নয় *(মুহাম্মাদ বিন জামীল যায়নু, তাওজীহাত ইসলামিয়্যাহ, পৃঃ ১১২, বিস্তারিত দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্লাস্টিক দ্বারা বা এর চেয়ে উন্নত কোন পদার্থ দ্বারা কুকুর, বানর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, মাছ, সাপ ইত্যাদির মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে এবং তা আলমারিতে, ঘরে বা গাড়িতে রেখে দেওয়া হচ্ছে বা ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে এগুলো পুতুলের নামে মূর্তি পূজার শামিল। অতএব খেলনা পুতুল এমনকি প্রাণীর মূর্তি বিশিষ্ট মিষ্টান্ন বানানো ও তা ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : মিথ্যা সার্টিফিকেট ও মিথ্যা অভিজ্ঞতা সনদ দিয়ে চাকুরী নিলে উক্ত উপার্জন হালাল হবে কি?

-ফারূক হোসাইন, টাঙ্গাইল।

উত্তর : হালাল হবে না। কারণ এটা প্রতারণা মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০, ৩৫২০)*।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : জনৈকা মহিলা বিগত বছরের কিছু ক্বাযা ছিয়াম পালন করেনি। যখন স্মরণ হয়েছে তখন পরবর্তী রামাযান উপস্থিত। এক্ষণে তাকে রামাযানের ছিয়াম না ক্বাযা ছিয়াম সর্বাগ্রে আদায় করতে হবে?

-আব্দুল আলীম

খালতিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : এমন অবস্থায় তাকে সর্বাগ্রে রামাযানের ছিয়াম পালন করতে হবে এবং পূর্বের ছুটে যাওয়া ছিয়াম রামাযানের পরে আদায় করবে। সাথে সাথে কাযা আদায়ে দেরী করে ফেলার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(নববী, আল মাজমূ' ৩/৩৬৬; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৪৫১)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : ছালাতের শেষ তাশাহহুদে যোগদান করলে যেহেতু তা রাক'আত হিসাবে গণ্য হয় না, সেহেতু তাশাহহুদে পঠিতব্য দো'আগুলি পাঠ করতে হবে কি?

-রাকীবুল ইসলাম, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : পাঠ করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করতে এসে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, তখন ইমাম যেরূপ করে সেও যেন অনুরূপ করে' *(তিরমিযী হা/৫৯১; মিশকাত হা/১১৪২; ছহীহুল জামে' হা/২৬১)*। এছাড়া রাক'আত গণ্য না হ'লেও এর মাধ্যমে সে জামা'আতের ছওয়াব পেয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/২২৪, ৭/৩২১; বাহূতী, কাশশাফুল কেনা' ১/৪৬০)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : সামাজিক ঐক্য রক্ষার্থে সাময়িকভাবে বিদ'আতী আমল করা যাবে কি?

-সজীব আহমাদ, সফীপুর, গাযীপুর।

উত্তর : জেনে বুঝে কখনোই বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কারণ জেনে-শুনে বিদ'আতকারীর কোন আমল কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে তওবা করে ফিরে আসে' *(বুখারী হা/৩১৭২; মুসলিম হা/১৩১৭; মিশকাত হা/২৭২৮, ত্বাবারাণী, ছহীহুত তারগীব হা/৫৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : ওয়ালীমা করা কি বিবাহের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত? ওয়ালীমা করার নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা আছে কি?

-তরীকুল ইসলাম, বিটিইসি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : ওয়ালীমা করা বিবাহের শর্ত নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি ওয়ালীমা কর। একটি বকরী দিয়ে হ'লেও' *(বুখারী হা/২০৪৮, মিশকাত হা/৩২১০)*। আর বাসর রাতের পরের দিন ওয়ালীমা করাই সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করার পরদিন ওয়ালীমা করেছিলেন *(বুখারী হা/৫১৭০; ইবনু তায়মিয়াহ. ফাতাওয়াউল কুবরা ৫/৪৭৮)*। এছাড়া তিনি ছাফিয়াহ (রাঃ)-কে বিবাহের পর তিনদিন যাবৎ ওয়ালীমা খাইয়েছিলেন *(মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩৮৩৪, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : আমার ফুফা মৃত্যুর পূর্বে তার সঞ্চিত অর্থ আমার ফুফুর নিকটে রেখে যান। ফুফাতো ভাই-বোনদের মধ্যে বড় ছেলের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই আমার ফুফু উক্ত অর্থ ফিক্সড ডিপোজিট করে তিন মাস পরপর যা সূদ আসে তা বড় ছেলেকে দেন। এজন্য আমার ফুফু বা তা বড় ছেলে গুনাহগার হবেন কি?

-রুবেল, ঢাকা।

[আপনার নাম পরিবর্তন করে আরবীতে সুন্দর নাম রাখুন (স.স)]।

উত্তর : এভাবে টাকা রেখে সূদের অর্থ সন্তানকে দান করা জায়েয নয়। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। এরূপ করার কারণে মূলত উক্ত মা গুনাহগার হবেন। এক্ষণে উক্ত টাকা উঠিয়ে মূল টাকা থেকে সন্তানের পিছনে খরচ করবেন। অথবা তা কোন বৈধ ব্যবসায় খাটিয়ে সেখান থেকে সন্তানদেরকে সহযোগিতা করবেন।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : জোরে আমীন বললে মসজিদ থেকে অপমান করে বের করে দেয়। এক্ষণে করণীয় কি? বিশেষতঃ জুম'আর ছালাতের ক্ষেত্রে করণীয় কি? সেটাও কি বাড়িতে পড়া যাবে?

-ইশতিয়াক শাকীল, বাঘারপাড়া, যশোর।

উত্তর : বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করবে। তবে বাধ্যগত অবস্থায় অনুচ্চস্বরে আমীন বলে হ'লেও জামা'আতে ছালাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে সুন্নাতের উপর আমল করায় বাধাদানকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সুন্নাতের উপর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিত আমল করতেন। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে '*গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লাযযোয়া-ল্লীন*' পড়ে জোরে আমীন বলতে শুনেছি' *(তিরমিযী হা/২৪৮; আবুদাঊদ হা/৯৩২; মিশকাত হা/৮৪৫)*। জোরে 'আমীন' বলার প্রমাণে সতেরটি হাদীছ এবং তিনটি আছার রয়েছে *(নায়লুল আওত্বার ২/১২২ পৃঃ)*। এমনকি হানাফী আলেমদের নিকটেও নীরবে আমীন বলার হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। যেমন আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'নীরবে আমীন' বলার সনদে ত্রুটি আছে। সঠিক ফৎওয়া হ'ল জেহরী ছালাতে জোরে 'আমীন' বলা' *(শরহ বেকায়াহ ১৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : লাশের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি? এতে লাশের কষ্ট দূর হয় বলে কথিত আছে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুরাদ আলী, মীরগড়, পঞ্চগড়।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মৃত্যুর পর লাশের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত *(আল-ইখতিয়ারাত ১/৪৪৭, ৯১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শ্বে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত' *(যাদুল মা'আদ ১/৫৮৩ পৃঃ)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াতকে বিদ'আত বলতেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১৯/০৫)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত ও তার মুখমণ্ডল ক্বিবলার দিকে ঘুরানোর ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি *(আহকামুল জানায়েয ১/১১, মাসআলা নং ১৫)*। কুরআন তেলাওয়াতে লাশের কষ্ট দূর হয় বলেন যা কথিত আছে, তা ভিত্তিহীন কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। কারণ মৃত ব্যক্তি কিছুই শুনতে পায় না *(নমল ২৭/৮০)*। অতএব তাকে কুরআন শুনানো পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : হাদীছে ইতিকাফ অবস্থায় প্রয়োজন ব্যতীত ই'তিকাফস্থল থেকে বের হ'তে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে কি কি প্রয়োজন এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

-সোহেল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : অবশ্য প্রয়োজনীয় বলতে মূলতঃ পায়খানা ও পেশাবের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুলবারী হা/২০২৯-এর আলোচনা)*। অতএব মসজিদে টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকলে বাড়ি থেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আসতে পারে *(বুখারী হা/২০২৯; মুসলিম হা/২৯৭)*। এছাড়া অন্যান্য বাধ্যগত প্রয়োজনও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল, সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং বাধ্যগত প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না'... *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/১৯২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : টয়লেটে প্রবেশের সময় মুখ ঢাকার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল মালেক

দুমকী, পটুয়াখালী।

উত্তর : টয়লেটে প্রবেশের সময় মুখ ঢাকার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন আমল প্রমাণিত নেই। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছসমূহ যঈফ *(যঈফাহ হা/৪১৯১-৯২; যঈফুল জামে' হা/৪৩৯৩)*। তবে আবুবকর (রাঃ) এসময় মাথা আবৃত করতেন মর্মে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১১৩৩)*। সেকারণ কোন কোন বিদ্বান টয়লেটে প্রবেশের সময় জুতা পরা ও কাপড় দ্বারা মাথা আবৃত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১৩৮ ; নববী, আল-মাজমূ' ২/৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : জমি সহ বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে উপার্জন করা জায়েয হবে কি?

-নূরুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : প্রতারণা না থাকলে বা অন্যের হক বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য না থাকলে জায়েয হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে যদি তা হালাল হয় *(হাকেম হা/২৩১০; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১৫)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) 'দালালের মজুরী' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করে বলেন, ইবনু সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসান (রহঃ) দালালীর মজুরীতে কোন দোষ মনে করেননি। ইবনু আব্বাস

(রাঃ) বলেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এর উপর যা বেশী হয় তা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, এটা এত এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে, তা তোমার, অথবা তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই *(বুখারী ৮/৩০১)*। ক্বায়েস ইবনু আবী গারাযাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় আমাদের (ব্যবসায়ীদের) 'সামাসিরাহ' (السَّمَاسِرَةَ) বা দালাল বলা হ'ত। এরপর একদিন রাসূল (ছাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে গমন করেন এবং তিনি আমাদের পূর্বের নামের চাইতে উত্তম নামে আখ্যায়িত করে বলেন, হে ব্যবসায়ীদের দল (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ) ! বেচা-কেনার মধ্যে (অনেক সময়) অনর্থক কথাবার্তা এবং কসম জড়িত হয়ে থাকে। তোমরা কিছু দান করে তাকে দোষমুক্ত করে নিবে *(আবুদাউদ হা/৩৩২৬; তিরমিযী হা/১২০৮)*।

উল্লেখ্য যে, দালালীর নামে কোন প্রতারণা করা যাবে না *(বুখারী হা/৬৯৬৩)*। যেমনটি এখন হাট-বাজারে হয়ে থাকে। যেমন কোন পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত দাম বলা, মিথ্যা কসম করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : আমি মাঝে-মধ্যে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আছরের ওযূতে মাগরিবের ছালাত আদায় করি। এতে আমার ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কিংবা শাস্তি পেতে হবে কি?

-নাজীব আব্দুল্লাহ
তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : সন্দেহ দৃঢ় হ'লেই কেবল পুনরায় ওযূ করতে হবে; অন্যথায় নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৬)*। তবে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, ওযূ ব্যতীত ছালাত আদায় করলে তা কবুল না হওয়ার সাথে সাথে এর জন্য কবরে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে *(মু'জামুল কাবীর হা/১৩৬১০; ছহীহাহ হা/২৭৭৪)*। এছাড়া প্রত্যেক ফরয ছালাতের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করাই উত্তম *(বুখারী হা/২১৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : বিবাহ করলে পিতা-মাতা থেকে বাসা আলাদা করে নিতে হবে। শরী'আতে এরূপ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-তাওয়াবুল হক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : না। তবে একাধিক সন্তান থাকলে যৌথ পরিবারে পর্দা পালনে অসুবিধা হয় বলে পৃথক আবাসস্থল থাকাই উত্তম। ছাহাবায়ে কেরামের জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায় অনেক ছাহাবীর আমল এরূপই ছিল। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিবাহের পর পৃথক বাড়িতে থাকতেন। পিতা আমর ইবনুল 'আছ তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর নিকট থেকে আব্দুল্লাহ্র খবর নিতেন *(বুখারী হা/৫০৫২; নাসাঈ হা/২৩৮৯)*। ওমর (রাঃ) ও তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) একইভাবে পৃথক অবস্থান করতেন *(আব্দুর রাযযাক হা/১৯৮২২; শু'আবুল ঈমান হা/৬৫৭৯, সনদ ছহীহ)*। তবে সেসময় যৌথ পরিবার থাকার বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) শ্বশুর পরিবারের অনিষ্টের ভয়ে ফাতিমা বিনতে কায়েসকে শ্বশুর বাড়িতে ইদ্দত পালন করতে না দিয়ে ইবনু উম্মে মাকতূমের বাড়িতে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন *(আবুদাউদ হা/২২৮৪; ইবনু হিব্বান হা/৪২৫৩; ইরওয়া হা/১৮০৪)*। অতএব এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : ছিয়ামের ফিদইয়া নিজের বিধবা ও দরিদ্র মেয়েকে দেওয়া যাবে কি?

-যহীর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : নিজ বিধবা ও দরিদ্র মেয়েকে ফিদইয়ার টাকা দেওয়া যাবে না। কারণ তাদের উপর খরচ করা পিতা-মাতার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে পিতা নিজে দরিদ্র হ'লে এবং তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হ'লে উক্ত ফিদইয়া নিজ দরিদ্র সন্তানদের প্রদান করতে পারবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১৭১)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) কাফফারা ওয়াজিব হওয়া ব্যক্তিকে ছাদাক্বার মাল নিজের পরিবারকে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : নারীদের পাত্র পসন্দ করার অধিকার আছে কি? পিতা যদি মেয়ের মতামত না নিয়ে বিয়ে ঠিক করে এবং মেয়ে যদি তাতে সম্মত না হয় তাহ'লে কোন গুনাহ হবে কি?

-মারজানা, বগুড়া।

উত্তর : পাত্র পসন্দ করার অধিকার মেয়েদের আছে। তবে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ হয় না। অভিভাবক অবশ্যই তার মেয়ের মতামত নিবেন। অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়ে যদি কুমারী হয় এবং চুপ থাকে, তাহ'লে চুপ থাকাটাই হবে তার সম্মতির লক্ষণ। আর বিধবা হ'লে মুখে স্পষ্ট স্বীকৃতি নিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭)*। মেয়ে যদি সম্মত না হয়, তবে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : খারাপ মাল দ্বারা যাকাত প্রদান করলে যাকাত কবুল হবে কি? আর যাকাতদাতার উপর কোন গোনাহ বর্তাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইদ্রীস, বনশ্রী, ঢাকা।

উত্তর : উত্তম মাল থাকা সত্ত্বেও খারাপ মাল দিয়ে যাকাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ করো না' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করে নিম্নমানের খেজুর ঝুলানো দেখে বলেন, এই দানকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মাল দান করতে পারত। অতঃপর বললেন, এই ব্যক্তি অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন ঐ নিম্নমানের খাদ্যই খাবে *(আবুদাঊদ হা/১৬০৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮২১; সনদ হাসান)*। সুতরাং উচ্চমানের মাল থাকা সত্ত্বেও নিম্নমানের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করলে তা পাপের কারণ হবে।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫নং MCQ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত এবং ফেরেশতাগণের পরিচয় : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬১*)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত 'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ')।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ পৃঃ)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ১-২৬, বিজ্ঞান ১-৬২ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ০১-২৮ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন বিষয়ক।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : আরবী ও বাংলা।

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০ (ত্রিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	: ১২ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
২. উপযেলায়	: ১৯শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৩. যেলায়	: ২৬শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	: ৮ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

◈ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।